যুগের আলো

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

মূল্য ২৲ মাত্র

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্‌
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট্‌,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ।

পৃঃ ১—৯৬, বিদ্যোদয় প্রেসে মুদ্রিত।

পৃঃ ৯৭—১৯৪, এল্, এন্, প্রেস হইতে

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত,

৯৬ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার
আমার
শ্রী
কে
নিদর্শন স্বরূপ
যুগের আলো
উপহার দিলাম
ইতি—
শ্রী

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার মিত্র বি, এ,

কর-কমলেষু—
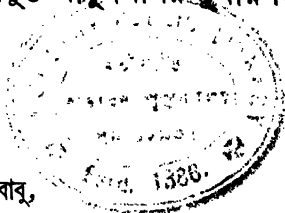
প্রিয় শিশির বাবু,

"যুগের আলো" প্রকাশিত হইল। বাণীর কুঞ্জকানন পত্র-পুষ্পে পরিশোভিত করিতে মায়ের পবিত্র নাম লইয়া শ্রাবণের মধুধারায় যে শুভেচ্ছার বীজ বপন করিয়াছেন তাহাতে জননীর আশীর্ব্বাদ প্রতিনিয়তই আপনার মস্তকে বর্ষিত হইবে। তাই এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমার এ "যুগের আলো" আপনার নামের সহিত গাঁথিয়া দিলাম। জননী বাণীর নিকট এই মাত্র প্রার্থনা যে আপনার বিপুল অধ্যবসায় সাহিত্যাকাশ অরুণায়মান করিয়া আপনার ধর্ম্মে ও কর্ম্মে চিরসাফল্য প্রদান করুক। ইতি—

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল।

নিবেদন।

ভাষাই জাতির জীবন; ভাষার ক্রমোন্নতি ও পরিপুষ্টি তাহার নবজীবনোচ্ছ্বাসের প্রকৃত পরিচায়ক। আমাদের বঙ্গদেশে যে অভিনব জাতীয় জীবনপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর প্রকৃত অনুরাগই উহার মূল কারণ। আমরা জানি আপনি বঙ্গভাষার অভ্যুন্নতি ও সুপ্রসার কল্পে সততই অগ্রবর্ত্তী, তাই আজ বড় আশায় আপনার উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভের জন্য এই নূতন সংবাদ লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি।

বঙ্গ ভাষায় উপন্যাসপ্রিয় পাঠক পাঠিকার অভাব নাই, রাশি রাশি উপন্যাসেও বঙ্গভাষা প্লাবিত; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পড়িবার যোগ্য, দেখাইবার মত, বা উপহার দিবার উপযুক্ত কয়খানি উপন্যাস আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? বলুন দেখি একখানি ভাল উপন্যাস পড়িবার জন্য আপনি কয়খানি বাজে উপন্যাস ক্রয় করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন?

আমরা জানি উপন্যাস পাঠই আপনার কার্য্য নহে। আপনার কেন, সকলেরই খারাপ উপন্যাস পাঠে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে। যাহাতে অতি অল্প মূল্যে বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস একখানি করিয়া প্রতি মাসে আপনার হস্তগত হয় তাহারই জন্য আমাদের এই বিপুল আয়োজন।

আমাদের এক টাকা সংস্করণের উপন্যাস সিরিজে প্রতি মাসে সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি নূতন উপন্যাস বাহির হইবে। উপন্যাসগুলি

যাহাতে ভাষাসম্পদে, ভাবগরিমায়, রুচি পারিপাট্যে ও সর্ব্বোপরি চরিত্রাঙ্কনে অতুলনীয় হয় আমরা তাহার জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছি। যাহাতে ঘরে ঘরে বঙ্গ ভাষার প্রকৃত আদর হয়, তাহারই জন্য আমাদের এই অভূতপূর্ব্ব বিরাট আয়োজন।' আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি এরূপ সুদৃশ্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এত অল্প মূল্যে আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রকাশিত করিতে পারেন নাই।

আপনি প্রকৃত বাঙ্গালী। যাহাতে বাঙ্গালীর প্রকৃত অভ্যুদয় হয় তাহা আপনার ঐকান্তিক বাসনা। তাই বঙ্গ ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি কল্পে আমরা আপনাদের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশানু-রাগীর সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই এই বহুব্যয়সঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের নিতান্ত ভরসা আপনি আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের এই নবোদ্যমে উৎসাহিত করিবেন। ইতি

শিশির পাবলিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীশিশির কুমার মিত্র।

যুগের-আলো
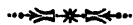
প্রথম পরিচ্ছেদ
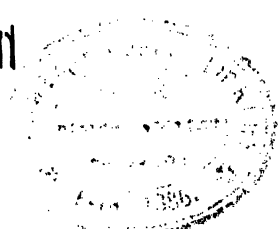
মোক্ষদার রঙ্গিন স্বরে ভরাট তর্ক জমাট বাঁধিবার মুখেই বন্ধ হইয়া গেল। পালতোলা নৌকা ভরা গাঙে সুবাতাসে তরতর করিয়া বহিয়া আসিতেছিল,—হঠাৎ যেন চড়ায় ধাক্কা খাইয়া একেবারে বালির ভিতর বসিয়া গেল। পলকে পাঁচ ছয় জোড়া বিস্ময়মাখা চোখের কালো কালো তারা মোক্ষদার দিকে ঠিকরাইয়া গিয়া যেন কৌতূহলে দুলিতে লাগিল। বেঁটে ঘোষ একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছিল,—সেই সর্ব্বাগ্রে মোক্ষদাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, "এটীকে আবার কোত্থেকে আন্‌লে মোক্ষদা,—এটী আবার তোমার কে?"

বেঁটে ঘোষের কথায় মোক্ষদার দেহটা যেন ভাবে রাঙ্গিয়া দুলিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের শিক্ষিত আঁখি একবার

বেশ রকম ফের নাচ দেখাইয়া দিল। মোক্ষদা মেসের ঝি,—তাহার বয়স যতই বাড়ুক চটক কিছুতেই কমিতে পারে না। সে পরিত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কস্তা পেড়ে সাড়ী,—তাহার নীচের হাতের রৌপ্য নির্ম্মিত সরুসরু চুড়িগুলি একটা বেশ ভাবের সুরে সর্ব্বদাই টুনটুন্ করিয়া বাজিত,—তাহার উপর হাতের নিরেট গিল্টি সোনার পাঁচ ভরির তাগা সমস্ত দেহটাকে গরবে ফুলাইয়া মাটীতে পা ফেলিতে দিত না। তাহার কেশেরও বাহার বড় কম ছিল না,—সে প্রত্যহ নূতন নূতন হরেক রকম খোপা বাঁধিত কিন্তু তাহার সেই চকটদার খোপা দেখিত যে কে তাহা কেবল বলিতে পারেন অন্তর্যামী। মেসের বাবুদের সেই বাহারদার খোপা দেখাইবার জন্য তাহার চেষ্টার কোনরূপ গাফিলী ছিল না,—বাবুদের সম্মুখে আসিলে প্রায়ই তাহার মাথার কাপড় সরিয়া যাইত,—ঘোমটাটা টানিয়া যে আবার মাথার উপর দিতে হইবে সে বিষয় বড় একটা তাহার স্মরণ থাকিত না। মোক্ষদার মুখে হাসি ছাড়া কথা ছিল না। সে নিজেও যেমন হাসিতে ভালবাসিত তেমনি অপরের হাসিরও কদর জানিত। বেঁটে ঘোষের প্রশ্নে মোক্ষদার রঙ্গিন স্বর একেবারে রঙে গাঢ় হইয়া বাহির হইয়া আসিল, "সব কথায় ঠাট্টা করেন ঘোষবাবুর ওই বড় দোষ। 'এরা বাবুরা বড় দুঃখী। এই আপনাদের্ পাশের বাড়ীতেই থাকে। ওর বাপ নেই,—মা পোড়া অদৃষ্টের দোষে ভায়ের বাড়ীতে এসে আছে। ভায়ের অবস্থা বড় ভাল নয়। গেরস্থ লোক,—চার

পাঁচটী কাচ্ছাবাচ্ছা, মাসে মাসে যা আনে তাইতে কষ্টেস্যষ্টে দু'বেলা দু'মুঠো কোন ক্রমে হয়। তার সাধ্যি কি যে সে বোনঝিয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। এদিকে মেয়েটীর প্রায় বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়,—তাই এর মার এর বিয়ের চিন্তায় মুখে আর অন্ন জল উঠ্‌ছে না। আমি প্রায়ই এদের বাড়ী যাই কিনা তাই এর মা আমার সঙ্গে এই মেয়েটীকে আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিলে, আপনারা যদি সকলে মিলে কিছু কিছু সাহায্য ক'রে এই মেয়েটীর বিয়ে দিয়ে দেন।"

যাহার আগমনে ভরাট তর্ক জমাট বাঁধিবার মুখেই বন্ধ হইয়াছিল সেটী একটী বালিকা। বেঁটে ঘোষ মোক্ষদাকে আর কথা শেষ করিতে দিল না,—অর্দ্ধ পথেই তাহাকে বাধা দিয়া একবার মাত্র তীব্র দৃষ্টিতে বালিকার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিল। বালিকার পরিধানে একখানি অর্দ্ধ মলিন ডুরে কাপড়,—কিন্তু সেই মলিন কাপড় তাহার রূপের জ্যোতিঃ ঢাকিতে পারে নাই। সে রূপ চাপা থাকিবার নহে। তাহা বালিকার সমস্ত অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া জগতের সমস্ত চক্ষুর সম্মুখে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে রূপ একবার পুণ্যের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠে তাহা কি আর চাপা থাকে! তাহার সরল মুখখানিতে ভাসা ভাসা কালো কালো চক্ষু দুইটী যেন একটা নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। মস্তকোপরি কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশী আলুথালু ভাবে পৃষ্ঠে গণ্ডে লুটোপুটী খাইতেছে। বিস্ময়ের তাড়নায় ঘোষ আর একটু

হইলেই মোক্ষদার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি কিন্তু খুব সাম্‌লাইয়া লইল,—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মোক্ষদা আমি তোমার গা ছুয়ে বল্‌তে পারি এর ভেতর তামাসার তা পর্য্যন্ত নেই। এরা যদি সত্যিই দুঃখী হয়,—এর মা যদি সত্যিই এর একটা বিয়ের জন্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে থাকেন,—তাহ'লে আমরা যেমন করে পারি এর একটা বিয়ে দিয়ে অবশ্যই দেব। দেওয়া উচিত,—সহস্রবার কর্ত্তব্য।"

মোক্ষদা গালে হাত দিয়া বেশ একটু নাকিসুরে আরম্ভ করিল, "ওমা ঘোষবাবু বলেন কি গো? বাবুরা আমি কি আপনাদের সাম্‌নে মিছে কথা কইতে পারি? এই তো এত দিন আপনাদের এখানে কাজ কর্চ্ছি ও কলঙ্ক আমাকে কেউ দিতে পারে না। কারুর সাধ্যি নেই যে বলে মোক্ষদা মিথ্যেবাদী। অদৃষ্টে ছিল তাই স্বোয়ামী মোরে গেল,—নইলে আমার অভাব কি? দেশে আমার মা বাপ, ভাই ভায়ের বৌ ভাইপো ভাইঝি, এক ঘর লোক। বরাতে ছিল তাই পোড়া পেটের দায়ে দশজনের সকৃড়ি মুক্ত কর্ত্তে হচ্ছে।"

ভোলানাথ খুড়ো সকলেরই খুড়ো;—ছোক্‌রাদিগের মেসের ভিতর তাঁহার পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর বয়স লইয়াও তিনি বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের চুল অর্দ্ধেকের উপর পাকিয়া গিয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত রসের কিছুমাত্র কম নাই। জারক লেবুটির মত তিনি যেন সমস্ত মেসবাসীর অরুচির রুচির মত হইয়া

উঠিয়াছিলেন। এতক্ষণ তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া একটা আব্‌-লুসের নলসংযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অতি সুশ্রী হুকায় তাম্রকূটে মন মজাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন আর মাঝে মাঝে ভরাট তর্কের ফাঁকে ফাঁকে এক একটী খাটী পুরাতন পাকা বোল ছাড়িয়া হাসির রোলে সমস্ত মেস্‌টাকে বেশ সরগরম রাখিয়াছিলেন। তিনিও হাতের হুকা হাতে ধরিয়া হাঁ করিয়া মোক্ষদার কথাগুলা শুনিতেছিলেন,—মোক্ষদা নীরব হইবা মাত্র তিনি মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া মাথাটা বার দুই নাড়িয়া বেশ একটু মোলাম স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রামচন্দ্র! মিথ্যেবাদী অমন কলঙ্ক তোমায় কেউ দিতে পারে? তুমি হ'লে মোক্ষদে সতাই মোক্ষদে,—তা এখন এই মেয়েটীকে যেখান থেকে এনেছ সেইখানে পৌঁছে দিয়ে এস। আর এর মাকে বলো, তিনি এর বিয়ের সম্বন্ধ করুন, তারপর আমরা যা পারি সবাই মিলে সাহায্য কর্ব্বো। আর তুমি বড় ঘনঘন ওদের বাড়ী যাতায়াত করো না। মেসের ঝি তার দ্বারা হয় না যে কি তা কেবল বল্‌তে পারেন ভগবান। তুমি যদি এই মেয়েটীর বিয়ের ঘটকালীর জন্যে আড়েহাতে লাগ তা'হ'লে আর দেখ্‌তে হবে না,—মেয়ের মার গৌরীদানের ফল হয়ে যাবে।"

খুড়ার কথায় মোক্ষদা মুখটা সিটকাইয়া একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "খুড়োমশাই কি যে বলেন তার কোন ঠিক ঠিকানা

নেই। গরীব বলেই কি যা তা বল্‌তে হয়। আয়রে দীপি, তোকে বাড়ী রেখে আসি।"

বালিকা মোক্ষদার পাশটীতে মহা জড়সড় ভাবে মাথাটী হেট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—মোক্ষদার স্বরে সে একবার মাত্র চকিতে মোক্ষদার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আবার মুখখানি নীচু করিল। শরৎ-সন্ধ্যাকাশের নির্ম্মল চাঁদের মৃদু হাসি চকিতে সে মুখখানির উপর একটা নূতন খেলা খেলিয়া সমস্ত ছাদটায় যেন একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল। হরিশ একেবারে কশাহত তাজা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "এ কথা বলা খুড়োর একেবারে অন্যায়। মেসে ঝিগিরী করে বলেই যে তাকে চরিত্রহীনা হতে হবে এ হতেই পারে না,—এ কথা আমি হলপ করে বল্‌তে পারি। ওর চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা একেবারে আমাদের ঘোরতর বেয়াদবী। স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা আমরা রাখিনি,—জানিনি,—বুঝিনি তাই আমাদের আজ এত অধঃপতন। মেসের ঝি যখন তখন সে আর একটা মানুষই নয়,—সে একেবারে দশজনের খেলার পুতুল। খুড়ো তোমার আমারও যে ভগবান, ওই ছেঁড়া কাপড় পরা মেয়েটীর আত্মায়ও সেই ভগবানই আছেন। ভক্তি না করো তাতে কিছু এসে যায় না কিন্তু তা'বলে তুমি তাকে অশ্রদ্ধা কর্ত্তে পারো না। অদৃষ্টের কথা কেউ বল্‌তে পারে না হয়তো ওর সঙ্গে একজন রাজার ছেলের বিয়ে হতে পারে। তোমার প্রাণ যাতে কাঁদে না,—আমার প্রাণ যাতে কাঁদে না,—

এই সামান্য ঝির প্রাণ তাতে কাঁদে। তাই না সে এই মেয়েটীর বিয়ের জন্যে সাহায্য ভিক্ষে কর্ত্তে এসেছে।"

দম-দেওয়া গ্রামোফোণের মত চড়্‌চড়্‌ করিয়া এই লম্বা বক্তৃতা দিয়া হরিশ যেন হাফাইতে লাগিল। হরিশের গর্জ্জনে খুড়া একেবারে থ হইয়া গিয়াছিলেন,—এতক্ষণে একটু ফুর্‌সুত পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা হরিশচন্দ্র তুমি একটু থামো।"

তাহার পর মোক্ষদার দিকে ফিরিয়া ঘাড়টা তুলিয়া বলিলেন, "মোক্ষদে আমার মাথা খাবে,—"আমার মরা মুখ দেখ্‌বে যদি আমার ওপর রাগ করো। বুড়োসুড়ো মানুষ দু' একটা বেফাঁস কথা ফস্‌ করে বেরিয়ে যায়। কার ভরষায় এই বুড়ো বয়সে মেসে পড়ে আছি। তুমি যদি রাগ করো তা হ'লে কি আর একদিন এখানে তিষ্ঠুতে পার্ব্বো।"

খুড়োর কথায় মোক্ষদার রাগ জল হইয়া গেল। সে একটু রংএর হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "সে কি কথা, আপনি হলেন খুড়োমশাই আপনার কথায় রাগ কর্ত্তে কি পারি!"

খুড়া হুকাটায় কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, "মোক্ষদে তোমায় বল্‌বার কিছুই নেই,—শুধু তুমি একটু সদয় থেক।"

ঘোষ দাঁড়াইয়াছিল সে খুড়ার দিকে হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "চুপ খুড়ো চুপ! গ্রন্থকার কবি মশাই আস্‌ছেন।"

ঘোষের কথায় সকলেরই দৃষ্টি ছাদের সিঁড়ির দিকে পতিত

হইল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এস এস বিনয়চন্দ্র এস,—আধ আচরে বসো।"

যাহাকে একেবারে সকলে মিলিয়া সমস্বরে সম্ভাষণ করিয়া উঠিল সেও একটা যুবক। বয়স চব্বিস পঁচিসের উর্দ্ধ কোন মতেই নহে। সবে মাত্র গোঁপের রেখা দিয়াছে। তাহার দেহের লাবণ্য নম্র অথচ উজ্জ্বল। স্বভাবের সৌকুমার্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতা তাঁহার মুখশ্রীতে বেশ একটা বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে। বিনয় তখন তাহাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল,—ঘোষ হাতটা বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "গ্রন্থকার! এইবার একটা খাঁটি সত্য কথা শুনতে চাই। দেখ দেখি একবার বেশ ভালো করে এই মেয়েটীর ভিতর কোন কবিত্ব আছে কি না?"

বিনয়চন্দ্রের দৃষ্টি এতক্ষণে সেই বালিকার উপর পতিত হইল। বালিকার মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার মনে হইল,—বালিকার শিশু মুখের কালো চক্ষের পল্লব ছায়াতে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক অপরূপ নির্ম্মলতা লইয়া একেবারে কোমল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপরূপ রূপ যেন রূপসমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্ত তাহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি কি যেন এক করুণাজড়িত, তাহা যেন পথ চলিতে অপরের হাত ধরিতে চায়,—তাহার সেই, কচি আঙুলগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কাহার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্ত পথ চাহিয়া আছে। বিনয় বালিকার মুখের উপর যে

সৌন্দর্য্য দেখিল তাহা রংএর সৌন্দর্য্য নহে,—গড়নের সৌন্দর্য্য নহে—তাহা অন্তরের গভীর সৌন্দর্য্য। বিনয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মোক্ষদা বিনয়ের উপর একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবু ভালো যে বিনয়বাবুর ঘুম ভাঙ্গলো। বিনয়বাবু আমাদের কি ঘুমই ঘুমুতে পারেন। আমি তো আপনার জন্যে খাবার নিয়ে আঁপনাকে কত ডাকাডাকি করে ফিরে এলুম। আপনার না আজকে দেশে যাবার কথা ?"

বালিকার রূপ-সমুদ্রে বিনয়চন্দ্র তখন একেবারে হাবুডুবু খাইতেছিল। বেশ একটু গম্ভীর স্বরে মোক্ষদার কথার উত্তর দিল, "কথা ত রোজ কত রকম হয়, কিন্তু সেই অনুযায়ী কার্য্য কি সব হয়,—না হওয়া সম্ভব। বাড়ী যাবার কথা ছিল কিন্তু যাওয়া আর ভাগ্যে ঘট্‌ল কই। বুঝ্‌লে মোক্ষদা এই সময় জিনিষটাকে আর আমি কিছুতেই বাগিয়ে নিতে পার্‌লুম না।"

মেসের অন্যান্য সকলের অপেক্ষা মোক্ষদা বিনয়কে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিত। কেন ? সে কথা মোক্ষদার অন্তরাত্মাই বলিতে পারেন। বিনয়ের কথায় সে বেশ একটু মিহিসুরে বলিল, "তা যাই বলুন না আপনি বড় কুঁড়ে। বাবা,—এত ঘুমও মানুষে ঘুমুতে পারে। এখন চলুন নীচে, আমি আর কাঁহাতক আপনার জল খাবার আগ্‌লে আগ্‌লে রাখি।"

খুড়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন,—এতক্ষণে আবার

মৃদুস্বরে বলিলেন, "মোক্ষদে পরের মেয়েটাকে আর টাসিয়ে রেখেছ কেন? ওর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এস।"

মোক্ষদা মুখখানা একটা বিকৃত ভঙ্গি করিয়া বলিল, "এই বিনয় বাবুর জলখাবারটা দিতে পাল্লেই যে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে যেতে পার্ত্তুম।"

মোক্ষদার কথার মধ্যপথে ঘোষ আবার বাধা দিল,—উচ্চৈস্বরে কহিল,—"নাও,—রাখ এখন তোমার জল খাবার,—আগে আমার কথাটার মীমাংসা হয়ে যাক্। হরিশ যে লম্বা বক্তিতা করেছে, তাতে আমার খুব সম্ভব হরিশের প্রাণে বেশ একটু প্রেম এসেছে।"

হরিশের মুখখানা একেবারে লাল হইয়া গেল;—সে ঘোষের দিকে একবার তীব্রভাবে চাহিয়া বিকট স্বরে কহিল, "লেখা পড়া শিখে মানুষ যে এমন চাষার মত নীচ হয়ে যায় তা আমার কোন দিনও ধারণা ছিল না।"

হরিশের কথায় ঘোষ হা হা করিয়া একটা বীভৎস হাসি হাসিয়া উঠিল,—হাসির অমন বিশ্রী মূর্ত্তি কেহ কোন দিন কল্পনায়ও আনিতে পারে না। মোক্ষদা মহা বিরক্তিস্বরে বলিল; "আয়রে দীপি তোকে বাড়ী দিয়ে আসি।"

মোক্ষদা একটা ভ্রুকুটী কুটিল চক্ষে ঘোষের দিকে চাহিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া সেই বালিকাকে লইয়া ছাত হইতে নামিয়া গেল। ঘোষের সে হাসিতে হরিশের প্রাণের ভিতরটা কে যেন

হামানদিস্তায় পিসিয়া দিতেছিল। ক্রোধে তাহার বাক্য রোধ হইয়া গেল। সে মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার হইয়া উত্তর দিল বিনয়,—"প্রেম আসাটা যে খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার তা নয়। প্রেম যখন আসে সে ঠিক এই রকম এলোমেলো ভাবেই আসে। কবিতার মত সে কোন দিনই ছন্দের ভিতর দিয়ে জ্যোতির ভিতর দিয়ে হিসেব নিকেশ করে আসে না। তাই কবি বলেছেন,—"প্রেম স্বভাব বৈরাগী, সে যে পথের ধারে ধুলার পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়,—সেতো বৈঠকখানার চীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য্য মেল্‌তে পারে না।"

খুড়া মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "যা ব'ল্লে ভায়া বিনয়! কবি না হ'লে কি যে সে লোকে এসব কথা বোঝে। এই দেখনা এত থাক্‌তে আমার প্রেম এলো কিনা শেষ মোক্ষদার উপর।"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুড়ো ঠাট্টা কচ্ছো,—কিন্তু এই ঠাট্টা যদি কোনদিন সত্যি হয় তখন দেখবে ওই মোক্ষদার রূপের কাছে জগতের সমস্ত রূপ কালি মেরে গেছে। প্রেম সে বড় শক্ত জিনিষ। এক কথায় যদি মানুষ প্রেম বুঝ্‌তো,—তাহ'লে জগতে সকলেই প্রেমিক হ'তো,—ভগবান লাভ ক'র্তো।"

বেঁটে ঘোষ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সাবাস ভাই বিনয়,—প্রেম বোঝা কি যার তার কর্ম্ম। হরিশ মুখখানা কি রকম বেয়াড়া করে বসে আছে দেখ। জীবনে কখন কি ও প্রেম বুঝ্‌বে?

প্রেম যদি কেউ বুঝে থাকে সে কেবল বুঝেছি আমি,—ভগবান যদি কেউ লাভ করে তবে দেখ ভাই বিনয় সে এই ঘোষ। যার ছাতি এতটুকু তার কর্ম্ম কি প্রেম বোঝা।"

হরিশ তথাপি কোন কথা কহিল না,—সে মুখখানা আরও একটু গম্ভীর করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"হ্যাগা তুমি কি ভেবেছ? ঠাকুরপোর বিয়ে কি আর দেবে না!" বলিতে বলিতে সরোজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সরোজিনীর বয়স বিংশের উর্দ্ধ নহে, দেহের গড়নটী বড় সুন্দর। বর্ণ শ্যাম কিন্তু উজ্জ্বল। মুখখানিতে লক্ষ্মীর শ্রীর কোনই অভাব নাই। অপূর্ব্বসুন্দর মধুর হাসিতে তাঁহার মুখখানি সদাই হাস্যময়ী। অমূনয় তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র গৌরচাঁদের সহিত ভূত প্রেতের গল্পে ভারগ্রস্থ সময়টা ধ্বংস করিতেছিলেন,—সহসা পত্নীর স্বর শ্রবণ পথে প্রবেশ করায় তিনি মাথাটা তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, মৃদু হাসিয়া পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "বিয়ে দিতে হবে বই কি।"

সরোজিনী তখন স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি ঠোঁট্টী একটু উল্টাইয়া বলিলেন, "বেশতো নিশ্চিন্তভাবে বল্‌লে.—বিয়ে দিতে হবে বই কি? বিয়ে দিতে হবে বই কি বল্লেই বুঝি বিয়ে দেওয়া হ'লো। কি যে বলো কথার কোন একটা ছিরি ছাঁদ নেই। বিয়ে দেব বল্লেই তো আর বিয়ে দেওয়া হয় না, তার তো একটা চেষ্টাচুষ্টি করা চাই। দশ জায়গায় দেখা শোনা কর্ত্তে হবে,—দশজনকে বল্‌তে হবে,—অমনি

তো আর বিয়ে হবে না। আর ক'নে অমনি এসেও তোমার ভাইটীর পায়ে জড়িয়ে পড়্‌বে না।"

গৌরচাঁদ জননীর পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া বেশ কাণ দুইটা খাড়া করিয়া জননীর কথাগুলি শুনিতেছিল, জননী নীরব হইবামাত্র সে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুইখানি দিয়া জননীর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া মুখের নিকট মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা কবে বিয়ে হবে? বেশ হবে কাকাবাবুর বিয়ে। হুঁ—হুঁ—হুঁ,—হ্যাঁ মা কখন বিয়ে হবে?"

সরোজিনী আদরে পুত্রের গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোর বাপকে জিজ্ঞাসা কর না,—দেখ্‌ছিসনি কেমন মানুষ সব বিষয়েই নিশ্চিন্তি। এদিকে দশজনে যে দশ কথা বলে তার কি কোন হুস্‌ আছে। না আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনি, আমায় একেবারে ঠিক করে বলে দাও,—কবে, কোন তারিখে ঠাকুরপোর বিয়ে হবে?"

অমুনয় একটা তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একখানা দৈনিক সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন,—পত্নীর কথায় খবরের কাগজ হইতে চোখ দুইটা তুলিয়া বেশ একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন,—তাহার পর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বিয়ে হ'লো প্রজাপতির হাত, বিয়ে দেব বল্লেই কি আর বিয়ে দেওয়া যায়। তুমি হিন্দু-কুল-ললনা হয়ে কেমন করে এমন কথাটা বলে ফেল্‌লে বলো দেখি যে বিয়ের

একেবারে ঠিক তারিখ বলে দাও। আমি কি প্রজাপতি না বিধাতা। তোমার ঠাকুরপোর বিয়ের ফুল যেদিন ফুটবে সেইদিনই বিয়ে হবে।"

সরোজিনী মুখখানি ভার করিয়া বলিলেন, "না,—আমার সব সময় তোমার ও ঢং ভাল লাগে না। এমন করে সংসারে মানুষ কি কখন একা একা থাক্‌তে পারে? আমি তো কারুর কথা শুন্‌বো না,—আমি এই মাসের মধ্যেই ঠাকুরপোর বিয়ে দেবই দেব।"

অমুনয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "তাহ'লে তো সব গোলই মিটে গেছে। তখন এত কথাই বা কেন? আর মুখ ভারই বা কিসের জন্যে, তবে কথাটা হচ্ছে কি জান—যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া পড়্‌শির ঘুম নেই। বিয়ের বিষয়ে বিমুর তো কোন চাড় দেখিনি, যত চাড় দেখি তোমার।"

সরোজিনী তাহার স্বামীর কথার মাঝখানেই বাধা দিলেন, স্বরোষে বলিলেন, "না—সে তো আর তোমার মত পাগল নয়, যে বড় ভায়ের গলা ধরে কেঁদে কেঁদে বল্‌বে,—দাদা আমার বিয়ে দাও—দাদা আমার বিয়ে দাও। নিজে ভায়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছ না তাই বলো। আমি তো জানি তুমি যে অশেষ কুঁড়ে। তোমার কোন্ যোগ্যতাটা আছে বলো?"

পত্নীর কথায় অমুনয়ের ভিতরের চাপা হাসিটা মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে সত্যি

কথা শুন্‌বে,—বিয়ের যে কত সুখ আমি তো তা বেশ টের পাচ্ছি, তাই সাধ করে ভায়ের গলায় এ বোঝাটা আর ঝোলাতে চাইনি। বিনুর যদি ইচ্ছে হয় তাহ'লে তো সে নিজেই অনায়াসে সে কাজ কর্ত্তে পারে। তার বিয়ের জন্যে আমারই বা এত ব্যস্ত হবার দরকার কি? তোমারই বা এত ব্যস্ত হবার দরকার কি?"

সরোজিনী মাথাটা নাড়িয়া বেশ একটু ক্রুদ্ধস্বরে আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "না—তোমার ও ঠাট্টার কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি এবার আর তোমার কোন কথা শুন্‌বো না,—আমি ঠাকুরপোর জন্যে এইমাত্র একটি মেয়ে ঠিক করে এলুম—ওই শম্ভুসিংহি যিনি জজের আদালতে ওকালতী করেন তাঁর স্ত্রীর বোনঝি। যেমন দেখতে তেমনি লেখাপড়া জানে—মাসীর বাড়ীতে এসেছে, আজ সন্ধ্যার পর তাকে আমাদের বাড়ীতে—"

সরোজিনী কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না,—দাসী আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দাসীর পদশব্দে উভয়েরই দৃষ্টি দ্বারের দিকে পতিত হইয়াছিল। সরোজিনী পরিচারিকার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে পুঁটীর মা?"

পুঁটীর মা এক গাল হাসিয়া উত্তর দিল, "কারা সব এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন।"

পরিচারিকার কথা শেষ হইতে না হইতেই সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এইমাত্র

তোমাকে যাঁদের কথা বল্লুম, বোধ হয় তাঁরাই এসেছেন; সেই মেয়েটিকে তোমাকে একবার দেখাব বলে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে বলেছিলুম, নিশ্চয়ই তাঁরা এসেছেন। বোস, যেন কোথায়ও বেরিয়ে যেও না,—আমি এখনি সেই মেয়েটিকে এনে তোমায় দেখাচ্ছি।"

স্বামীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সরোজিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গৌরচাঁদও বোধ হয় নূতন লোক দেখিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না,—কাকাবাবুর বৌ এসেছে, কাকাবাবুর বৌ এসেছে, বলিতে বলিতে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অনুনয় আবার খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইলেন।

অনুনয় ও বিনয়ের পিতা পার্ব্বতী বাবু যখন মারা যান তখন তাঁহার পুত্রদিগের জন্য বেশ মোটা রকমই সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যার বিবাহ তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি জীবনটা মহা আনন্দেই কাটাইয়া গিয়াছেন, মৃত্যুতেও কাহাকেও নিরানন্দ করেন নাই। পুত্রদিগের উপর কোন ঝুঁকিই রাখিয়া যান নাই, এবং যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই নাড়িয়া চাড়িয়া বুঝিয়া চলিলে অন্য কোন কাজকর্ম্ম ব্যতীতই অভাবশূন্য অবস্থায় পুত্রদিগের মহা সুখে জীবন কাটিতে পারে। অনুনয় দেশে থাকিয়া পিতার সঞ্চিত অর্থ

নাড়িয়া চাড়িয়া বৃদ্ধি করিতেছিলেন আর বিনয় কলিকাতায় মেসে থাকিয়া সাহিত্যের খেয়াল লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনটা বেশ কাটাইয়া দিতেছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুনয়ের বিবাহের অল্পদিন পরেই পার্ব্বতীবাবুর মৃত্যু হওয়ায় বিনয়ের বিবাহটা এত দিন পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহে বিনয়ের বিশেষ কোন চাড় নাই দেখিয়া অনুনয়ও সে বিষয় মোটেই মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন মনে করিতেন না। বিনয়ের যখন ইচ্ছা হইবে তখনই বিবাহ করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া তিনি সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলে কি হইবে তাঁহার পত্নী সরোজিনী একেবারেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ঠাকুরপোর বিবাহের জন্য একেবারে মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, তাঁহার সহিত যাহারই দেখা হইত,—তাহাকেই তাঁহার ঠাকুরপোর জন্য একটী ফুট্‌ফুটে সুন্দরী পাত্রীর কথা বলিতে ছাড়িতেন না। সরোজিনীর এত চেষ্টা সত্ত্বেও এ যাবৎ তেমন সুবিধা গোছের পাত্রী জুটিয়া উঠে নাই।

অনুনয় সংবাদপত্রখানা নাড়িয়া চাড়িয়া সময়টা কাটাইতে অক্ষম হওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গৃহের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ভৃত্য গৃহে আলো দিতে আসিল। অনুনয় ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা কি কচ্ছে রে?"

ভৃত্য আলোটা টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে উত্তর দিল,

"শম্ভুবাবুর বাড়ীর মেয়েরা সব এসেছেন,—মা তাঁদের সঙ্গে গল্প কচ্ছেন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। অনুনয়ও গৃহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,—সেই সময় সরোজিনী একটী বার তের বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, দেখি কেমন মেয়েটী,— আমি এই মেয়েটীর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দেব।"

পত্নীর কথায় অনুনয়ের দৃষ্টি বালিকার উপর পতিত হইল। বালিকার সাজগোজ বিলাতী ধরণের। পায়ে উঁচু হীলের জুতা। অঙ্গে কুঞ্চিত সাড়ী সেপ্‌টীপিনের সাহায্যে সমস্ত অঙ্গটা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। খুব মিহি লেসের জাকেটে উপর-অঙ্গ ঢাকা। পাউডারে মুখখানি ভরা,—তাহার উপর গাল দুইটীতে রুজ দিয়া গোলাপী করা হইয়াছে। ভগবানের সৃষ্টির উপর আগাগোড়াই রং করা। বালিকা সুন্দরী কি কুৎসিতা বুঝিবার কোন উপায় নাই। অনুনয় বালিকার উপর একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ।"

সরোজিনী মুখখানা ঈষৎ ভার করিয়া বলিলেন, "শুধু 'বেশ' বল্লেই বুঝি হ'লো। মেয়েটী কেমন দেখ্‌লে,—পছন্দ হ'লো কিনা বলো! আমায় এখনি তাদের পাকা কথা দিতে হবেতো? দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা কর,—মেয়েটী যেমন লেখাপড়া জানে

তেমনি গান বাজ্‌না জানে। সংসারের কাজ কর্ম্মও সব শিখেছে।"

অমুনয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ,—আমার কি আর একটা স্বতন্ত্র পছন্দ আছে। তোমার ঠাকুরপোর সঙ্গে আগে বিয়ে দাও তারপরে এক দিন নিশ্চিন্তে বসে গান বাজ্‌না শোনা যাবে।"

সরোজিনী একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার সব কথায়ই ঠাট্টা;—তুমি যাই বল,—আমি এই মেয়েটীর সঙ্গেই—"

সরোজিনী আর কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, বিস্মিতের ন্যায় গৃহের দরজার দিকে চাহিলেন। দরজার সম্মুখে বিনয়। গৌরচাঁদ তাহার কাকাবাবুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে গৃহের ভিতর আনিয়া হাজির করিল। সরোজিনী মহা আনন্দিত ভাবে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ ঠাকুরপো, তুমি কখন এলে?"

বিনয় তখন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার বৌদিদির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাসিতে হাসিতে বৌদিদির কথার উত্তর দিল, "বৌদি তোমার জন্য মনটা হঠাৎ খারাপ হওয়ায় চারটের এক্সপ্রেসে চলে এলুম।"

অমুনয় গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার বৌদিদি এই মেয়েটীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান। দেখ পছন্দ হয় কিনা?"

তাহার পর পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার ঠাকুরপো, এসেছে,—এইবার তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর,—আমি চল্লুম।"

অনুনয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সরোজিনী একগাল হাসিয়া তাঁহার ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখদেখি ঠাকুরপো মেয়েটি পছন্দ হয় কিনা। আমি এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। তোমার দাদার যা' যোগ্যতা তা' আমি বুঝে নিয়েছি।"

বিনয় একবার বঙ্কিমভাবে বালিকার দিকে চাহিল, হাসিতে হাসিতে তাহার বৌদিদির কথার উত্তরে বলিল, "খুব পছন্দ! তবে কি জান বৌদি সত্য কথা বল্‌তে হ'লে মেয়েটিকে যেন পাটের বস্তার মত কলে চেপে এঁটে বাঁধা হয়েছে। ওর ভেতর যে কি আছে, পচা কি ভাল, তা' পাটের মহাজন যারা তারাই কেবল বল্‌তে পারে। আমি ওবিষয়ে একেবারে অর্ব্বাচীন, কাজেই অক্ষম।"

বিনয়ের কথায় বালিকা লজ্জায় মৃদু হাসিয়া মাথাটা নীচু করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গৌরচাঁদের ডাকাডাকি ঠেলাঠেলির চোটে বিনয়চন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তখন আষাঢ় মাসের সুদীর্ঘ বেলাটা একেবারেই শেষ হইয়া আসিয়াছিল। প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপ ম্লান হইয়া কেবল গাছের মাথায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। বিনয় মধ্যাহ্নে আহারের পর কোন ক্রমে বৌদিদির নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিছানায় সটাং চোদ্দপোয়া হইয়াছিল, আর একেবারে বেলা অবসান করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া একটা বিকট রকম হাই তুলিল। গৌরচাঁদ কাকাবাবুর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল,—সে তাহার কাকাবাবুকে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে দেখিয়া হাতখানা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু শিগ্‌গির বাহিরে দেখ্‌বে চল,—কল্‌কাতা থেকে দু'জন লোক এসেছে,—তোমাকে সেই থেকে কত খুঁজছে—"

বিনয় বিস্ময়মাখা চোখ দুইটাকে বেশ রীতিমত বড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "কল্‌কাতা থেকে লোক !"

গৌরচাঁদ মুখখানাকে ভারিক্কের মত করিয়া বলিল, "হুঁ কাকাবাবু, তারা ভদ্রলোক। কেমন ভাল কাপড় জামা জুতো পোরে এসেছে,—দেখ্‌বে চল।"

"ভাল কাপড় জামা জুতো পোরে এসেছে যখন তখন তো

নিশ্চয়ই ভদ্রলোক," বলিতে বলিতে বিনয় বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গৌরচাঁদ আবার বলিল, "সত্যি ভদ্রলোক কাকাবাবু।"

"আমি কি বল্‌ছি নয় রে ?" বলিয়া বিনয় গৌরচাঁদের হাত ধরিয়া বাহির বাটীতে গমনের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, কিন্তু সরোজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন। তিনি তাঁহার চির-মধুর হাসিতে ঘরখানা বিভাসিত করিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "না ঠাকুরপো এইবার বাহিরে যাবার আগে আমায় একটা পাকা কথা দিয়ে যাও। আমাকে এখনি তাদের খবর দিতে হবে। সন্ধ্যের পর কল্‌কাতা থেকে মেয়েটিকে কারা আবার দেখ্‌তে আস্‌বে। তাদের সঙ্গে একটা যদি কিছু পাকাপাকি হয়ে যায় তখন আবার মুস্কিলে পড়্‌তে হবে। কেন ঠাকুরপো ভোগাচ্ছ, দিব্বি মেয়ে তো,—না ভাই আমাকে একটা পাকা কথা দিয়ে যাও।"

বিনয় তাহার বৌদিদির কথার মাঝখানে একটু কেবল ফাঁক খুঁজিতেছিল,—একটু ফাঁক পাইবামাত্র বলিয়া উঠিল, "বৌদিদি এখানে বড় সুবিধে হবে বলে আমার বোধ হচ্ছে না। এই কন্যা লাভের আশায় দেখ্‌ছো না দেশ দেশান্তর থেকে রাজপুত্তুর সব ছুটে আস্‌ছে ? এখানে কি আমাদের পাত্তা মেলে, না মেলা সম্ভব ?"

সরোজিনী মুখখানি গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে মুখতো গম্ভীর হইবার নয়,—তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"পাত্তা মেলে কি না মেলে সে আমি বুঝবো, তুমি কেন বলনা ভাই আমার পছন্দ হয়েছে।"

বিনয়চন্দ্র উত্তর দিল, "তুমি যখন বল্‌ছ বৌদি তখন আমি বল্‌তে বাধ্য—পছন্দ হয়েছে।"

দেবরের এই কথাটুকুতে সরোজিনীর সমস্ত হৃদয়টা যেন একেবারে আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাহ'লে দেখ' ঠাকুরপো, আমি পাকা কথা দিই ?"

বিনয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "কাজেই।"

গৌরচাঁদের বহুক্ষণই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, কেবল জননীর তাড়নার ভয়ে এতক্ষণ কোন ক্রমে স্থির হইয়াছিল,—কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিল না,—সে তাহার কাকাবাবুর হাত খানায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিয় উঠিল,—"আচ্ছা কাকাবাবু তুমি আর কখন যাবে ? তারা যে তোমার জন্যে কতক্ষণ থেকে বসে আছে, চল না।"

সরোজিনী মহা বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "এই ছেলেটীর জন্যে যদি একটু কাজের কথা কওয়া যায়! মানুষকে বড় বিরক্ত করে! তা'হলে ঠাকুরপো আমি পাকা কথা দিইগে ?"

বিনয় সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল। সরোজিনী কথাটা একেবারে পাকা করিয়া ফেলিবার জন্য আর কোনরূপ কথা না কহিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কলিকাতার আগন্তুকদ্বয়কে দেখিতে বিনয়ও গৌরচাঁদের সহিত বাহিরের দিকে রওনা হইলেন।

বিনয় বাহিরে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহাদের দেখিল,—তাহাদের দেখিবার জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বৈঠকখানা ঘরের দুইখানা চেয়ার দখল করিয়া উপবিষ্ট ঘোষ ও হরিশচন্দ্র। উভয়ের সাজ সজ্জা আজ যেন কিছু জঁাকালো রকমের। বৈঠকখানা গৃহে তাহাদের দেখিয়া বিনয় একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল,—তাড়াতাড়ি উভয়কে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি? কল্‌কাতা অন্ধকার করে, অকস্মাৎ এখানে উদয়?”

বিনয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ঘোষ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—পকেট হইতে গন্ধ ভরা রুমালখানা বাহির করিয়া সেখানাকে বিনয়ের মুখের সম্মুখে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, “বলো থ্রি চিয়ার্স ফর্ হরিশচন্দ্র। ব্যাপার একেবারে বেজায় গুরুতর — হরিশের বিয়ে। কন্যা দেখ্‌বার জন্যে স্বয়ং বর ও তার বন্ধু এই শ্রীমান্ ঘোষ বিশেষ অনুরোধে পড়ে এখানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছে।”

বিনয়ের কৌতূহলটা নিদ্রা হইতে একেবারে যেন ধাকা খাইয়া হাই তুলিয়া জাগিয়া উঠিল। একে হরিশের বিবাহ,—তাহার উপর আবার হরিশ আসিয়াছে তাহাদের দেশে কন্যা দেখিতে। মেয়েটি কাহার,—কি বৃত্তান্ত, সমস্ত জানিবার জন্য বিনয় একেবারে মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আবার প্রশ্ন করিল,

"এখানে মেয়ে দেখতে? কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত,—ভেঙ্গে চুরে সব খুলে বলো,—শুনে তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হই।"

ঘোষ তাড়াতাড়ি হরিশের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল,—"আরে ছাই বলই না সব ভেঙ্গে চুরে। এই যে এখানে শম্ভু সিংহি না কে জজের আদালতে ওকালতি করে তার স্ত্রীর ভগ্নির মেয়ে।"

বিনয় একটা বিস্মিতের দৃষ্টি লইয়া হরিশ ও ঘোষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ!"

ঘোষ মাথাটা নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাঃ বেশ আছ! এর ভেতর সর্ব্বনাশ কোনখানটায় দেখ্‌লে? বিয়েটা তো চিরকাল আনন্দেরই জানি—হঠাৎ এর ভেতর সর্ব্বনাশ এলো কোত্থেকে বলোতো? কাব্য হিসেবে বিয়েটা কি আজ কাল সর্ব্বনাশের দিকে গিয়ে পড়্‌ছে নাকি!"

বিনয় মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "আরে তা নয়—তা নয়—এর ভেতর বেশ একটু মজা আছে। শুন্‌লে তোমাকেও বল্‌তে বাধ্য হতে হবে সর্ব্বনাশ।"

কন্যা দেখিবার নির্দ্ধারিত সময়টা একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়ায় হরিশ একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এক্ষণে এই সকল তর্ক বিতর্ক ভালো লাগিবে কেন? বিবাহের আশার বাতাস তখন তাহার হৃদয়ে ভাবের লহর তুলিতেছিল;—সে মহা বিরক্তভাবে বলিল, "এইটাই বিনয় তোমার সব চেয়ে বেশী দোষ,—কি যে তর্ক করো তার কোন অর্থ নেই!

একজন ভদ্রলোককে কথা দেওয়া হয়েছে,—অথচ সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সে দিকে তো তোমার খেয়ালই নেই। এইটাই হ'লো আমাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা যে, কোন কাজ আমরা ঠিক সময়ে কর্ব্বো না।"

ঘোষ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—বিনয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিনয় আর নয়,—হরিশ এবার চটে উঠেছে। যাও যাও চট্ ক'রে জামা কাপড়টা ভাই বদ্‌লে এস। হরিশ কি আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকতে পারে পাত্রী দেখার কৌতূহল কোলাব্যাঙের মত ওর প্রাণের ভেতর লাফ মাচ্ছে। হরিশ আমার ভাই কোন অপরাধ নেই,—আমি একেবারে প্রস্তুত। এই দেখ একেবারে উঠে দাঁড়িয়েছি, শুধু পা বাড়ালেই হ'লো। এখন যা বোঝা পড়া করবার কর, ওই বিনয়ের সঙ্গে।"

জামা কাপড় বদ্‌লাইয়া এস বলিলেইতো আর জামা কাপড় বদলান হইতে পারে না। শম্ভু সিংহির বাটীতে বিনয়ের যাওয়া উচিত কি না বিনয় সেই কথাটাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল। মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "ওখানে যেতে আমার ভাই আপত্তি আছে।"

"আপত্তি থাকতেই হবে।" ঘোষ হরিষের দিকে ফিরিয়া বলিল, "শুনছ হরিশ, বিনয়ের কথাটা? আমার মত এমন দিল্ খোলা সরলপ্রাণ লোক তুমি কোথায় পাবে বলোতো? পরের জন্যই আমার সব, কিন্তু বিনয়ের আক্কেলটা শুনলে তো? তোমার

আনন্দ কাজেই ওর আপত্তি! তিনি কি তা চোখ মেলে দেখ্‌তে পারেন! কি বলো হরিশ, এটাও বাঙ্গালীর একটা জাতিগত দুর্ব্বলতা!"

হরিশ বিনয়ের কথার একটা রীতিমত জবাব দিবার জন্য মনে মনে বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু বিনয় তাহাকে বলিবার ফাঁকটুকু না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আরে তা নয়। একটা কেন, বল না আমি হরিশের জন্যে এক ডজন পাত্রী দেখে আস্‌ছি। ওখানে যেতেও আমার কোন আপত্তি ছিল না,—তবে কথা হচ্ছে এই যে, ওই পাত্রীটির সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ হচ্ছে।"

ঘোষ বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিনয়ের কথাগুলো বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল—বিনয় নীরব হইবা মাত্র বলিয়া উঠিল, "তাতো হবেই, তুমি কি কখন কারো ভালো দেখ্‌তে পারো;—ঐটুকুই যে তোমার বিশেষত্ব! হরিশ তখনই তোমায় বলেছিলুম, আর দরকার নেই বিনয়কে,—চল বরাবর পাত্রীর বাড়ী গিয়ে উঠি। তুমি যে একেবারে বিনয় বিনয় করে হেদিয়ে উঠ্‌লে, এখন সামলাও বিনয়ের ঠেলাটা।"

বিনয়ের কথায় হরিশের আশাটা যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া মাটীর নীচে দশ হাত বসিয়া গিয়াছিল। সে প্রাণের ভিতর যে সোনার অট্টালিকা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা যেন তাসের ঘরের মত আর হাওয়ার ভরও সহিতেছিল না। সে একটা বড় রকম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই পাত্রীটির সঙ্গে

তোমার সম্বন্ধ কি একেবারে পাকা হয়ে গেছে? কিন্তু তা যদি হয় তাহ'লে আমায় এমন মিথ্যা কষ্ট দেওয়ার তাঁদের প্রয়োজন ছিল কি?"

আশাভঙ্গের ব্যথাটা হরিশের মুখে চোখে যে কালি ছড়াইয়া দিয়াছিল তাহা বিনয়ের দৃষ্টি এড়াইল না, বিনয় মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "তাদের কোন অপরাধ নেই। সম্বন্ধ একেবারে যে পাকা হয়েছে তাও নয়,—তবে একটু আগে সম্বন্ধটা কতকটা পাকা হবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি যদি তাকে বিয়ে কর্ত্তে চাও,—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।"

ঘোষ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আপত্তি না থাকে যদি—চল। আত্মত্যাগের একটা মহৎ উদাহরণ দেখিয়ে দাও। আর কেউ না করুক হরিশ নিশ্চয়ই তোমায় দুশোবার ধন্য ধন্য কর্ব্বে।"

বিনয় আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঘোষ হাত নাড়িয়া বাধা দিল; বলিল, "ভাই আর ঘুরিয়ে নাক্ দেখিও না,—বাঙ্গালায় বলো যা সবাই বুঝবে।"

"বোস, আমি কাপড় জামাটা বদ্‌লে আসি।" বিনয় আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বৈঠকখানা গৃহ হইতে চলিয়া গেল। বিনয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র ঘোষ হরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ হরিশ বাঙ্গালীর অধঃপতনটা একবার দেখ। তুমি যে একেবারে মুসড়ে গেলে হে? তোমার সে সব বক্তৃতা-গুলো গেল কোথায়? আমি আর একা কাঁহাতক তোমার হয়ে

বক্তৃতা করি বলো? মুষ্‌ড়ে যাচ্ছ কেন হে,—এ সাহস নেই, এ কথা জোর করে, বল্‌তে পাচ্ছ না,—বিদ্যায় লভিব বিদ্যা কিবা ভয় তায়।”

হরিশ তথাপি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা পুস্তক তুলিয়া লইয়া উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তাহার পাতাগুলো উল্‌টাইতে লাগিল। বিনয় অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহার বৌদিদির নিকটে যাইয়া হাজির হইল ও মহা ব্যস্তভাবে কহিল, “বৌদি শিগ্‌গির একখানা কাপড় ও একটা জামা বের করে দাও, মেয়ে দেখ্‌তে যেতে হবে।”

সরোজিনী মহা বিস্মিতভাবে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়ে দেখ্‌তে যেতে হবে! কার জন্যে? কোথায়?”

বিনয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, “যে পাত্রীটির সঙ্গে তুমি আমার সম্বন্ধ স্থির কচ্ছ, তারই সঙ্গে আমার একটি বন্ধুর সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে। সেই বন্ধুটি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন, পাত্রী দেখ্‌তে; তার বিশেষ অনুরোধ আমাকেও তাদের সঙ্গে যেতে হবে।”

সরোজিনীর মুখখানি অতটুকু হইয়া গেল। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, “এই তো ঠাকুরপো গোলের কথা কও! আমি এই মাত্র যে তাদের বলে পাঠালুম, পাকা দেখার দিন স্থির কর্ত্তে। তোমার বন্ধু পাত্রী দেখ্‌তে যায় যাক্, তোমার সেখানে কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না।”

বিনয় মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তাকি ভালো দেখায় বৌদি, তারা অত করে বল্‌ছে, না গেলে মনে কর্ব্বে কি ?"

সরোজিনী ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া বলিলেন, "তা যাও, কিন্তু আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, দেখ' যেন সব ফাঁসিয়ে দিয়ে এস না।"

বিনয় সে কথার কোন উত্তর দিল না, সরোজিনী দেবরের জন্য কাপড় জামা বাহির করিয়া আনিলেন। বিনয় সত্বর কাপড় জামা বদ্‌লাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বৈঠকখানা-গৃহে ঘোষ ও হরিশ বিনয়ের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল,—বিনয়কে আসিতে দেখিয়া ঘোষ বলিয়া উঠিল, "কে হারে জিনে দু'জনে সমান।"

ঘোষের কথার উত্তরে কেহই কোন কথা কহিল না। হরিশের আর সবুর সহিতেছিল না,—সে বিনয়কে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিনয়কে আর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে হইল না,—তিন বন্ধুতে পাত্রী দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। তখন আকাশের অন্ধকার ও আষাঢ়ের মেঘ বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। রাস্তার ধারের সরকারী পুকুরের জলের উপর সেই অন্ধকারের ছায়া পড়িয়া একেবারে একটা নিবিড় কালিমায় ভরিয়া গিয়াছিল।
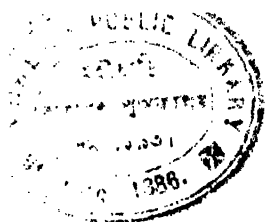
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন বন্ধু যখন আসিয়া শম্ভুসিংহের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রের পুঞ্জীভূত অন্ধকার একেবারে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—বৃষ্টিও ছির্ ছির্ করিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। শম্ভুসিংহের বাড়ীখানি রীতিমত সাহেবী ধরণে প্রস্তুত। সম্মুখে যাহ'ক,—ফটকের পর ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান,—পুষ্পোদ্যানে চীনের টবে নানাবিধ বিলাতী ফুলের গাছ গোলাকারে স্তরে স্তরে সজ্জিত। একপার্শ্বে একটু লন্‌টেনিস খেলিবার স্থান। বৈঠকখানা গৃহে শতেক আলো জ্বলিতেছে. সেই আলো পুষ্পোদ্যানে আসিয়া পড়ায়, অনেকটা অন্ধকার যেন তথা হইতে পাত্‌লা হইয়া পড়িয়াছে। তিন বন্ধু সেই ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান পার হইয়া বৈঠকখানা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বৈঠকখানাগৃহটীও একেবারে সাহেবী ধরণে সজ্জিত। গৃহের মধ্যস্থানে একটী প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল,—টেবিলের সম্মুখভাগে তাহারই উপযুক্ত একখানি সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ও টেবিলের আসে পাশে কয়েকখানি মেহাগনী কাঠের চেয়ার। কয়েকখানি চেয়ার দখল করিয়া কয়েকটি ভদ্রলোক উপবিষ্ট। তিনটি অপরিচিত যুবককে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৃহস্থিত সকলেই,বেশ একটু কৌতূহলের দৃষ্টি লইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন। যিনি সেক্রে-

টারিয়েট চেয়ারটী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি চান?"

হরিশ একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমরা কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছি—"

হরিশকে আর কথাটা শেষ করিতে হইল না, যে ভদ্রলোকটি প্রথম কথা কহিয়াছিলেন, তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও! বসুন,—বসুন।"

তিন বন্ধু ধীরে ধীরে যাইয়া তিনখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিল। টেবিলের উপর একটা ক্ষুদ্র ঘণ্টা ছিল ভদ্রলোকটি সেই ঘণ্টায় একটু মৃদু আঘাত করিলেন, ঘণ্টা অমনি টুন্‌টুন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে একটা উড়ে বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোর মামাবাবুকে গিয়ে বল্‌গে যা যে, যাঁদের কল্‌কাতা থেকে আস্‌বার কথা ছিল তাঁরা এসেছেন।"

উড়ে বেহারা আবার একটা সেলাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যে ভদ্রলোকটি কথা কহিয়াছিলেন তিনিই যে বাটির কর্ত্তা শম্ভুসিংহ, তাহা বুঝিতে তিন বন্ধুর অধিক বিলম্ব হইল না! শম্ভুসিংহের দেহের গড়নটি বেশ ভারিক্কে রকমের। দাড়ী গোঁপ দুই কামান, মাথার সম্মুখ-ভাগে একগাছিও চুল নাই, বেশ চক্‌চকে টাক ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। উড়ে বেহারাটা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, ঘোষ একবার মাথাটা তুলিয়া গৃহের চারিদিকে

একবার চোখটা বুলাইয়া লইল। গৃহের চারিপার্শ্বে বড় বড় আলমারীতে কেবল মোটা মোটা আইনের বই স্তরে স্তরে সজ্জিত। ঘোষ মনে মনে বলিল, "দেখিতেছি শম্ভুসিংহি এখানকার একজন বেশ পশারওয়ালা উকিল।"

উড়ে বেহারা যাইবার পর বোধ হয় পাঁচ মিনিটও অতিবাহিত হয় নাই, সেই সময় একটী বেঁটেসেঁটে গৌরবর্ণ লোক আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল,—ঘোষ ও বিনয় উভয়েই বেশ একটু অবাকভাবে সেই লোকটীর দিকে চাহিতে লাগিল,—এই লোকটীকে তাহারা তাহাদের মেসে হরিশের কাছে আসিতে দেখিয়াছে। সেই লোকটী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কয়েক পদ হরিশের দিকে অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এই যে আপনি এসেছেন। এত রাত্তির হ'লো দেখে আমরাতো ভাব্ছিলুম আপনি বোধ হয় আজকে আর আস্তে পাল্লেন না।"

হরিশও ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, একটু দেরী হয়ে গেছে বটে।"

সেই বেঁটেসেঁটে লোকটী পুনরায় বলিল, "এঁরা বুঝি আপনার সঙ্গে এসেছেন, এঁদের যেন আপনাদের মেসে দেখেছি বলে বোধ হয়, তা আসুন উপরে তারপর আলাপ পরিচয় হবে এখন।"

সেই বেঁটেসেঁটে লোকটী অগ্রসর হইলেন, কাজে কাজেই তিন বন্ধুকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে হইল। সেই লোকটী শম্ভুসিংহের নিকট যাইয়া হরিশের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া

বলিলেন, "সে দিন আপনাকে যাঁর কথা বলেছিলুম ইনিই তিনি। এর নাম হরিশচন্দ্র মিত্র, এইবার এম, এ, পাশ করেছেন।"

তাহার পর হরিশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হরিশ বাবু, ইনিই হ'লেন আমার ভগিনীপতি শম্ভুনাথ সিংহ,—এখানকার 'বারে'র একজন লীডিং প্লীডার।"

শম্ভুবাবু মৃদু হাসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। হরিশ বিনয় ও ঘোষ তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া সেই বেঁটেসেঁটে লোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। উপরে গাড়ী-বারাণ্ডার উপর ফুলের গাছের টবের পাশে পাশে এক একখানি চেয়ার বেশ সৌখীন-ভাবে সজ্জিত ছিল,—সেই লোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন বন্ধু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়া সেই লোকটী বলিলেন, "এইবার এইখানে আপনারা সবাই বসুন, বাড়ীর মধ্যে এই জায়গাটাই ভালো,—বেশ ফাঁকা, বেশ হাওয়া। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

তিন বন্ধু আবার তিনখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন। তখন আকাশের মেঘটা অনেকটা পাতলা হইয়া গিয়াছিল, বৃষ্টিরও আর ঝির্‌ঝির্‌নি ছিল না। ফিকে জ্যোৎস্না হইয়া রাত্রের সেই নিবিড় অন্ধকারটাকেও অনেক পাত্‌লা করিয়া দিয়াছিল। ঘোষ একখানা চেয়ার দখল করিয়া বেশ জুত করিয়া বসিয়া বলিল, "এ জায়গাটা সত্যিই বেশ সুন্দর। তারপর হরিশ, এই ভদ্রলোকটির সঙ্গেতো কই তুমি আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে না। এঁর সঙ্গে

এত কথাবার্ত্তা হ'লো বটে কিন্তু কই এখনোতো এর নামটি কি জান্‌তে পাল্লুম না ?"

হরিশ তখন আকাশের দিকে চাহিয়া বোধ হয় তাহার হবু পত্নীর মুর্ত্তিটা কল্পনার নানারঙে রঞ্জিত করিয়া মনে মনে ধ্যান করিতে-ছিল। ঘোষের কথায় তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল,—বেশ একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "ও, ভুল হয়ে গেছে, এঁর নাম মাখনবাবু, এর সঙ্গে আমি এক কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়েছিলাম। তারপর ইনি পড়া ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমাদের উভয়ের সেই বন্ধুত্বটা বরাবরই চলে এসেছে। এঁরই অনুরোধে এখানে আমি মেয়ে দেখ্‌তে এসেছি। ইনি হলেন শম্ভুনাথ বাবুর সম্বন্ধী, অতি ভদ্রলোক।"

তাহার পর মাখমবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মাখনবাবু আমার এই দুইটী বন্ধুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। এটির নাম অপূর্ব্ব চন্দ্র ঘোষ,—আমাদেরই মেসে থাকেন; দালালী করেন। আর এটির নাম হচ্ছে বিনয়ভূষণ ঘোষ,—ইনি একজন সাহিত্যিক। এর নিজের লেখা পাঁচ সাত খানা বই আছে। এর বাড়ী এইখানেই,—এর ভায়ের নাম কল্লে বোধ হয় আপনি চিন্‌লেও চিন্‌তে পারেন। ইনি হলেন অনুনয় ভূষণ ঘোষের ছোট ভাই।"

মাখমবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও আপনি অনুনয় বাবুর ছোট ভাই। আপনারই কথা এই মাত্র আমাদের বাড়ীর ভেতর

হচ্ছিল। তাহ'লে আপনি তো হ'লেন আমাদেরই দেশের লোক।"

আপনারই কথা আমাদের বাড়ীর ভিতর এই মাত্র হচ্ছিল,—শুনিয়া হরিশের প্রাণের ভিতর কি হইল তাহা কেবল জানিলেন অন্তর্য্যামী, কিন্তু বিনয় লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। তাহার পর পরস্পর পরস্পরের হস্ত আলোড়ন শেষ হইলে, মাখমবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এইবার আমাকে আপনাদের পাঁচ মিনিটের জন্যে ছুটি দিতে হবে। আমি একবার বাড়ীর ভেতর সংবাদ দিয়ে আসি।"

বিনয় মহা বিনীত স্বরে বলিল, "এর জন্যে আবার ছুটী কি! আমাদের জন্যে আপনার কোন চিন্তা কর্ত্তে হবে না। আপনি যান্।"

মাখমবাবু আর কোন কথা বলিলেন না, শুধু একটু মৃদু হাসিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। এই ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া ঘোষের যেন দম বন্ধ হইবার মত হইয়াছিল,—মাখমবাবু চলিয়া যাইবা মাত্র সে পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া মুখটা মুছিয়া লইয়া বলিল, "আঃ, একটু দম ছেড়ে বাঁচি। হরিশ, দেখ ভাই কেমন ভদ্রতা রক্ষা করে চলেছি,—আমাকে বাহাদুরী দেওয়া উচিত! কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি আমাদের এ একেবারেই পোষায় না। এ যেন একটু বেশী আলো বলে বোধ হচ্ছে। এত আলো সহ্য করা কি আমাদের কর্ম্ম? কথা কওয়া থেকে

হাত পা নাড়া পর্য্যন্ত সবই যদি ভদ্রতা বাঁচিয়ে চল্‌তে হয় তাহ'লে যে আমাদের মত বাঙ্গালীর প্রাণ, একেবারে হাঁপিয়েই মরে যাবে! আমাদের হ'লো বাঙ্গালীর প্রাণ, আমাদের কি আর এই ফুলের গাছের টবে ঘেরা চেয়ারে বসা পোষায়, না এতে আরাম হয়? দিব্যি তোফা ফরাশ হবে,—তাকিয়ে ঠেস দিয়ে ছবার গড়িয়ে নিলুম,—হ্যাঁ—বুঝ্‌লুম যেন একটু আরাম হ'লো। এ যেন দেহের উপর রীতিমত কড়া শাসন চলেছে। হরিশ মেয়ে দেখ্‌বার যা হাঙ্গাম একটু তাড়া দিয়ে শিগ্‌গির সেরে নাও,—বেশীক্ষণ কিন্তু ভাই এ ভাবে চল্লে আমি শেষ বজায় রাখ্‌তে পার্ব্বো না। আমার এ বেয়াড়া মুখে ফস্‌ করে একটা যা তা বেরিয়ে যাবে।"

হরিশ বেশ একটু বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "একটু স্থির হয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে পার না?"

ঘোষ হরিশের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "এযে ভাই তোমার অন্যায় কথা। এটা তো আর বাঙ্গালীর অধঃপতন বল্‌তে পারবে না,—যা বল্লুম সেইটাই হ'লো খাঁটী বাঙ্গালীর সনাতন জিনিষ। এখানে তো আর কেউ নেই,—আপোষে তিনজনে বসে আছি এখনও যদি দু'চারটে কথা না কই তো কথা কইবো কখন। বলি ওহে কবি মশাই, দুটো কথা কও,—তুমি যে আছ সেটাও অন্ততঃ প্রমাণ কর। এক পাত্রী দুই পাত্র, দেখা যাক্‌ কে হারে কে জেতে!

অদূরে জুতার ও চুড়ির মস্‌মস্‌ ও টুন্‌টন্‌ শব্দ হইল। হরিশ

চাপা গলায় বেশ একটু কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি মিনতি কচ্ছি ভাই, তুমি একটু চুপ্ কর।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ব্যস্, এইবার থেকে একেবারে চুপ্। তবে কবির কি এই ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ফুরফুরে হাওয়ায় ভাব লাগ্‌লো নাকি? সাড়া শব্দ নেই যে। কিসের চিন্তা, কিসের দুঃখ, একবার তোরা মানুষ হ'—বাঙ্গালীর ছেলের বিয়ে কখন বন্ধ থাকে? খেতে পাও আর না পাও বিয়ে কিন্তু ঠিকই হবে।"

ঘোষের কথায় বিনয় আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, "মুখ বুঝি বন্ধ করবার উপায় নেই;—হরিশের কথাগুলো বুঝি কাণেও গেল না? ঘোষ মিনতি কচ্ছি, তুমি ভাই একটু চুপ্ কর।"

ঘোষ আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু এবার তাহাকে সত্যই চুপ্ করিতে হইল। মাখমবাবু ও আর একটি ললনা আসিয়া সেই গাড়ী-বারান্দার উপর উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বেশ ভূষা দেখিয়া ঘোষ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে একবার আগন্তুকদ্বয়ের দিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সে তাহার সেই বিশেষ দৃষ্টিটুকুর ভিতর দিয়া যাহা দেখিল তাহাতেই যেন তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। বাঙ্গালীর মেয়ের এই জুতা-মোজা-পরা বেশ,—এই লজ্জাবিহীনতা, এই অস্বাভাবিক হাবভাব তাহার চক্ষে একেবারে বিসদৃশ। পুরুষ সাহেব সাজিয়া

বাহিরে যত ইচ্ছা সাহেবীপনা করুক, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির— বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু যদি বাঙ্গালীর পবিত্র অন্তঃপুরের ভিতর এই বিবিয়ানার ছায়া প্রবেশ করিতে থাকে তাহা হইলে আর বাঙ্গালীর উদ্ধার নাই। সমাজের বিশৃঙ্খলায় সমস্ত জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। দুই একটা টিপ্পনী ছাড়িবার জন্য ঘোষের ঠোঁট দুইখানা রীতিমত কাঁপিতেছিল,—কিন্তু বিনয় ও হরিশের খাতিরে সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল।

মাখম বাবুর সহিত যে ললনাটি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি শম্ভুবাবুর পত্নী—নাম হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনী বেশ একটু আগুয়ান হইয়া তিন বন্ধুকে বিশেষ খাতির করিবার জন্য বলিলেন, "আপনাদের এখানে এমনভাবে বসে থাকৃতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে! কিন্তু আমি দাদার মুখে এইমাত্র খবর পেলুম যে আপনারা এসেছেন। আমাদের সত্যিই সৌভাগ্য যে আপনারা এত কষ্ট করে এত দূর পর্য্যন্ত এসেছেন।"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়া, এটাও আমাদের কম সৌভাগ্য নয়!"

হেমাঙ্গিনী একটু মৃদু হাসিলেন। তাঁহার দেহের রংটী বেশ সুন্দর,—মাখমবাবুর ভগ্নী কাজেই বর্ণটা যে গৌর, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া বেশটীও বেশ দেহের সহিত মানাইয়াছে

ভালো। তাঁহার পরিধানে একখানি লালপাড় সাদা গরদের সাড়ী,—উপর-অঙ্গে তাহারই একটী ব্লাউস্, পায়ে একটী বিলাতী বার্নিসের চটী জুতা। তাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই হয় নাই,—কাজেই এখন পর্য্যন্ত দেহটী বেশ নিটোল রহিয়াছে। বিনয় নীরব হইবা-মাত্র তিনি ঘাড়টা একটু ফিরাইয়া বলিলেন, "এস মা সবি, এ দিকে এস, বাবুদের সামনে এসে দাঁড়াও, লজ্জা কি ?"

একটি বালিকা বেশ একটু সঙ্কুচিতভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া হেমাঙ্গিনীর পাশটিতে দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া আবার বলিলেন, "এ ছেলেবেলা থেকে আমাদের কাছে আছে,—আমার ট্রেণিং পাচ্ছে, তাই কতকটা ঘসে মেজে পরিষ্কার ক'রে তোলা গেছে, কিন্তু ওর মাটীকে আর কিছুতেই পালু্ম না,—সেই সাত হাত ঘোমটা,—সেই বড়াই-বুড়ি ভাব, এ আর কিছুতেই গেল না। তাকে আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পাল্লুম না সে ঘোমটা দেবার দিন চলে গেছে,—এখন এ নূতন যুগ পড়েছে; এখন নূতন সভ্যতায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই জেগে উঠেছে। এখন আর সেই কুৎসিৎ-দৃষ্টি গরুর গাড়ীর দিন নেই, এখন আকাশে এরোপ্লেন উঠ্‌ছে।"

ঘোষ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হেমাঙ্গিনীর এই বড় বড় কথায় সে একবার ফিরিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু কোন কথা কহিল না। মাখমবাবু হরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হরিশ বাবু, এইটীই হ'লো আমার

বোনঝি, আপনাকে যা বলেছিলেম কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়,আমার বোনঝির মধ্যে অপছন্দের মত কিছু নেই। এতে লজ্জার কিছু নেই স্পষ্ট বলুন আপনার সত্যি পছন্দ হ'ল কি না?"

হরিশ একগাল হাসি ছড়াইয়া যতদূর সম্ভব মিনতিপূর্ণ স্বরে উত্তর দিল, "আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'আমার খুব পছন্দ হইয়াছে' হরিশের এইটুকু বলিবার ভঙ্গিতে ঘোষকে একেবারে সচকিত করিয়া তুলিল। সে সত্যই একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। একটা এম, এ, পাশ করা প্রকাণ্ড যণ্ডামার্ক পুরুষ এমন দন্ত বাহির করিয়া এতগুলা লোকের সম্মুখে কেমন করিয়া বলিল, আমার তো খুব পছন্দ হইয়াছে! কণ্ঠে একটুও তো বাধিল না! নিজের জন্য কন্যা দেখিতে যাওয়াই তো ঘোরতর বেয়াদবী,—তাহাও না হয় মাফ্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পাত্রের মুখে একি কথা! ইহাপেক্ষা আর আমাদের অধঃপতন কি হইতে পারে? বঙ্গজননী বাঙ্গালীর ছেলের এই বেয়াদবী নীরবে আর কিছুতেই সহ্য করিবেন না! বাঙ্গালার দুর্দ্দশা দেখিয়া বহুকালই তো তিনি মাটী হইয়াছেন,—এইবার ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে ধ্বংশ হইবেন। ঘোষের এতদিন ধারণা ছিল হরিশের মাথায় সামান্য একটু ছিট আছে, কিন্তু আজ একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত হইল, হরিশটা একেবারে বদ্ধ পাগল। সে একটা বিকট দৃষ্টিতে হরিশের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করিয়া আবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সেই ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ঘোষের মুখের সে ভাবটা বড় কেউ লক্ষ্য করিল না,

কিন্তু বিনয় একেবারে তাহার পার্শ্বেই বসিয়া ছিল সে তাহা লক্ষ্য করিল, এবং ঘোষ পাছে বেফাস্ কিছু বলিয়া ফেলে· সেই আশঙ্কায় সে তাহাকে একটা চিম্‌টী কাটিয়া নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল।

হরিশের মুখে আমার তো খুব পছন্দ হইয়াছে শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর সমস্ত মুখখানা যেন একটা গর্ব্বে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বেশ তেজের সহিত বলিলেন, "আমাদের সবিকে পছন্দ হ'লো না, এ কথা কেউ বল্‌তে পারেনি। সবি যে আমাদের মেয়ে ভালো! গলার স্বরটি মধুর—আর পিয়ানো বাজায় অতি চমৎকার। যে দিন তুমি দাদা ছিলে না, জজ সাহেব সবির পিয়ানো বাজ্‌না শুনে শত মুখে প্রশংসা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে যাই হক্, সবির গুন যথেষ্ট।"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, উপরটা দেখ্‌লেই কতকটা অনুমান করা যায় ভিতরে তার গুণাগুণ কি, আপনি আপনার বোন্‌ঝিটিকে সবি সবি বলে ডাক্‌ছেন, ওর পুরো নামটি কি তাতো আমরা এখনও শুন্‌তে পাল্লুম না।"

হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ!"

তাহার পর বোন্‌ঝিটির দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "বলো তো মা তোমার নামটি কি,—লজ্জা কিসের,—এতে লজ্জার কিছু নেই।"

বালিকা ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকাইয়া একটু মৃদু হাসিয়া মিহি স্বরে বলিল, "আমার নাম শ্রীমতী সবিতা সুন্দরী।"

"চমৎকার।" হরিশ মাথাটা নাড়িয়া বলিল,—"নামটীও অতি সুন্দর।"

ঘোষ মনে মনে বলিল, "তাতো বটেই। আচ্ছা পাগলের সঙ্গেই মেয়ে দেখ্‌তে এসেছিলুম!"

হেমাঙ্গিনী মাখম বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা, এইবার এঁদের হল-কামরায় নিয়ে গিয়ে বসান উচিত। সবি আমাদের কেমন পিয়ানো বাজায় এদের তা একটু শুনিয়ে দেওয়া উচিত নয় কি? আর একটু মিষ্টি মুখ করাও তো প্রয়োজন!"

মাখমবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই। একটু কষ্ট করে আর একবার আপনাদের একটু উঠ্‌তে হবে,—চলুন হল কামরায় গিয়ে বস্‌বেন।"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আবার ও মিষ্টি ফিষ্টির হাঙ্গাম কেন কচ্ছেন? এ বড় অন্যায়।"

মাখমবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সে পরের কথা পরে হবে, এখন চলুন্‌তো হল্‌-কাম্‌রায় গিয়ে বস্‌বেন। দেখ্‌ছেন না আকাশের ভাব, এখনি বোধ হয় আবার বৃষ্টি আস্‌বে।"

হেমাঙ্গিনীও তাঁহার স্বরে সুর মিশাইয়া বলিলেন, "উঠুন, আর বস্‌বেন্‌ না।"

কাজেই আবার তিন বন্ধুকে উঠিতে হইল ও হল্‌-কামরার ভিতর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া প্রবিষ্ট হইতে হইল। হল্‌-কামরাটি অতি চমৎকার সাজানো! আগা গোড়া মেঝের উপর

ভেল্‌ভেটের কার্‌পেট পাতা। মাঝে মাঝে এক একখানি শ্বেত-পাথরের টেবিল তাহার চারি পার্শ্বে মকমলের চেয়ার ও সোফা দেয়ালে বড় বড় আয়না, এক পার্শ্বে একটী মূল্যবান, পিয়ানো. ঘরখানি একেবারে ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। হেমাঙ্গিনী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন,—তিনি পিয়ানোর নিকটে যাইয় তিন খানি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া 'বলিলেন. "এইখানে বসুন।"

তিন বন্ধু আবার নীরবে তিনখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী সবিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইবার মা তুমি বাবুদের একটু পিয়োনো শুনিয়ে দাও।"

মাসির কথায় সবিতার মুখখানির উপর আবার একটু মোলায়েম হাসি ভাসিয়া উঠিল, তাহার পর সে পিয়ানোটী খুলিয়া তাহার সম্মুখে ধীরে ধীরে যাইয়া উপবিষ্ট হইল,—ও একটী অতি সুন্দর গদ বাজাইতে আরম্ভ করিল। গদটী শেষ হইবামাত্র হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "শুধু গদ বাজালে হবে কেন মা একটী গানও শুনিয়ে দাও।"

সবিতা কোন কথা কহিল না,—সে এইবার বাজনার সহিত গান ধরিল,—

"তোমার কথা হেথা কেহত বলে না—
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া,
পান করে শুধু হলাহল॥

আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায়' ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল্ ।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একলা আমারে ফেলে যাবে শেষে,
অকুল পাথারে আনিয়া ।
সুহৃদের তরে চাহি চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছল্‌ছল্ ।
আপনার ভারে মরি যে আপনি,
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল ।"

সবিতার গানে সমস্ত ঘরখানা যেন ঝম্‌ঝম্ করিয়া উঠিল। সে গানের মধুর মুর্চ্ছনায় যেন বর্ষার অন্ধকার রাত্রিও বেশ একটু চঞ্চল হইয়া ভরাট হইয়া পড়িল। ঘোষ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া বসিয়া মনে মনে রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু সবিতার এই গানটিতে তাহার যেন সেই বিরক্তির ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। আর একখানি গান শুনিবার আশায় সে বেশ একটু লোলুপ দৃষ্টিতে বালিকার মুখের দিকে চাহিল। গান বন্ধ হইবার পর বিনয় মাখমবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজ রাত অনেক হ'লো, এইবার বোধ হয় আমরা উঠ্‌তে পারি।"

মাখমবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, উঠ্‌বেন কি,—একটু মিষ্টিমুখ না করে কি আর উঠা হয়? আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন,—আপনার বাড়ীতো এই পাশে বল্লেই হয়!"

তাহার পর হেমাঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হেমা, তুমি এঁকে চেন না, কিন্তু এঁর বৌদিদির সঙ্গে তোমার খুব আলাপ আছে। ইনিই হলেন অনুনয়বাবুর ছোট ভাই।"

'অনুনয়বাবুর ছোট ভাই' শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর সমস্ত মুখটার উপর বেশ একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ অবাকভাবে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি! হ্যাঁ দাদা, এতক্ষণ তো এ পরিচয়টুকু তুমি আমায় দাওনি? আপনার ছোট বৌদিদির সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ আছে। অমন মানুষ হয় না। সন্ধ্যার সময় যে আমরা আপনাদের বাড়ী বেড়াতে গেছলুম। আপনার বৌদিদির মুখে শুনেছিলুম বটে যে আপনি সেইমাত্র কল্‌কাতা থেকে এলেন! আজ সন্ধ্যার একটু আগে আপনার বৌদিদির কাছ থেকে লোক এসেছিল। ভালোই হলো আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো।"

বিনয় কোন উত্তর দিল না, কেবল একটু বিনয়ের হাসি হাসিল। সেই সময় বেহারা নানাবিধ মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ তিনখানি রেকাবী আনিয়া তিন বন্ধুর সম্মুখস্থ টেবিলের উপর স্থাপন

করিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "এর সঙ্গে এক এক পেয়ালা চায়ে বোধ হয় কারুর আপত্তি হবে না ?"

বিনয় বিনয়মিশ্রিত স্বরে বলিল, "চায়ে কারুরই আপত্তি হতে পারে না। কিন্তু এত রকম মিষ্টি শুধু শুধু আমাদের জন্যে আনিয়েছেন। আমরা কেউই বড় মিষ্টিতে ভক্ত নই।"

মাখম বাবু বলিলেন, "মিষ্টিতে ভক্ত না হতে পারেন,—প্রাণটা মিষ্টি কর্ত্তে গেলে আগে মিষ্টি খাওয়ান প্রয়োজন।"

হেমাঙ্গিনী সবিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাওতো মা সবি,—তিন পেয়ালা নিজের হাতে চা তৈরী করে নিয়ে এস দেখি। তোমার হাতের গুণটা একবার এঁদের দেখিয়ে দাও।"

হরিশ মহা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "না—না—ওঁকে আর কষ্ট দিচ্ছেন কেন। একটা বেহারাকে বলে দিন না সেই তৈরী করে এনে দেবে এখন।"

হরিশের এই নির্লজ্জতায় ঘোষ যেন একটু অবাকভাবে আবার হরিশের মুখের দিকে চাহিল, মনে মনে বলিল, "বলিহারি ! দরদ দেখে আর বাঁচিনি।"

হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বেহারা কখন চা তৈরী কর্ত্তে পারে ? চা তৈরী করাও একটা আর্ট। চা খেয়ে অনায়াসেই বোঝা যায় বাড়ীর গৃহিণী কেমন। একটা প্রবাদ আছে গ্লাডষ্টোন এক সময়ে একজনের বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হন। গ্লাডষ্টোনকে অতিথি পেয়ে বাড়ীর কর্ত্তা নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং

অতিথির সেবায় মহা ব্যস্ত হয়ে উঠেন। তাঁর আপ্যায়নে গ্লাডষ্টোন বড়ই মুগ্ধ হন; এবং সে দিনটা সেইখানেই থাক্‌বেন স্থির করেন। কিন্তু তিনি সেখানে প্রথম পেয়ালা চা খেয়েই তাঁর মতপরিবর্ত্তন করেন। তার এই মতপরিবর্ত্তনে সেই ভদ্রলোকটী অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন, তাঁর এ মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি,—নিশ্চয়ই কোথায়ও না কোথায় ক্রটী হয়েছে। ভদ্র-লোকটীর কথার উত্তরে গ্লাডষ্টোন মৃদু হেসে বল্লেন, আমার এই অসময়ে আগমনে আপনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছেন বটে, কিন্তু আপনার গৃহিণী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার প্রমাণ, চা লাইট্ হয়ে গেছে। অতএব আর আমি তাঁকে অধিক বিরক্ত কর্ত্তে চাইনা। এই বলে গ্লাডষ্টোন তখনি সেস্থান পরিত্যাগ করেন। ভাববেন না যে চা করাটা খুব সোজা!"

সকলেই বেশ একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হেমাঙ্গিনীর কথা-গুলি শুনিতেছিল; তিনি নীরব হইবামাত্র বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার দেখ্‌ছি পড়াশুনাও অনেক আছে।"

হেমাঙ্গিনী বিনয়ের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, একটা গর্ব্বের হাসিতে তাঁহার সমস্ত মুখখানা ভরিয়া গেল। মাসির আদেশ পাইয়াই সবিতা চা প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিল, সে একখানি 'ট্রে'তে তিন পেয়ালা চা আনিয়া টেবিলের উপর স্থাপন করিল। মাখমবাবু বলিলেন, "আর দেরী কেন, এইবার একটু মিষ্টি মুখ হ'ক।"

হেমাঙ্গিনীও দাদার কথায় সায় দিলেন। কাজেই তিন বন্ধুকে বাধ্য হইয়া মিষ্টিমুখ করিতে হইল। মিষ্টিমুখ শেষ হইলে হরিশ মাখমবাবুকে একটু অন্তরালে লইয়া যাইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল। মাখমবাবু তাঁহার ভগ্নির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিশবাবু জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তিনি তাহ'লে বিবাহের আয়োজন কর্ত্তে পারেন কি না ?"

ঘোষ আবার একটা বিস্মিতের দৃষ্টি লইয়া হরিশের দিকে চাহিল; মনে মনে বলিল, "ও বাবা! এ যে আর সবুর সয় না!"

হেমাঙ্গিনী আবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এত শীগ্‌গির হরিশবাবুর কথায় কি করে জবাব দিই বলো দাদা ? মেয়েরও তো একটা মতামত নেওয়া উচিত। আমি কাল কিম্বা পরশু ওঁকে পাকা খবর দেব।"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে তাই হবে। তবে এইটুকু জান্‌বেন যে আমি খবরের আশায় আকুল হয়ে থাক্‌বো।"

আর একটু হইলেই ঘোষ একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিল আর কি,—কিন্তু খুব সামলাইয়া লইল; মনে মনে বলিল, "বেঁচে থাক তুমি হরিশ্চন্দ্র।"

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে মহা বিনীতস্বরে বলিল, "তাহ'লে এখন আমরা বিদায় হতে পারি।"

হেমাঙ্গিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না আর আপনাদের কষ্ট দিতে পারিনা, রাত অনেকটা হয়েছে।"

তাহার পর পরস্পর নমস্কারের আদান প্রদান শেষ হইলে মাখনবাবু তিন বন্ধুকে বাহিরের ফটক পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। সেখানে আর একবার নমস্কারের পালা শেষ হইলে তিন বন্ধু রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় আসিয়া হরিশ বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেয়েটী কেমন দেখ্‌লে, আমার কিন্তু ভাই ভারি পছন্দ হয়েছে। এই মেয়েটীকে যদি আমি বিয়ে কর্ত্তে না পারি তাহ'লে সত্যি ভাই তোমাদের বল্‌ছি এ জীবন আমার একেবারে অসার হয়ে যাবে।"

ঘোষ একটা অবাকদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া একটা বিকট হাসির হর্‌রা তুলিল। সেই হাসির ধমকে হরিশের সমস্ত প্রাণটা ঘোষকে ধ্বংস করিবার জন্য একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিল। সে একটা কুৎসিত ঘৃণার দৃষ্টিতে একেবার ঘোষের দিকে চাহিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। বিনয় গম্ভীরভাবে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ,—হাসির এমন অপমান,—এমন বিশ্রী রকম হাসি এ কেবল তোমার কাছেই সম্ভব। হাস্যমাখা মুখ মনে হলেই এক সুশ্রী জিনিষের ছবি প্রাণের ভেতর জেগে ওঠে। কিন্তু তোমার হাসি যদি কোন কবি দেখ্‌তো তাহ'লে হাসিকে আর সুন্দর বলে কখন বর্ণনা কর্ত্তো না। ভাই আমি তোমার দু'টী চরণে ধর্চ্ছি, তুমি যা ইচ্ছে হয় কর, শুধু হেস না।"

ঘোষ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "কি কর্ব্বো বল ভাই,—ব্যাপার দেখে আমি না হেসে থাক্‌তে পাচ্ছি কই? এতেও যদি কেউ না হাসে সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়। বাবা! এত আলো কি আমাদের সহ্য হয়? একেবারে সূর্য্যের আলো,—এ আলো দেখ্‌তে হ'লে, ঘসা কাঁচের দরকার।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লক্ষ পাখীর প্রভাতী গানের মধুর তানে হরিশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পল্লীসতীর কুঞ্জবন আলো করিয়া প্রভাত সবে মাত্র নয়ন মেলিয়া চাহিতেছিলেন। স্নিগ্ধ পবন বনফুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া গবাক্ষ-পথে ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া প্রবেশ করিয়া গৃহের ভিতর লুটোপাটি খাইতেছিল। হরিশ একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল,— তাহারই পার্শ্বে বিনয় ও ঘোষ নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাদের নিদ্রা তখনও ভঙ্গ হয় নাই। হরিশ ভাবিয়াছিল রাত্রেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে কিন্তু বিনয়ের একান্ত জেদাজেদীতে বাধ্য হইয়া তাহাকে রাত্রিটা বিনয়ের বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছে। প্রভাত হইয়াছে,— আর দেরী করা কিছুতেই উচিত নহে, এইবার কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। কাল হইতে তাহার নবীন প্রাণে রং ধরিয়াছে, বিশ্ব সংসার সমস্তই যেন কেমন তাহার নিকট ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইতেছে, সমস্ত প্রাণটা মলয় হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আশার বাঁশী তাহার কাণের নিকটে নূতন হাসিতে প্রেমের ফাঁসি পরাইয়া দিয়া ললিত সুরে কেবলই বাজিতেছে। সে যে

এখানে আছে তাতো মাখমবাবু জানেন না। অথচ আজ কিংবা কাল তিনি নিশ্চয়ই পাকা খবর দিবেন বলিয়াছেন এ অবস্থায় আর কি তাহার এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ভাল লাগিতে পারে? তাহার সমস্ত মন, সমস্ত প্রাণ তাহাকে কলিকাতায় ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্য যেন একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ তাহার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাহাকে দেখিয়া তাহার প্রাণের সমস্ত ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে সে যে এই স্থানেই রহিয়াছে,—তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস এই বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, কাজেই এ স্থান ছাড়িতেও তাহার মায়া হইতেছিল। হরিশ বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া কল্পনায় কেবলই আশার কুসুম গড়িতেছিল আর একটা আনন্দের দীপ্তিতে তাহার সমস্ত মুখখানা ভরিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিয়াছিল ঘোষ কিংবা বিনয় উভয়ের একজনের নিদ্রা এখনি ভঙ্গ হইবে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও চক্ষু মেলিতে না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে ঘোষের মাথাটা বার দুই নাড়িয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "ও ঘোষ, ঘোষ,—উঠনা হে!"

ঘোষের একটু পূর্ব্বে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তখনও জড়তা মরে নাই, হরিশের ডাকে সে মহা বিরক্তভাবে চক্ষু মেলিয়া বলিল, "বলি হরিশ, তোমার এমন বিশ্রী স্বভাব কতদিন থেকে হ'লো,—লোকের ভাল দেখ্‌তে পারো না? একটু ঘুমুচ্ছি না কাণের গোড়ায়, 'ও ঘোষ ও ঘোষ!' কেন কি হয়েছে

তোমার ? তোমাকে কি বাঘে ধরেছে, না তোমার কলেরা হয়েছে ? একেবারে জ্বালাতন ! আমি যদি তোমার পরীক্ষক থাকৃতুম, কিছুতেই তোমায় এম, এ, পাশ কর্ত্তে দিতুম না। তোমার মত লোকও এম, এ, পাশ করে,—আশ্চর্য্য !"

ঘোষের তাড়ায় হরিশ বেশ একটু মুষ্ড়াইয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিল, "অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। কল্‌কাতায় যেতে হবে না ? বিনয়কে ডেকে তোল। আমি উঠেছি সেই কথন।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "তুমি সমস্ত রাত জেগে বসে থাকৃতে পারো,—তোমার প্রাণে তুব্‌ড়ি বাজির ফুল কাটুছে, তোমার এখন হয়েছে কি ? কিন্তু তা ব'লে তোমার সঙ্গে দুনিয়া শুদ্ধ লোক জেগে বসে থাকৃবে এর কোন মানে আছে ? তোমার সঙ্গে এসে তো আচ্ছা গেরো করেছিলুম ! বাঙ্গালীর ছেলে, একদিন রাত জাগ্‌লে তিন দিন সাম্‌লাতে লাগে। আর তুমি কি না ভোর না হতেই বেয়াড়া তাড়া কর্ত্তে সুরু কল্লে ?"

ঘোষের এই ধমকানির ধমকে বিনয়েরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে দুই হস্তে চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ও হরিশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হরিশ যে এরি মধ্যে একেবারে উঠে বসেছ ? কতক্ষণ উঠ্‌লে ?"

ঘোষ মহা বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "উঠ্‌বে কি,—উনি সমস্ত রাত্তিরই উঠে বসে আছেন ! প্রেমের কাজল ওর চক্ষে পড়েছে, ওর কি আর নিস্তার আছে ? ওর প্রাণে এখন সহস্র

রোস্‌নাই জ্বলে উঠছে, ওর কথা ছেড়ে দাও। বলো কেন গেরোর কথা আমি যেন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছি,—সেই শেষ রাত্রি থেকে কাণের গোড়ায় ডাক চলেছে, ও ঘোষ—ওঘোষ।"

ঘোষকে আর কথাটা শেষ করিতে হইল না, হরিশ এবার তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে আর তামসিক জাত বলে কেন? এই জন্যেই তো দিন দিন আমরা পাতালের নীচে নেমে যাচ্ছি। কথা দিয়ে কথা রাখ্‌তে পারিনা,—সময় দিয়ে সময়ে উপস্থিত হতে পারিনা,—কেন? কেবল এই কুড়েমীর জন্যে। এখন হয়েছে কি; এরপর যখন কুকুর শিয়ালে মুখে লাথি মেরে যাবে, তখন যদি বাঙ্গালীর চেতনা হয়,—তার আগে কোন আশা নেই।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আশা না থাকে না থাকুক, কিন্তু তা ব'লে তোমার এ বেয়াড়া তাড়া কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তোমরা যাদের আদর্শে খাড়া হয়ে উঠছ, তারাও কোন দিন আট্‌টার আগে ঘুম থেকে উঠে না। যারা ঘুমুতে জানে না, আমি জোর করে বল্‌তে পারি তারা কাজ কর্ত্তেও জানে না।"

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ নিয়ে আর আমাদের নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করে লাভ কি বল,—হরিশ মুখটুথ্‌ ধোবে চলো। তুমি কি এই সকালের গাড়ীতেই যেতে চাও?"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই আমাকে এই সকালের গাড়ীতেই যেতে হবে। বিশেষ জরুরী কাজ আছে!"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কথা কইবো না তো ভাবি কিন্তু

কথা না কইয়ে ছাড়ে কই? তোমার কি জরুরী কাজ আছে বল্‌তে পারো? মেসেতো থাকো,—বাপ টাকা পাঠায় দিব্যি ব্যয় কর। তোমারও জরুরী কাজ? চক্‌দীঘির তালুকটা লাটে ওঠ্‌বার সম্ভাবনা না? বরং বলো যা শোভা পাবে যে বি, এল্‌, পরীক্ষাটা মাথায় এসে পড়েছে,—পড়ার ক্ষতি হবে। ও সব্‌ কথা গুলো বলো না, আমি একেবারে সহ্য কর্ত্তে পারিনা।"

হরিশ একটা তীব্র দৃষ্টি ঘোষের উপর নিক্ষেপ করিয়া মুখখানা বিকৃত করিল। বিনয় বলিল, "এস হরিশ,—ঘোষের সব কথায় যদি কাণ দিতে হয় তাহ'লে আর চলে না, ওকি একটা মানুষ?"

ঘোষ তখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল, সে কাপড়ের কোঁচাটা জুত করিয়া দিয়া বলিল, "আমার ভাই মানুষ হয়ে কাজ নেই। যিনি মানুষ তাকে নিয়ে গিয়ে মুখটুক্‌ ধুইয়ে নিয়ে এসোগে যাও।"

ঘোষের কথায় আর কেহ উত্তর দিল না,—বিনয় হরিশকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ঘোষ সেই গৃহের ভিতর একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "এম, এ, পাশ করিয়াও মানুষ এত বড় মূর্খ হয়! ইহারা শিখিয়াছে কেবল হাওয়ার তালে তালে নাচিতে, কিন্তু কেন যে নাচিতেছে, এই নাচা তাহাদের উচিত কিনা একথা তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না। এই টুকুই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

বিনয় হরিশকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাও ঘোষ মুখটুখ্ ধুয়ে এস।"

ঘোষ কোন কথা কহিল না,—হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবার জন্য ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিনয় হরিশের দিকে চাহিয়া বলিল, "হরিশ,—তুমি ভাই তাহ'লে একটু বোস,—আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে আস্‌ছি।"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "শিগ্‌গির এস ভাই,—ট্রেনের বোধ হচ্ছে আর বেশী সময় নেই।"

শীঘ্রই আসিতেছি, ইঙ্গিতে এইটুকু জানাইয়া বিনয় তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুর প্রবেশের অর্দ্ধপথে তাহার সহিত গৌরচাঁদের সাক্ষাৎ হইল। গৌরচাঁদ তাহার কাকাবাবুকেই ডাকিতে আসিতেছিল,—তাহার কাকাবাবুকে সম্মুখে দেখিয়া মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কাকাবাবু মা যে তোমায় খুঁজছে? তোমার বন্ধুরা খাবার খাবে না,—তাদের খাবার বাহিরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না?"

বিনয় হাসিতে হাসিতে তাহার ক্ষুদ্র ভাইপোটীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মা কোথায় রে?"

গৌরচাঁদ উত্তর দিল, "মা রান্নাঘরে খাবার তৈরী কচ্ছে।"

বিনয় গৌরচাঁদের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চ' শুনিগে তোর মা কি বলে।"

বিনয় গৌরচাঁদের সহিত রন্ধন গৃহের চৌকাঠের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল। সরোজিনী তখন কাঠের উনানের সম্মুখে বসিয়া লুচী ভাজিতেছিলেন,—উনানের তাপে তাহার মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মুক্তার ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত মুখখানির উপর যেন এক নূতন সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছিল। রন্ধনগৃহে উনানের সম্মুখে রন্ধনে ব্যাপৃতা হিন্দু ললনার এ সৌন্দর্য্য যিনি দেখিয়াছেন তিনিই যথার্থ বঙ্গ ললনার মহিয়সী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। এইস্থানেই কেবল বঙ্গনারীর মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ হয়। দেবরকে রন্ধনগৃহের চৌকাঠের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সরোজিনী অঞ্চলে তাড়াতাড়ি মুখের ঘামটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ঠাকুরপো,—তোমার বন্ধুদের ঘুম ভেঙ্গেছে,—এইবার তাদের খাবার বাইরে পাঠিয়ে দেব?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ বৌদি, ঘুম ভেঙ্গেছে,—এইবার তাদের খাবার পাঠিয়ে দাও, তারা আবার এই গাড়ীতেই কলকাতা ফিরে যাবে।"

দেবরের কথায় সরোজিনীর মুখের উপর যেন একটা মস্ত বিস্ময়ের ছায়া পড়িল। তিনি তাহার দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওমা তাও কি কখন হয়? না খেয়ে দেয়ে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। আমি খুব শিগগির সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। খেয়ে দেয়ে এগারটার ট্রেনে যাবেন! না খাইয়ে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারিনি। কা'ল রাত্রে কি আর

খাওয়া হয়েছে ওদের? আমাকে যদি একটু বলেও যাও যে এখানে এসে আমরা সব খাব তাহ'লে তো আমি সব জোগাড়যন্ত্র কর্ত্তে পার্‌তুম। আমি ভাবলুম মেয়ে দেখ্‌তে গেছ, সেইখানেই সব খেয়ে আস্‌বে! এ তো আর তোমার কলকাতা সহর নয় যে হুকুমেই সব জোগাড় হয়ে যাবে,—কাজেই রাত্রে কোন কিছুই কর্ত্তে পাল্লুম না। আজ কি আমি না খাইয়ে ছাড়তে পারি? সেইজন্যে আমি কোন্ ভোরে উঠেছি। না ঠাকুরপো তা হবে না,—তাদের কাছে তুমি আমার নাম করে বলগে, না খেয়ে যাওয়া কিছুতেই হবে না। তোমার দাদা কি কোনদিন বাজারে যান, আমি জোর করে ঠেলে তাকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওমা না খেয়ে যাবে সেকি কথা,—তা কিছুতেই হবে না।"

বিনয় বৌদিদির কথার উত্তরে বলিল, "বৌদি আমি তো তাই বলেছিলুম কিন্তু হরিশ কিছুতেই খেয়ে যেতে রাজি হচ্ছে না।"

সরোজিনী মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল, "রাজি না হ'লে চল্‌বে কেন বাপু। আমি এত সকালে উঠে এই সব আয়োজন কচ্ছি, না খেয়ে গেলে কি আমার কম দুঃখ হবে ঠাকুরপো? না, তুমি যেমন করে পারো রাজি করাওগে যাও। না খেয়ে যাওয়া কিছুতেই হবে না। যা ত রে গোরে বাবুদের বল্‌গে যা যে, মা বল্‌লে না খেয়ে আপনাদের যাওয়া কিছুতেই হবে না।"

গৌরচাঁদ তাহার কাকাবাবুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে তখনি ছুটিয়া মাতৃ আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য চলিয়া

গেল। বিনয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তাহ'লে তাই হবে বৌদি,—আমি সেই কথাই বলিগে যাই।"

সরোজিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ ঠাকুরপো সেই কথাই বলগে যাও।"

বিনয় আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল, সরোজিনী লুচীর কড়া নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার দেবরের সহিত কথা কহিতেছিলেন,—তিনি আবার লুচীর কড়া উনানে চড়াইয়া দিলেন। বিনয় যখন যাইয়া বাহিরে উপস্থিত হইল, তাহার পূর্ব্বেই গৌরচাঁদ আসিয়া তাহার মাতৃ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল। সে আসিয়া হরিশ ও ঘোষকে সংবাদ দিয়াছিল, যে, না খাইয়া তাহাদের যাওয়া হইবে না। বিনয়কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া হরিশ বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে আমরা ভাই রওনা হয়ে পড়ি,—ট্রেনের আর বেশী সময় নেই।"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না খেয়ে তোমাদের যাওয়া কিছুতেই হবে না। তাহ'লে বৌদি বিশেষ দুঃখীত হবেন। আমি অনেক করে বল্লুম কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না। ঘোষ গৌরচাঁদের সহিত নানা কথায় নিযুক্ত হইয়াছিল সে বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে সংবাদটা তোমার ভাইপো আমাদের পূর্ব্বেই দিয়েছে। খেয়ে সন্তুষ্ট কর্ত্তে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। না খেয়ে কারুর মনে দুঃখ দিতে আমি একেবারেই রাজি নই। বাঙ্গালীর ছেলে,—পরস্ত পরে যত হয় ততই মঙ্গল। এই আক্‌কারা

গণ্ডার দিনে একবেলা বাঁচান সে কি কম কথা? এখন হরিশ বাবু কি বলেন শোন,—ওঁর আবার চক্দীঘির তালুক লাটে উঠ্‌বে।"

বিনয় হরিশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দু'তিন ঘণ্টার জন্যে আর এমন কি এসে যাবে?"

হরিশ মুখখানা গম্ভীর করিয়া খুব একটা বড় রকম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার বৌদির অনুরোধ,—সেতো আর ঠেলা যায় না! কাজে কাজেই দু'তিন ঘণ্টা অপেক্ষা কর্ত্তে হবে।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আহা ভগবান তোমায় সুমতি দিন।"

যথা সময়ে তিন বন্ধু আহার করিতে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রন্ধন গৃহের সম্মুখস্থ দালানের উপর তিন বন্ধুর আহারের স্থান হইয়াছিল। সরোজিনী আয়োজনের কিছুমাত্র ক্রটী রাখেন নাই,—কাজেই আহারের আড়ম্বর বিপুল হইয়াছিল। বাটীর পর বাটীতে কত রকম ব্যঞ্জন,—তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। তিন বন্ধু তিনখানি আসন দখল করিয়া বসিল। ঘোষ আসনে উপবিষ্ট হইয়া আহারের এই বিপুল আয়োজন দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "বিনু,—তোমার বৌদিদি যথার্থই বৌদিদি বটে,—এমন না হ'লে বৌদি, প্রাণ আপনা থেকেই বৌদি ব'লে ডাকবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর হরিশ কিনা এই ছেড়ে কল্‌কাতায় যাচ্ছিল?"

বিনয় গম্ভীরভাবে বলিল, "এখন নাও, বক্তৃতা রেখে আরম্ভ করে দাও।"

"দাঁড়াও আগে দেখি কোন দিক থেকে সুরু করা যায়" বলিয়া ঘোষ থালাখানা একটু টানিয়া লইল। সরোজিনী সমস্তই স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন,—রন্ধনে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কাজেই রন্ধন যে অতি পরিপাটি হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ঘোষ দুই তিনটা বাটী শেষ করিয়া বলিল, "যথার্থ ই যেন অন্নপূর্ণার হাতের রন্ধন খাচ্ছি,—বাটীর পর যত বাটী শেষ কচ্ছি প্রত্যেকটার রকম রকম তার যেন জিভে জড়িয়ে রয়ে যাচ্ছে। বিনু, যথার্থ ই তুই ভাগ্যবান্,—এমন যার বৌদি তার আবার ভাবনা কিসের।"

ঘোষের কথায় গর্ব্বে যেন বিনয়ের সমস্ত প্রাণটা ফুলিয়া উঠিল,—আবেশে তাহার নয়ন পল্লব ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে ঘোষের কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কণ্ঠ হইতে তাহার কথা বাহির হইল না। সরোজিনী রন্ধনগৃহের দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার পরিহিত বস্ত্রের লাল পাড়টুকু মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল। ঘোষ আবার কয়েকটা বাটি শেষ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন আপনি যখন বিনুর বৌদি তখন আমাদেরও বৌদি। আপনার কাছে আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে,—শুনলেম কাল রাত্রে যে মেয়েটী আমরা দেখ্‌তে গেছ্‌লুম সেই মেয়েটির সঙ্গে বিনুর সম্বন্ধ কচ্ছেন,—তা মেয়ে যেমনই হক্ ও পটেরবিবি গ্লাসকেসেই শোভা পায়; হিন্দুর

পবিত্র অন্তঃপুরে একেবারেই মানায় না। আপনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা —আপনি যাকে নিয়ে আসবেন তার অন্ততঃ পক্ষে লক্ষ্মী হওয়াও উচিৎ। কাজেই ও মেয়েটীর সঙ্গে আর বিনুর বিয়ে দেবেন না ?"

গৌরচাঁদ রন্ধন গৃহের দরজার সম্মুখে বসিয়াছিল,—সে তাহার জননীর কথার প্রতিধ্বনি করিল, "তা কেমন করে হবে,—মা যে তাঁহাদের কথা দিয়ে দিয়েছেন !"

গৌরচাঁদের কথায় হরিষ একবার একটা বিহ্বল দৃষ্টি লইয়া গৌরচাঁদের মুখের দিকে চাহিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখখানার উপর কে যেন এক রাশ কালি ঢালিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সে দিন রবিবার ; শম্ভুবাবু কাছারী বাহির হন নাই,—মধ্যাহ্নে আহারের পর তিনি নিজের শয়ন কক্ষটীর ভিতর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কতকগুলি জরুরী নথি পত্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতেছিলেন,—তাঁহারই সম্মুখে একখানি শোফায় হেলিয়া পড়িয়া হেমাঙ্গিনী একখানি ইংরাজি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী উপন্যাসখানির যে পরিচ্ছেদটা পড়িতেছিলেন তাহাতে ইংরাজি সমাজের আদবকায়দা, চলন, বলন, ভাব ভঙ্গির বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত ছিল,—কাজেই সেই স্থানটায় হেমাঙ্গিনীর মনটা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পরিয়াছিল। তিনি নিজের চাল চলনের সহিত এই পুস্তকবর্ণিত—চালচলনের কতটা পার্থক্য আছে, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় মাখমবাবু গৃহের বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি এখন একবার ঘরের ভেতর যেতে পারি ?"

মাখমবাবুর স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই হেমাঙ্গিনী পুস্তক হইতে মাথাটা তুলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, দাদা,—এসনা ভেতর ?"

মাখমবাবু পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—ভগ্নীর

হুকুম পাইবামাত্র ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হেমা, আমিতো কাল সকালেই কল্‌কাতায় যাব। সবির বিয়ের সম্বন্ধে কি স্থির কল্লে? হরিশবাবুকে যাহক্ একটা কিছু তো খবর দিতে হবে! মানুষকে আশায় আশায় রাখা তো উচিত নয়। কি বলো?"

হেমাঙ্গিনী ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রাতার কথাগুলি শুনিতেছিলেন,—ভ্রাতা নীরব হইবামাত্র বলিলেন, "কথাতো যথার্থ বটে, যাহক একটা উত্তর তো দিতেই হবে। কিন্তু কি যে ভাই উত্তর দেবো তাতো কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পাল্লুম না। পাত্র দু'টী,—দু'টীই মন্দ নয়। অনুনয়বাবুর স্ত্রীতো খবর পাঠিয়েছেন, পাকা দেখার দিন স্থির করে তাঁকে ব'লে পাঠাতে, এদিকে হরিশ বাবুও বলে গেলেন পাত্রী পছন্দ তাঁর যথেষ্ট হয়েছে। তিনি খবর জেনেই বিয়ের আয়োজন কর্ব্বেন। এ অবস্থায় আমি যে কি করি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা। শুধু ছেলের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে হরিশবাবুকেই উচ্চ আসন দিতে হয়, কিন্তু সব দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বিনয়বাবুকেও একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। তোমার কি মত দাদা,—এ অবস্থায় কি করা উচিত?"

মাখমবাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথাটী নাড়িতেছিলেন, ভগ্নীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি মাথাটী নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আমার মত যদি শুনতে চাও হেমা,—আমার মতে হরিশবাবুর সঙ্গেই সবিতার বিয়ে দেওয়া উচিত। আমার সঙ্গে তো আর হরিশবাবুর

আজকের জানা শোনা নয়,—সে একটা যুগের কথা। অমন ছেলে হাজারে একটাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সবিতার বিয়ে যদি হরিশবাবুর সঙ্গে হয় তা'হ'লে সে তাকে মাথায় করে রাখ্‌বে। হরিশবাবুর থাকবার মধ্যে আছে এক বুড়ো বাপ,—সেও আর ক'দিন। সবিতাই হবে বাড়ীর গিন্নি,—ওকে আর কারুর মুখ নাড়া খেতে হবে না। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেটী হবার কোন উপায় নেই। বিনয়ের বৌদিদিই হলেন বাড়ীর গিন্নি,—তারপর শুনিছি নাকি তিনি আবার গোড়া হিন্দু। তুমি এতদিন ধরে সবিতাকে যা সেকালে পড়ালে তা সবই পণ্ডশ্রম হবে,—বিনয়ের সঙ্গে সবিতার বিয়ে হ'লে তাকে জুতা মোজা ছেড়ে রান্না ঘরে হাড়ীকড়া ঠেলতে হবে। এ অবস্থায় আমি সবিতার বিয়ে বিনয়ের সঙ্গে দিতে কোন মতেই বল্‌তে পারিনি।"

হেমাঙ্গিনী তাহার ক্রোড়স্থিত পুস্তকখানি সম্মুখস্থ টেবিলের উপর মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, "তোমার যদি তা বিশ্বাস হয় তাই'লে হরিশবাবুর সঙ্গেই সবিতার বিয়ে স্থির করে ফেল। দিদি সবিতার বিয়ের জন্যে আমাকে বার বার চিঠি লিখ্‌ছেন,—মেয়ে বড় হয়ে পড়্‌ছে বলে তিনি রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—আস্‌ছে মাসের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে বিয়েটা শেষ হওয়া চাই। হরিশবাবুকে সেই রকম আয়োজন কর্ত্তে বলো। তবে আমার মতে সবিকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত তার কোন বরটী পছন্দ?"

মাখমবাবু ভগ্নির কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সবিতার কি এখন ভালো মন্দ পছন্দ করবার বয়স হয়েছে যে তার মতামত নেবে। সে দুই পাত্র সম্বন্ধেই কিছু জানে না, ওপর দেখে একটা যা তা মতামত দিয়ে বস্‌বে। তাতে ফল ভালো না হয়ে খারাপই হবে। বিনয়ের চেহারাটা হরিশবাবুর চেয়ে অনেক ভালো সে হয়তো বিনয়কেই পছন্দ কর্ব্বে কিন্তু পাত্র হিসেবে হরিশবাবু বিনয়ের তুলনায় অনেক দামী জিনিষ। হরিশবাবু সুখ্যাতির সঙ্গে এম, এ পাশ করেছেন,—দু'দিন বাদে বি, এল পাশ কর্ব্বেন আর বিনয় কলেজের ধার দিয়েও যায়নি।"

হেমাঙ্গিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কথা যথার্থ বটে। হরিশ-বাবু আমাদের সভ্য সমাজের আদত্ কায়দাগুলো কতকটা আয়ত্তাধীন করেছেন। সময়ে আমাদের সঙ্গে মেলামিশি হ'লে, যেটুকু পিছিয়ে আছেন সেটুকুও আর পিছিয়ে থাক্‌বেন না। কিন্তু বিনয়বাবুর কথা শুন্‌লে মনে হয় তার আশা অতি অল্প। এ অবস্থায় চারিদিক বিবেচনা করে দেখ্‌তে গেলে সবির বিয়ে হরিশবাবুর সঙ্গেই দেওয়া উচিত।"

শম্ভুবাবুর তখনও নথিপত্র দেখা শেষ হয় নাই, তিনি তখনও তাহাই উল্‌টাইতেছিলেন,—ভ্রাতা ও ভগ্নিতে যে সকল কথা হইতেছিল তাহা যে তাহার কর্ণে আসিতে ছিল না তাহা নহে,—কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত একটীও কথা কন নাই। আপন মনে নিজের কাজই করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু সহসা পত্নীর সম্বোধনে

তাঁহাকে নথি ছাড়িয়া উঠিয়া বসিতে হইল। হেমাঙ্গিনী স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওগো শুনছ,—এতক্ষণ আমাদের যা কথাবার্ত্তা হ'লো তার কিছু কি তোমার কাণে গেছে না ওই নথিই ঘাট্‌ছ। যে কাজটা এক ঘণ্টায় হয়,—তুমি সেটা তিন ঘণ্টা না লাগিয়ে আর ছাড় না। অতি কুড়ে লোক,—টিক্‌টিক্ করে কিছুতেই আর তোমার এই কুড়েমী ঘোচাতে পাল্লুম না।

শম্ভুবাবু একটা আল্‌খাল্লা পরিয়াছিলেন,—তিনি তাহার পকেট হইতে একটা প্রকাণ্ড চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে বলিলেন, "কেস্‌টা বেশ একটু জটিল কি না,—তাই একটু——"

শম্ভুবাবুকে আর কথাটা শেষ করিতে হইল না, হেমাঙ্গিনী যেন ধম্‌কাইয়া উঠিলেন, "তাই একটু,—তুমি অতি কুড়ে,—বুদ্ধির বড়ই অভাব। তোমাকে তো বার বার বলে দিয়েছি—যে গুলো বুঝতে পার্ব্বে না, আমাকে রাত্রে বলো আমি এক কথায় জলের মত বুঝিয়ে দেব।"

শম্ভুবাবু বেশ একটু কিন্তু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এইবার থেকে তাই হবে,—তাই হবে। তবে কি না——"

হেমাঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "আবার তবে কি না! কোন কথাটা জিজ্ঞাসা করে আমার কাছে মীমাংসা পাওনি বল্‌তে পারো? তোমার এই খুতখুতুনি স্বভাব তো কিছুতেই যাবে না!"

শম্ভুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না—না—তবে কি না নয়—তবে কি না নয়। আমাকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে?"

পত্নীর কথায় শম্ভুবাবুকে বেশ একটু বিচলিত করিয়া তুলিল, ভ্রাতা ভগ্নির মধ্যে যে সকল কথা হইতেছিল তাহার এক বর্ণও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু পত্নীর নিকট হইতে পুনর্ব্বার ধমক খাইবার ভয়ে,—তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ কথাবার্ত্তা হচ্ছিল বটে,—হচ্ছিল বটে। এম, এ, পাশ কল্লেই বা মানুষের কি হয়,—আর বি এল, পাশ কল্লেই বা মানুষের কি হয়—এই রকম কি একটা বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল বলে মনে হয়।"

হেমঙ্গিনী কিছুক্ষণ অবাক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এমন আশ্চর্য্য মানুষ দেখেছ কখন? এম্ এ, পাশ করেই বা মানুষের কি হয়, আর বি, এল, পাশ করেই বা মানুষের কি হয়—সে কথার আলোচনা মোটেই হচ্ছিল না। সবির বিয়ের কথা হচ্ছিল। পাত্র তো দুটী জুটেছে এখন কোনটীর সঙ্গে সবির বিয়ে দেওয়া যায়—সেই কথাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি। হরিশবাবু এম, এ, পাশ করেছেন,—সম্প্রতি বি, এল দেবেন,—ছেলে খুবই ভালো। বিনয়বাবুও টাকা ও রূপের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে ছেলে নিতান্ত মন্দ নয়। এখন তুমি কি বলো—কোনটীর সঙ্গে সবির বিয়ে দেওয়া উচিত।"

শম্ভুবাবু মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া তাঁহার মুখস্থিত সেই মোটা চুরুটটাতে গোটা দুই টান দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া

দিয়া বলিলেন, "আমার মতে অমুনয়বাবুকে চটান হতেই পারে না। দিন দিন তোমার যে রকম খরচ বেড়ে যাচ্ছে,—এবং বারের অবস্থাও দিন দিন যেমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে,—তাতে তো বলা যায় না। কোন দিন না অমুনয়বাবুর কাছে হাত পাততে হয়। অত কম সুধে টাকা এ সহরের আর কে দিতে পারে বলো ?"

মাখমবাবু স্বরটায় বেশ একটু জোর দিয়া বলিলেন, "যারা তেজারতীর কারবার করে তাদের মন কিছুতেই উচু থাক্তে পারে না। আমার মতে তো ও ঘরে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।"

শম্ভুবাবু ঘাড়টী বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "কথা বটে,—তবে কি না তোমার বোনটীর খরচ দিন দিন যা বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে অমুনয়বাবুকে—"

হেমাঙ্গিনী মুখখানা গম্ভীর করিয়া শম্ভুবাবুর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন, "ফুলের মত আর মুখ নেড় না,—তোমার বোনের যা খরচ বৃদ্ধি হচ্ছে! মাগের খরচ জোগাতে পারো না,—তুমি মানুষ না কি ? তোমার মত মানুষের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত। একটী আস্ত চিনির বলদ। কেবল দিনরাত নথিই ঘাটতে পারেন।"

পত্নীর ধমক খাইয়া শম্ভুবাবু আবার বেশ একটু কিস্তু হইয়া পড়িলেন,—চুরুটটা মুখ হইতে নামাইয়া মুখখানা রীতিমত কাচু-মাচু করিয়া বলিলেন, "না তা নয়—তা নয়,—তবে কি না—"

হেমাঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"তা নয় তা নয়—তবে কি না"? রাখ তোমার তবে কি না। তোমার কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করার চেয়ে একটা গাধার কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করা ভালো।"

শম্ভুবাবু ঘাড় নাড়িয়া আবার বলিলেন, "কথা বটে—তবে কি না—"

হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ধমক দিবার জন্য একেবারে রুকিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সবিতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ঢোক গিলিলেন। সবিতা একটা লোমওয়ালা সাদা ক্ষুদ্র কুকুর কোলে করিয়া মোমের পুতুলের মত নাচিতে নাচিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পায়ের বারনিস্ চটিটি চট্‌চট্ করিয়া তাহার সেই অদ্ভুত গতির তাল লয় রাখিতেছিল। তাহার অঙ্গের ঢিলা ব্লাউস্‌টি তাহার অঙ্গে উঠিয়া তাহার অঙ্গের যেন একটী নূতন সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছিল। *তাহার বেশ ভূষা চলন বলন সবই অস্বাভাবিক হইলেও তাহাতে বেশ একটু রকমারী ছিল। প্রথম দর্শনে তাহা বেশ যেন একটী* সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাতে রমণীর কমনীয়ত্ব কিছুই নাই,—আছে শুধু বিদেশীয় অনুকরণের বিকৃত ছবি। সবিতা একগাল হাসি ছড়াইয়া দিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসিমা,—আজ তোমার ডলির দফা আর একটু হ'লেই রফা হয়ে ছিল। এত বড় একটা কালো বেড়াল ডলিকে এমনি তাড়া করে এসেছিল যে, ডলি কেউ কেউ কর্ত্তে কর্ত্তে খাটের নীচে

গিয়ে লুকিয়ে ছিল। কিছুতেই বেরুবে না,—আমি অনেক করে নিয়ে এসেছি,—দেখ মাসিমা এখনো ভয়ে ধক্‌ধক্ করে কাঁপ্‌ছে।"

এই কুকুরটী ছিল হেমাঙ্গিনীর প্রাণ। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই ক্ষুদ্র কুকুরটীকে জাপান হইতে আনাইয়াছিলেন। সবিতার কথায় তিনি বেশ একটু বিরক্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "বাড়ীর কর্ত্তা যেমন হবে চাকরবাকররাওতো তেমনি হবে। এই বেড়ালটাকে আমি ক'দিন থেকে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌তে দেখ্‌ছি,—কিন্তু এতগুলো চাকর রয়েছে সেটাকে যে তাড়াবে তা কারুর হুস্ থাকে না। দেখি এদিকে নিয়ে আয় তো,—আঁচড়ে কাম্‌ড়ে দেয়নি তো?"

সবিতা ডলিকে আনিয়া তাহার মাসিমার কোলে দিতে দিতে বলিল, "না মাসিমা,—আমি দেখেছি আঁচড়ে কাম্‌ড়ে দেয়নি।"

হেমাঙ্গিনী তাহার আদরের কুকুরটীকে কোলে লইয়া আদরে তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে সবিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবি, কাল যে ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন,—তাঁদের দুজনকেই তো তুমি দেখেছ—তাঁদের মধ্যে তোমার কোনটীকে পছন্দ হয়?"

লাজ বিজড়িত হাস্যে সবিতার সমস্ত মুখখানি বিভাসিত হইয়া উঠিল,—সে তাহার মাসিমার কথায় কোন উত্তর দিল না,—ঘাড়টী হেট করিয়া অঞ্চলস্থিত চাবিগুলি নাড়িতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "এতে লজ্জা

করবার কিছু নেই। তাঁরা দু'জনই তোমাকে পছন্দ করেছেন। এখন তুমি যাকে পছন্দ কর্ব্বে আমি তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব। বলো তোমার কোনটীকে পছন্দ ?"

"আমার কোনটীকেই পছন্দ নয়," বলিয়া সবিতা ছুটিয়া গৃহ হইতে পলাইয়া গেল। শম্ভুবাবু ঘাড়টা বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু——"

হেমাঙ্গিনী বিশেষ বিরক্তির সহিত মহা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। শম্ভুবাবুর মুখের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল,—কেবল তাঁহার ঘাড়টা ঈষৎ নড়িতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র কলিকাতা মহা নগরীর উপর আগুনের হল্‌কা ছড়াইয়া দিয়া চারিদিকে যেন আগুন বৃষ্টি করিতেছিল, সেই অসহ্য তাপ সহ্য করিয়া বাটী হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য। রাজ-পথে লোক চলাচল নাই বলিলেই হয়। যাহাদের কাজে বাহির হইতে হইবে তাহারা বহুক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে,—আর যাহাদের কাজ নাই,—যাহাদের বাহির হইতে হইবে না তাহারা গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আহারের পর বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া নানা সুখ-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘামিয়া ভিজিয়া একেবারে ঢোল হইয়া উঠিতেছিল। মেয়ের অধিকাংশ গৃহেই তালা বদ্ধ,—প্রায় সকল যুবকই যাহার যাহার কাজে বহুক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে। মোক্ষদা রন্ধন গৃহের কাজ সারিয়া, সকড়ী বাসনগুলি উঠানের মাঝখানে জড় করিয়া রাখিয়া কলতলায় যাইয়া হাত পা মুখ ধুইল। তাহার পর হেলিতে দুলিতে দুলিতে সিড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উপরের এ ঘরে সে ঘরে উঁকি দিতে দিতে সে বেশ একটু গজেন্দ্র গমনে ঘোষবাবুর গৃহের ভিতর যাইয়া প্রবিষ্ঠ হইল।

বেঁটে ঘোষ শয্যার উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া সবে

মাত্র বিছানা ছাড়িবার আয়োজন করিতেছিল। কাল রাত্রে তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল,—বহু রাত্রে ফিরিয়াছে,—বহু ডাকাডাকি হাকাহাকি সত্বেও এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারে নাই। মোক্ষদা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা বক্র দৃষ্টি ঘোষের উপর নিক্ষেপ করিয়া বেশ একটু চড়া সুরে আরম্ভ করিল, "বলি ঘোষবাবুর ঘুম কি আজ আর ভাঙ্গবে না? আজ বুঝি আর নাইবার খাবার দরকার নেই? ঠাকুর আর কতক্ষণ আপনার অপেক্ষায় হাঁড়ী আগ্‌লে বসে থাক্‌বে? বলি আপনার কি একটুও বুদ্ধি বিবেচনা নেই,—আমরা গরীব আমাদের তো দুটো ভাত মুখে দিতে হবে। আপনারা বড়লোক আপনাদের ক্ষিদে তেষ্টা না থাকৃতে পারে,—তা বলে কি গরীব দুঃখীকে এমনি করে কষ্ট দিতে হয়?"

ঘোষের নিদ্রাটা বহুক্ষণ ভাঙ্গিয়াছিল কেবল আলস্য বশতঃ উঠি উঠি করিয়াও এতক্ষণ উঠিতে পারে নাই। মোক্ষদার স্বরে সে একটা প্রকাণ্ড রকম হাই তুলিয়া একেবারে শয্যার উপর ধড়-মড়িয়া উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে চক্ষু দুইটী রগড়াইতে রগড়াইতে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এখন বেলা ক'টা মোক্ষদা?"

মোক্ষদা বিরক্তি পূর্ণ স্বরে উত্তর দিল, "বেলা কি আর আছে বাবু? কলে আবার জল আসবার সময় হ'লো।"

একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় মোক্ষদার কথায় যেন ঘোষের মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল,—সে মহা বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কলে জল

আসবার সময় হ'লো সেকি গো? আমার যে সকাল ন'টার সময় একটা ভারি জরুরী কাজ ছিল।"

মোক্ষদা বিদ্রূপ পূর্ণ স্বরে উত্তর দিল, "এয়ারকি দেবার সময় তো আপনাদের আর মনে থাকে না যে কাজ কর্ম্ম আছে। সে যাক এখন উঠুন,—নেয়ে খেয়ে আমাদের মাথা রক্ষে কর্ব্বেন চলুন। আমাকে আবার দ্বীপির মা একবার ডেকেছে,—আমাকে একবার আবার তাদের বাড়ী যেতে হবে। আমার কি আর বসে থাক্বার যো আছে,—হরিশবাবুর বাবা এসেছেন,—তার হয় তো আবার জল খাবার টাবার এনে দিতে হ'বে।"

"হরিশের বাবা এসেছেন।" ঘোষের বিস্ময়ের মাত্রাটা যেন বাড়িয়া উঠিল। সে মোক্ষদার মুখেরদিকে চাহিয়া বলিল, "হঠাৎ হরিশের বাবা আবার এলেন কেন?

মোক্ষদা বেশ একটু রঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা বুঝি জানেন না ঘোষবাবু,— হরিশবাবুর যে বে। তাঁরবাপ তাই তাঁকে নিতে এসেছেন।"

"হরিশের বিয়ে! এইতো সবে পরশু মেয়ে দেখে এলুম এর মধ্যে বিয়ে কিগো?" কথাটা ঘোষ বিশ্বাস করিতে পারিল না,—এ কথা একেবারে বিশ্বাসের যোগ্য নয় ভাবিয়া মোক্ষদার মুখের সম্মুখে ঘোষ হা হা শব্দে তাহার সেই মধুর হাসি হাসিয়া উঠিল। ঘোষের মুখ চোখের ভাবে হাসির ধমকে মোক্ষদাও আর একটু

হইলে হাসিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু নিজেকে খুব সামলাইয়া লইয়া বেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঘোষ বাবু বিশ্বাস কচ্ছেন না,—এতে হাসবার কি আছে? সত্যিই হরিশবাবুর বিয়ে। আমরা তাঁর বাপের মুখে শুন্‌লেম। এখন বেলা ঢের হয়েছে,—যান স্নান করুন্‌গে। আমি যাই বিনয়বাবুর বিছানাগুলো আবার রোদে দিতে হবে।"

কথাটা শেষ করিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য মোক্ষদা ফিরিয়াছিল কিন্তু ঘোষের বাদখাই আওয়াজে তাহাকে আবার ফিরিতে হইল,—ঘোষ একেবারে ভরাট গলায় বলিয়া উঠিল, "রেখে দাও তোমার নাওয়া খাওয়া। হরিশের বিয়ে,—হরিশের বাপ এসেছে? ব্যাপার কি আগে দেখে আসি দাঁড়াও।"

ঘোষ তক্তপোষের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল ও মোক্ষদাকে আর দ্বিরুক্তি করিতে না দিয়া বাম হস্তে কাছাটাকে গুজিতে গুজিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। গৃহের বাহিরের নর্দ্দমার সম্মুখে ঘটীতে জল ছিল,—সে তাড়াতাড়ি মুখে কতকটা জল দিয়া নিজেকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে গিয়া হরিশের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। হরিশ ঘোষকে তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "এস, ঘোষ এস,—আজকে তুমি বেরুইনি?"

গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ঘোষ দেখিল—হরিশ তাহার পিতার সম্মুখে উপবিষ্ট। তাহার পিতা রীতিমত বৃদ্ধ ব্যক্তি,—মাথায় একগাছিও চুল কালো নাই,—চিপ চিপে দোহারা গড়ন।

নাকে একখানি সোনার ফ্রেমের চশমা, অঙ্গে একটি চায়না কোট। ঘোষ হরিশের পিতার নিকট যাইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মহা ভালো মানুষটীর মত হরিশের পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিল, "না আজকে আর বেরুইনি। কাল রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়ে একেবারে কিছু হজম হয়নি,—তাই শরীরটা তত ভালো নেই।"

তাহার পর হরিশের পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "তারপর আপনি কখন এলেন? কল্‌কাতায় বুঝি বিশেষ কোন কাজ আছে। এখানে এসে পর্য্যন্ত নিশ্চয় আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে? মেসে আপনাদের মতন লোকের এক মিনিটও থাকা পোষায় না। তারপর কল্‌কাতায় মামলা মোকদ্দমায় বুঝি কিছু কাজ আছে?"

হরিশের পিতা মুখখানা বিকৃত করিয়া বসিয়াছিলেন, ঘোষের কথায় গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "না বাপু মাম্‌লা মকোর্দ্দমার কোন কাজে আসিনি। যে কাজে এসেছিলুম তা না আসাই ছিল ভালো। দু পাতা ইংরিজি পড়ে এ ব্যাটা যে এমন বিগড়ে যাবে তাকি আমি আগে জান্‌তুম। তা'হলে কি আর এই কাড়ী-কাড়ী টাকা খরচ করে মেসে রেখে এ ব্যাটাকে লেখা পড়া শেখাই। আচ্ছা তোমরা তো এর বন্ধু,—এক মেসে থাকো,—তোমাদেরই জিজ্ঞাসা কচ্চি,—বলি বিয়ে করাটা কি একটা খুব শক্ত ব্যাপার?"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া তখনি উত্তর দিল, "আজ্ঞে শক্ত বোলেতো

মোটেই বোধ হয় না। যদিও সে অনেক দিনের কথা বিয়ে হয়েছে, কিন্তু শক্ত বলে তো কোনখানটাই মনে পড়ে না। ক'নের বাপ সম্প্রদান করেছিলেন আর আমি গোটাকতক মন্ত্র পড়ে' হাত পেতে নিয়েছিলুম। এর মধ্যে শক্তর কি আছে ?"

হরিশের পিতার নাম মুকুন্দবাবু,—ঘোষ নীরব হইবামাত্র তিনি মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেই কথাটা এই ব্যাটাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো হে! বলি তোমার বিয়েতে আপত্তিটা হচ্ছে কিসের জন্য ?"

ঘোষের সম্মুখে যে পিতা এরূপ অশ্লীল ব্যাটা ব্যাটা বলিতেছেন তাহাতে হরিশের ভিতরটা একেবারেই বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু উপায় নাই;—পিতা। কাজেই তাহাকে সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হইতেছিল। সে মৃদু স্বরে বলিল, "উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে' আমার মতে বিয়ে করাটা——"

"মুকুন্দবাবু মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, উপার্জ্জন,—আমি কি তোমায় ত্যাজ্য পুত্র কচ্ছি যে উপার্জ্জন ? না তুমি সাহেবদের মত বিয়ের পরই বাপের সঙ্গে ভিন্ন হবে তাই উপার্জ্জন ? বলি তোমার হ'লো কি ? বিয়ে কর্ব্বে তার আবার এত ভাবনা কিসের ? আমি তো তোমায় ফাঁসি কাঠে লট্‌কে দিচ্ছিনা ?"

হরিশ এইবার বেশ একটু কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল,—বাবা, আপনাকে আমি বার বার করে বলছি আমাকে এখানে বিয়ে কর্ত্তে অনুরোধ কর্ব্বেন না ?"

মুকুন্দবাবু হরিশকে আর কথাটা শেষ করিতে দিলেন না,—সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "অনুরোধ কিরে ব্যাটা, অনুরোধ কি? ছেলেকে বাপ কর্ব্বে অনুরোধ! ব্যাটা আমার সভ্যতা শিখেছেন। আমি কর্ব্বো হুকুম। আমি হুকুম কচ্ছি, তো ব্যাটাকে বিয়ে কর্ত্তেই হবে!"

হরিশ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "মাপ করুন, আমি কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বো না।"

মুকুন্দবাবু বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় বলিলেন, "কেন পার্ব্বে না বাপু? তোমার বাপ পিতামহ চোদ্দ পুরুষ বিনা আপত্তিতে বরাবর একটা কেন কেউ কেউ দুটো তিনটে বিয়ে করে এসেছে, আর তুমি ব্যাটা দু পাতা ইংরিজি পরে' একেবারে বংশের ধারা বদ্‌লে দিতে চাও? আজ পর্য্যন্ত আমি কোন ভদ্রলোকের ছেলের মুখে শুনিনি যে তার বিয়েতে আপত্তি আছে। তুমি কেহে বাপু আমার বংশে পরমহংস জন্মেছ, যে, বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বে না? এই বুড়ো বয়সে তুমি যে এই একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এমন দুঃখ দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি?"

হরিশ মহা বিনীত স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা বিয়েটা কি সামান্য বিষয়—"

মুকুন্দবাবু পুত্রকে বাধা দিয়া বলিলেন, "সামান্য না তো কি?—মুটে মজুর,—উড়ে বেয়ারা পর্য্যন্ত যখন বিয়ে কর্চ্ছে তখন আর বিয়ে একটা এমন কি হাতী ঘোড়া ব্যাপার?"

হরিশ মহা মিনতির স্বরে আবার বলিল, "আমি তো আপনাকে সব কথাই খুলে বলেছি,—বিয়ে কর্ত্তে তো আমার আপত্তি নেই, তবে ওই খানে—"

মুকুন্দবাবু সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "তবে ওই খানে কি? আমি বাপু তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা,—আমায় একটা কথা, কি কর্ব্বে, বল।"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বাবা আমিতো বরাবরই এক কথা—"

পুত্রকে বাধা দিয়া মুকুন্দবাবু মহা ক্রুদ্ধ স্বরে আবার বলিলেন, "তুইতো বল্‌ছিস্ এক কথা,—আর আমি কি ব্যাটা একশো কথা বল্‌ছি? তোকে যখন বিয়ে সেই কর্ত্তেই হবে, তখন বাপের কথাটাই রাখা উচিত নয় কি?"

তারপর ঘোষের দিকে ফিরিয়া পুনঃরায় বলিলেন, "তোমরা তো এর বন্ধু,—এক মেসে থাকো, একটু বুঝিয়ে বলোনা—ছেলের বিয়ে বাপ মা দেখে শুনে দেয়, না, ছেলে বাপ বর্ত্তমানে নিজেই দেখে শুনে বিয়ে কর্ত্তে যায়? তোমারও তো বাপু বিয়ে হয়েছে। তোমার বিয়ে তুমি নিজে করেছিলে না তোমার বাপ মায়ে দিয়েছিল?"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আমার বাপ মা খুব ছেলে বেলাই মারা গেছেন। আমার বিয়ে আমার বড় ভাই দেখেশুনে দিয়েছেন।"

মুকুন্দ বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওই হলো,—বাপ মা হয় বড় ভাই।"

তাহার পর পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শোন্ হরেশে, আমার স্পষ্ট কথা,—তুই যদি আমার কথা না শুনিস্, তোর যা ইচ্ছে ক'র্গে-যা ; কিন্তু আমি সাফ্ বলে দিচ্ছি আমি আর মাসে মাসে তোকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জোগাতে পার্ব্বো না। এখনও বল্‌ছি বুড়ো বাপের কথা শোন্,—আমি যে পাত্রীটী স্থির করেছি, তাকে বিয়ে কর্।"

হরিশ ঘাড় না তুলিয়াই উত্তর দিল,—আমি যা পার্ব্বো না, তা আমায় বার বার অনুরোধ কর্‌বেন না।"

ক্রোধে মুকুন্দবাবুর মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না,—তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "একটা ম্লেচ্ছ মেয়ে বিয়ে করে আমার বাড়ী যেও না,—তা কিন্তু স্পষ্ট বলে চল্লুম।"

মুকুন্দবাবু গৃহের কোণ হইতে তাঁহার সেই মোটা লাঠি গাছাটা লইয়া গৃহ হইতে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইতেছিলেন,—কিন্তু ভোলানাথ খুড়োকে দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে আবার দাঁড়াইতে হইল। তিনি একবার চোখটা তুলিয়া ভোলানাথ খুড়োর দিকে চাহিয়া তাঁহার হস্তস্থিত লাঠিটা দ্বারের সম্মুখে বার দুই ঠুকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ভোলানাথ, এ ব্যাটা ছেলের জন্যে একেবারে জ্বলে পুড়ে মর্ত্তে হ'লো! বুড়ো বয়সে যে

এমন গেরো হবে তাকি ছাই আগে জান্‌তুম ? লোকে আবার ছেলে ছেলে করে' হেদিয়ে ওঠে ! এমন ছেলে হওয়ার চেয়ে না হওয়াই যে ছিল ভাল ! যে ছেলে বাপের কথা শোনে না সে ব্যাটা কি আবার ছেলে ? আমি নিতান্ত ভালো মানুষ লোক তাই ব্যাটা বেঁচে গেল,— অন্য কোন গোঁয়ার বাপের পাল্লায় পড়্‌লে আজ ও ব্যাটার মুখে পাঁচ পয়জার মার্ত্তো ।

রাগে মুকুন্দ বাবুর দম বন্ধ হইবার মত হইল,—তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহার হস্তস্থিত লাঠিটা দ্বারের পার্শ্বে রাখিয়া দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া কেবলই থক্‌ থক্‌ করিয়া কাশিতে লাগিলেন। ভোলানাথ খুড়ো সমস্ত দিন আফিসে নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া আজ একটু সকাল সকাল আফিস হইতে বাহির হইয়াছিলেন,—ভাবিয়াছিলেন আজ মেসে আসিয়া এক ছিলিম তামাক খাইয়া একটু বিছানায় পড়িয়া আড়মোড়া ভাঙ্গি-বেন কিন্তু মেসে পদার্পণ করিয়াই একেবারে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। হরিশের বাড়ী যে গ্রামে, তাহারই পার্শ্বের গ্রামে তাঁহার বাটী ; কাজেই হরিশের পিতা মুকুন্দবাবুর সহিত তাঁহার বহুকালের পরিচয়। মুকুন্দবাবু গ্রামের মধ্যে বেশ একজন মাতব্বর লোক। আসে পাশে সকল গ্রামের লোকই তাঁহাকে বেশ একটু মান্য ভক্তি করে। তাহা ছাড়া তাঁহার যা জমি জমা আছে তাহাতে তাঁহাকে একজন বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ বলা যাইতে পারে। এ হেন মুকুন্দবাবুকে এ হেন মূর্ত্তিতে দেখিয়া ভোলানাথ খুড়ো একটু বিস্মিত

হইয়া গিয়াছিলেন;—তিনি আগাগোড়া কোন ব্যপ্যারই অবগত ছিলেন না,—কাজেই বেশ একটু বিস্ফারিত নয়নে মুকুন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখন এলেন,—মেজাজটা কেমন যেন বেশ একটু রুক্ষ রুক্ষ বলে বোধ হচ্ছে। ব্যাপার কি? হরিশের সঙ্গে কিছু কি কথান্তর হল নাকি? হরিশটা চির কালই ওই রকম। বি,এ এম, এ, পাশ কল্লে আজ কালকার ছেলেরা আর বাপ খুড়ো মান্‌তে চায় না।" "ওর জন্যে আর কি কর্ব্বেন বলুন!"

মুকুন্দবাবু এতক্ষণ তাঁহার সেই খক্ খকে কাশিটা সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি কাশিতে কাশিতেই ভোলানাথ খুড়োকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'কি কর্ব্বো' কি হে? আমি ও ব্যাটাকে ত্যাজ্য পুত্র কর্ব্বো। আমি ও ব্যাটার ধার ধারি, না ও ব্যাটার ভরসা করি? আমি মুকুন্দ মিত্তির,—দশ গাঁয়ের লোক আমায় মান্যভক্তি করে' চলে,—আর উনি কিনা আমার কথার প্রতিবাদ করেন! আরে মলো যা—"

খক্‌খকে কাশিতে আবার মুকুন্দবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাগে তাঁহার সমস্ত দেহটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাশিও খক্ খক্ করিয়া ক্রমাগত আরম্ভ হইল। ভোলানাথ খুড়ো তাহার হাতটা ধরিয়া বলিলেন, "নিন,—এখন একটু বসুন,—সুস্থ হোন,—এক ছিলিম তামাক খান। তারপর শুনি ব্যাপারটা কি হয়েছে। আপনার কি এতে আর এমন রাগা সাজে?"

একটু কাশিটাকে সামলাইয়া বলিলেন,—
ই আমার মাথা আর মুণ্ড। অপরাধের
াপু আমি তোমার জন্য একটী পাত্রী স্থির
চল। তা না ব্যাটা আমায় বক্তৃতা দেয়
ব্যাটা—আমার কি অনুরোধের লোকরে!”
হাত ধরিয়া আনিয়া মুকুন্দবাবুকে আবার
দিলেন। ঘোষ এতক্ষণ নীরবে বৃদ্ধের
রর দিকে চাহিয়াছিল,—এতক্ষণে সে কথা
কে চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা খুড়ো,—বিয়ে
শক্ত ব্যাপার?”
কৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বেজায়,—
মুখেই রয়েছে। শক্ত বলে' শক্ত, এমন শক্ত
বুঝ্‌তে পারে। বিয়ে করেছিলেম বলেই
ছি.—তাই না এই দশটা ছ'টা হাড়ভাঙ্গা
পরিবারের ভরণপোষণ কর্ত্তে হবে;—নইলে
—একটা পেটের জন্যে কি আর মানুষকে
কি জান, আমরা বাঙ্গালী,—দুর্ব্বল চরিত্রের
কটা বিয়ে কর্ত্তে হয়,—নইলে ও জিনিষটা

ইট করিয়া বসিয়া এতক্ষণ যেন গর্জ্জাইতে-
হইবামাত্র তিনি তাঁহার লাঠিটায় ভর দিয়া

আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখনও বল্‌ছি স্পষ্ট জবাব দাও, তুমি আমার কথায় সম্মত কি না?"

হরিশ তাহার পিতার কথায় কোন উত্তর দিল না,—যেমন হেঁট হইয়া বসিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া ধীরে ধীরে মাথা চুলকাইতে লাগিল। মুকুন্দবাবু তাহার হস্তস্থিত লাঠিটা মেঝের উপর বার দুই ঠুকিয়া একটু নীরব থাকিয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বাপু, আমি তোমার ও মাথা চুল্‌কুনি ফুল্‌কুনি বুঝি না। আমি তো তোমার মত নায়েক ছেলে নই,—আমি মুখ্যু সেকেলে তোমার পিতা। আমায় স্পষ্ট উত্তর দাও, আমি বাপু আমার পথ দেখি,—তার পর তুমি যা ইচ্ছে তাই কর। হাঁড়ী মুচি ডোমের মেয়ে বিয়ে করো।"

হরিশ হেঁট মুণ্ডে তাহার পিতার কথার উত্তরে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি তো বার বারই ব'ল্‌ছি, আপনার মনোনীত ও পাত্রীকে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারিনা।"

"বেশ শুনে সন্তুষ্ট হলেম,—তোমার মত ছেলের মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়," তীব্র স্বরে কথা কয়টা বলিয়া বৃদ্ধ, কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই হন্ হন্ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঘোষ হরিশের আপাদমস্তক একবার একটা তীব্র দৃষ্টিতে দেখিয়া মহা গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল,—"বাবা হরিশ, কথায় কথায় তো বাঙ্গালী জাতির অধঃপতন দেখাও;—এটা বাবা কি রকমটা হ'লো? বুড়ো

বাপের প্রাণে কষ্ট দেওয়া কি বাঙ্গালী জাতির অধঃপতন নয়? বাবা, বড় বড় বেশ লেক্‌চার তো ঝাড়,—নিজেকে তো মহা সুসভ্য বলে পরিচয় দাও! আমাদের তো চাষা ভুষোর সামিল দেখ, কিন্তু এটা কোন দেশের সমাজ বাবা? না বাবা তোমার জুড়ি মেলা দায়।"

পিতাকে ওরূপ ভাবে অকস্মাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া হরিশ বেশ একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। অনুতাপের একটা বৃশ্চিক দংশন সে একটু তীব্র ভাবেই অনুভব করিল। কে যেন তাহার বুকের মধ্যে ছপাৎ করিয়া একটা তীব্র কশাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল "হরিশ, পিতার প্রতি শিক্ষিত পুত্রের এই কি যোগ্য ব্যবহার?" ক্ষণেকের জন্য তাহার ইচ্ছা হইল যে এখনই ছুটিয়া গিয়া পিতার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করে,—তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া বলে, "বাবা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; আমায় যদি তাহার জন্য জীবন ভরিয়া কাঁদিতে হয় তবে তাহাই কাঁদিব।" ঠিক এমনি সময়ে ঘোষের তীব্র মন্তব্যটা একটা বিকট উপহাসের আকারে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহার তীব্র ঝাঁঝটুকু সে সহ্য করিতে পারিল না। পিতার নিকট অপরাধী সে; সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তো সে করিতেই চলিয়াছিল;—কিন্তু অন্যে যখন পিতা পুত্রের সেই সম্বন্ধের মধ্যে অনাহুত ভাবে আসিয়া তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গেল;—তখন তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পিতাকে ফিরাইয়া আনা আর তাহার হইল

না ; তৎপরিবর্ত্তে, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা প্রবল জিদ তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল।

ঘোষের কথার উত্তরে তাই সে মহা বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "যা বোঝ না তাতে কথা কইতে যেও না। তোমাদের মত লোকের জন্যই আজ আমাদের দেশের এত দৈন্য,—এত দারিদ্র। বুঝলে বিয়ে—এ একটা ঘটী বাটী কেনার ব্যাপার নয়। এ আত্মায় আত্মায় মিলন। এ বিষয় ভাব্‌বার,—বোঝ্‌বার। এতে অপরের মতামত দেওয়াই একটা মস্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। এজন্য কারুর কাউকে অনুরোধ করা শুধু বেয়াদবী নয়,—রীতিমত অন্যায়।

খুড়ো ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কথা বটে! ঘোষ তুমি যা বোঝনা সে বিষয়ে তোমার কথা কওয়া সাজে না। বিবাহ আত্মায় আত্মায় মিলন,—একি একটা সোজা কথা—"

ঘোষ খুড়ার কথার মাঝেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "নাও খুড়ো, আর জ্বালিও না। একেবারে মেজাজ বিগ্‌ড়ে দিয়েছে! এই সব ছেলে আবার এম, এ, পাশ করেছে! যে সব পরীক্ষক এদের পাশ করেছে,—খুড়ো, তাদের বাহাদুরী আছে।"

হরিশ তাহার ঘাড়টা ঈষৎ একটু তুলিয়া বলিল, "তোমার কাছে পরামর্শ নিতে ভুলে গেছ্‌লো!"

ঘোষ বিছানার উপর হাত দুখানা চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার কাছে যদি পরামর্শ নিত, তাহ'লে কি আর তোমার মত ছেলে পাশ কর্ত্তে পার্‌তো? তোমাদের মত গুটিকতক এম, এ,

থাক্‌লেই গেছি আর কি,—বাঙ্গালী জাতির একেবারে চরম উন্নতি হয়ে যাবে!"

খুড়ো [illegible] বলিল, "হ'ক্ উন্নতি,—তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না। যাই এখন কাপড় জামাটা ছেড়ে ফেলিগে। দেখনা কি গেরো,—ভাব্‌লুম আজ একটু সকাল সকাল ফির্‌ছি, মেসে গিয়ে বেশ করে এক ছিলিম তামাক খেয়ে বেশ করে একটু আড়ামোড়া ভাঙ্গবো। তা আড়ামোড়া তো খুব ভাঙ্গা হ'লো! এখন যাই কাপড় জামা ছেড়ে একছিলিম তামাক জোটে কিনা দেখি। মোক্ষদাকে এক পয়সার টিকে এনে রাখ্‌তে বলে গেছলুম,—সেটা যে এনেছে তা বলে তো বোধ হয় না।"

খুড়া উঠিতে যাইতেছিলেন,—ঘোষ তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল,—"বোস, খুড়ো বোস। হরিশের আক্কেলটা একবার ভেবে দেখ। হরিশকে বেশ করে বুঝিয়ে দাও যে, সে যে কাজটা কল্লে সেটা একেবারেই এম, এ, পাশ করা ছেলের মতন নয়। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের অতি মুখ্যু ছেলেরাও বাপের সঙ্গে এমন কথা কাটাকাটি কর্ত্তে পারে না।"

পিতার সহিত কথান্তর হইয়াই হরিশের মেজাজটা একেবারে বিশ্রী বেয়াড়া হইয়া গিয়াছিল,—ঘোষের কথায় একটা বিকট রাগে তাহার সমস্ত দেহটার সমস্ত রক্ত টকবক্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল,—সে আর নিজেকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিল না,—

চোখ মুখ লাল করিয়া যেন সাপের মত গর্জ্জাইয়া উঠিল, "আমার ভাল মন্দ আমার বিলক্ষণ জানা আছে,—তোমায় তো কেউ ফোড়ন দিতে ডাকেনি! আমি ভাল হই মন্দ হই তোমাদের তাতে তো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তোমরা কি আমার সঙ্গে ফল ভুগ্‌তে আস্‌বে?

ঘোষও থামিবার পাত্র নহে, সেও তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তা' না আস্‌তে পারি, কিন্তু ক্ষতি বৃদ্ধি যথেষ্ট আছে। তোমার মত এম, এ, পাশ করা ছেলে যদি এরকম হয়,—তাহ'লে একটা আদর্শ নষ্ট হ'য়ে যাবে,—লোকে এম, এ, পাশের গায়ে থুথু দেবে। একটা যদি 'ডোম কেওড়া' এই রকম কর্ত্তো, তাহ'লে বল্‌বার কিছু ছিল না। কিন্তু তোমাকে হাজারবার আমরা বল্‌বো তুমি একটা আস্ত বাঁদর।"

হরিশ রাগে একেবারে মাথা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার ঘোষ,—আমি তোমায় সাবধান করে' দিচ্ছি—তুমি ভবিষ্যতে মুখ সাম্‌লে কথা কইবে,—নইলে ভাল হবে না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া ঘোষ একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "অত চোখ রাঙাচ্ছ কিসের জন্য,—মার্‌বে নাকি? এম, এ, পাশ করে তা তোমার যা বিদ্যে হয়েছে, তাতে তুমি ঘুসি চালাতেও পার। বাবা এই নাক মলা খাচ্ছি,—কাণ মলা খাচ্ছি, এম, এ, পাশের সঙ্গে আর যদি কখন কথা কই! আবার

চোখ রাঙাচ্ছেন,—অন্যায় কাজ কচ্ছে্ন, তা বাবুকে বল্‌বার যো নাই! আমি তোমার চোখ রাঙানির কি ধার ধারি হে বাপু?"

হরিশ গোঁজ গোঁজ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল,—"আমি তো তোমায় আমার চোখ রাঙানির ধার ধার্‌তে বল্‌ছিনা। তুমি খবরদার আর আমার ঘরে ঢুকোনা বলছি,—এবার আমার ঘরে ঢুক্‌লে অপমানিত হবে।"

ঘোষও বেশ একটু ভ্রুকুটি কুটিল স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার ঘরে ঢোক্‌বার আমার কি প্রয়োজন? আমিও এই নাক কাণ মল্‌ছি আর যদি কখন তোমার ঘরে ঢুকি?"

ভোলানাথ খুড়ো অবাক্ হইয়া হরিশ ও ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। কথায় কথায় তাহাদের কথা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর একটু অগ্রসর হইলেই হাতাহাতি হইবার সম্ভাবনা। কথা রাজ্যের তাহারা একেবারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—তাহার পরই হাতাহাতির রাজ্য। ভোলানাথ খুড়ো বুঝিলেন, আর স্থির থাকা কিছুতেই উচিত নহে। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কি গেরোয় পড়্‌লুম গা! সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠে ছিলুম ছাই, যে দিকে যাই সেই দিকেই কেবল শুধু দাঙ্গা। আরে ঘোষ, একটু থামো। বলি তোমরা কি সবাই মিলে এই মেসবাড়ীটাকে একটা পাগলা গারদ কর্ত্তে চাও?

ঘোষ খুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখনা খুড়ো, কথার ছিরি,—ভালো কথা বল্‌তে গেলুম, তা না, মার্‌তে আসে!"

ভোলানাথ খুড়া তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে বাবা,—তোমার কথাই ভালো,—এখন তুমি নিজের ঘরে যাও দেখি। আমি তো বাবা আর দাঁড়াতে পারিনা—আফিস থেকে এসে, পর্য্যন্ত এক ছিলিম তামাক অবধি খেতে পেলুম না।"

ঘোষ খুড়োর কথার উত্তর দিবার জন্য উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু মোক্ষদার মধুর ঝঙ্কার গৃহের বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া ছড়াইয়া পড়ায়—সকলেরই দৃষ্টি দ্বারের দিকে পতিত হইল। মোক্ষদা গৃহের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া মাথাটা গৃহের ভিতর একটু প্রবিষ্ট করাইয়া বলিল, "আচ্ছা ঘোষ বাবু,—খুব যা'হক নিশ্চিন্ত আছেন। আমি সেই কখন বাড়ী যাবার সময় আপনাকে খেতে ডেকে দিয়ে গেছি, এখনও আপনার সেই খাবার ফুরসুৎ হ'লো না! যেমন ভাত ঢাকা পড়েছিল, তেমনি ভাবে ঢাকা পড়ে রয়েছে। যদি না খাবারই ইচ্ছে ছিল, তখনইতো তা বল্‌লে হতো। আমি সকৃড়ী মুক্ত করে যেতে পার্ত্তুম।"

ঘোষ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, "তখন বলেনি অপরাধ হয়েছে। সে যা হোক্, মোক্ষদে—আমি যা বলে গেছ্‌লুম সেটা কি স্মরণ আছে,—টিকেটা কি আনা হয়েছে?"

মোক্ষদা তাহার দক্ষিণ হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলী গণ্ডে স্থাপন

করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা! খুড়ো মশাই, একেবারে ভুলে গেছি। ঘোষবাবুর জ্বালায় কি আর আমার কোন কাজ কর্ব্বার যো আছে,—ওঁকে ডেকে তুলতেইতো আজ তিনটে বেলা হয়ে গেল। খুড়ো মশাই কিছু মনে কর্ব্বেন না,—আমি এখনি আপনার টিকে কিনে নিচ্ছি।"

মোক্ষদা আর খুড়ার কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়া টিকে কিনিয়া আনিবার জন্য তাহার সেই গজেন্দ্রগমনে নীচের দিকে চলিয়া গেল।

খুড়া ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তা আমি আগেই বুঝেছিলুম,—আমার কি আর সেই বরাত যে নিশ্চিন্তে এক ছিলিম তামাক খাবো। ওঠো, ঘোষ চল,—হরিশ বেচারি একেবারে গুম খেয়ে গেছে। নাও ওঠো, চল দুটো সুখ দুঃখের কথা কইগে যাই।

ঘোষ উঠিতে যাইতেছিল,—কিন্তু নীচে হইতে পিয়নের "বাবু টেলিগ্রাম আয়া" শব্দ উপরে আসায় তিনজনেই বিচলিত ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঘোষ উপরের বারান্দা হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কার টেলিগ্রাম,—ওপরে নিয়ে এস।"

টেলিগ্রামপিয়ন টেলিগ্রামখানি উপরে আনিয়া ঘোষের হস্তে দিল, ঘোষ শিরোনামা পড়িয়া বলিল, "বিনয়ের।"

বিনয় নিজের গৃহের ভিতর বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল, তাহার নাম কর্ণে যাওয়ায় সে গৃহ হইতে

বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার টেলিগ্রাম— কোথেকে আস্‌ছে।"

ঘোষ উত্তর দিল, "তোমার। দেখি কোথা থেকে আস্‌ছে।"

ঘোষ খামখানি ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামটী পাঠ করিল,—বিনয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা লিখিতেছেন, "তোমার বৌদিদি শম্ভুবাবুর শালিঝির সহিতই তোমার বিবাহ স্থির করিলেন,—বিবাহের দিন ছাব্বিশে ধার্য্য হইয়াছে। তুমি অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।"

নবম পরিচ্ছেদ

টেলিগ্রাফের অক্ষরগুলি যেন অগ্নিগোলকের মত হরিশের বক্ষে সজোরে আঘাত করিয়া তাহার বুকের সব কয়খানি পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে একটা ঘসা পয়সার মত মূর্ত্তি বাহির করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক শূন্য, এত শূন্যতা জীবনে আর সে কোন দিন অনুভব করে নাই। সে আজ দুই দিন ধরিয়া কল্পনায় শত সাজে সজ্জিত করিয়া যে মূর্ত্তিটী হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সহসা যেন সেই মূর্ত্তি তাহার দিকে একটা বিকৃত দৃষ্টিতে চাহিয়া হা হা করিয়া একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল তাহার কেবল কলেজ ও পুস্তক লইয়াই কাটিয়াছে, এই পঁচিশ বৎসরের ভিতর কত বসন্ত কত পূর্ণিমা তাহার আস পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু এক দিনের জন্যও তাহার প্রাণে চাঞ্চল্য আনিতে পারে নাই। আজ যখন তাহার সমস্ত যৌবন আকুল হইয়া জাগিয়া উঠিল,—বড় আশায় যখন সে আর একটী কর ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল তখন ভগবান একি করিলেন? তাহার তাসের ঘর একটী ফুৎকারও সহ্য করিতে পারিল না। নিমিষে সমস্তই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া খসিয়া পড়িল। জীবনে সে কোন দিন পরীক্ষায় ফেল হয় নাই,—এত দিন পরে রূপের পরীক্ষায়,—গুণের বিচারে তাহাকে ফেল হইতে

হইল,—বিনয়ের নিকট তাহাকে হটিতে হইল! হরিশের পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা অসম্ভব! বিনয়ের উপর তাহার যেন কেমন মর্ম্মান্তিক রাগ হইতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল,—এই পৃথিবীতে যদি বিনয় বলিয়া একটা লোক না থাকিত তাহা হইলে তো আর তাহাকে এমন করিয়া দশ জনের সম্মুখে অপ্রস্তুত হইতে হইত না। তাহার সুখে বাদ সাধিবার জন্য কেন বিনয় জন্মাইয়াছিল,—যদি বা তাহার জন্মাইবার প্রয়োজন ছিল তবে কেন সে মাড়োয়ারে না জন্মাইয়া বাঙ্গালায় জন্মাইল। বিনয়ের উপর একটা আব্রহ্মস্তম্ভ রাগে হরিশের ভিতরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবার মত হইল,—সে একটা বক্ষ-পঞ্জরভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একেবারে গুম খাইয়া গেল। একটা যেন মর্ম্মাহত উচ্ছ্বাসের মত আপনা হইতেই একটা ধ্বনি কেবল তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, "এ পৃথিবী একটা ধাপ্পাবাজী,—এখানে কারুকেই বিশ্বাস করা যায় না।"

হরিশের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ঘোষ আর নিজেকে কিছুতেই সামলাইতে পারিল না, সে হরিশের মুখের সম্মুখে হা হা করিয়া তাহার সেই বিকট হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "হরিশ যে একেবারে গুম খেয়ে গেল,—বিনু তার বাড়া ভাতে এমন করে ছাই দেওয়া তোমার কিছুতেই উচিত হয়নি। সত্যি কথা বলতে গেলে একথা বলতেই হয়, এ তোমার ভাই বৌদিদির বড়ই অন্যায়,—আমি অত করে' বারণ করে এলেম,—তবুও তাঁর এমন কোরে কথাটা পাকা করে' ফেলা একেবারেই উচিত হয়নি। হাজার হোক হরিশ তোমার

বন্ধু,—তার যখন মর্ম্মান্তিক পছন্দ,—যখন সে তাই নিয়ে বুড়ো বাপের সঙ্গে পর্য্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলে,—তখন সে মেয়েকে তোমার বিয়ে করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হবে না।"

ঘোষের কথায় বিনয়ের দৃষ্টি হরিশের উপর পতিত হইল,—হরিশের মুখখানা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছিল। ঘোষের কথার উত্তরে বিনয় বলিল, "এতে আমার বৌদিদির কি অন্যায় থাকতে পারে বলো। তিনি তো এ সব ভেতরের কথা কিছুই জানেন না। তা ছাড়া তোমরা আমাদের বাড়ী পৌছুবার ঠিক দশ মিনিট আগে আমি তাঁকে কথা দিয়েছি। তিনি আমার কথা পেয়েছেন বলেই না এই সম্বন্ধ পাকা করেছেন। হরিশ এতে যদি ভাই তুমি আমার উপর রাগ করো তাহলে ভাই তোমার সেটা অন্যায় হবে। এতে আমার কি অপরাধ আছে বলো ?"

কিসের জন্য তাহার উপর রাগ যদিও হরিশ ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি আগ্নেয়গিরির খর প্রস্রবনের ন্যায় একটা যেন কেমন মর্ম্মান্তিক রাগ তাহার ভিতর হইতে বাহিরে ছুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। সে রেলিং এর উপর ভর দিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল,—বিনয়ের কথার উত্তরে সে মৃদুস্বরে বলিল, "অপরাধ কারুর নয় ভাই,—অপরাধ আমার এই পোড়া অদৃষ্টের। আমি তো সেধে মেয়ে দেখতে যাইনি,—মাখমবাবু অনেক করে বলার দরুনই না আমি মেয়ে দেখতে গেছলুম কিন্তু এত বড় অপমান আমার জীবনে কখন হয়নি। ঠিকই হয়েছে, আবাল্য

মনে মনে করে এসেছি বিয়ে কর্ব্বো না,—বিয়ে করে এত বড় প্রাণটাকে খাঁচার ভিতর পুরবো না,—পরের কথায় যেমন নেচে উঠেছিলেম,—ভগবান তার ঠিক প্রতিফল দিয়েছেন। যাক্ ভালোই হয়েছে, বিনয় তুমি তাকে বিয়ে করে সুখী হও,—আনন্দিত হও ভগবানের কাছে এইটুকু শুধু কামনা করি।"

কি বেদনায় হরিশের কণ্ঠ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইয়া আসিল,—বিনয়ের প্রতি রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত তাহা অনুভব করিল। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না হরিশ তা কিছুতেই হতে পারে না। তুমি যাকে পছন্দ করেছ,—যাকে জীবন-সঙ্গিনী কর্ব্বার মানস করেছ আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারি না। তাতে যদি বৌদিদির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই,—দাদা যদি আর কখন না আমার মুখ দেখেন তথাপি নয়। ও মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারি না।"

ঘোষ বিনয়ের কথায় রীতিমত রুখিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ তোমার, বিনু, অন্যায় কথা,—ভাবনা উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। এখন তুমি এ বিষয় অসম্মত হয়ে তোমার বৌদিদিকে, তোমার দাদাকে দশজনের সম্মুখে কিছুতেই অপমানিত কর্ত্তে পারো না। তোমার যদি এটা শুধু নিজের কথা হ'তো তাহ'লে তুমি একবার কেন তুশোবার কথা বদ্‌লালেও, কারুর কিছু বলবার ছিল না কিন্তু তুমি কথা দিয়ে কোন্ অধিকারে তোমার বৌদিদিকে, তোমার দাদাকে দশজনের সম্মুখে অপ্রস্তুত কর্ত্তে চাও?

ঘোষের নিকট তাড়া খাইয়া বিনয় বেশ একটু মুইয়া পড়িল,

সে মৃদুস্বরে বলিল, "ফস্ করে' কথা দিয়েই তো, ভাই বিপদে পড়েছি।"

হরিশের চক্ষের সম্মুখে জগতের সমস্ত আলো ক্রমেই যেন একেবারে কালো হইয়া উঠিতে ছিল। মেদিনী তাহার পায়ের নীচে ধীরে ধীরে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পা দুইটা কিছুতেই আর তাহার দেহটাকে বহন করিতে চাহিতে ছিল না। সে আবার একটা বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাই তোমাদের মিনতি কচ্ছি, ও আলোচনা তোমরা আর আমার সম্মুখে করোনা। আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েছি,—জীবনে আর বিয়ে কর্ব্ব না, বিয়ের নামও তুলবো না। বিয়ে আমার বরাতে নেই।"

ঘোষ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিবার ফুরসুত পাইল না। হরিশ কথাটা শেষ করিয়াই দ্রুতপদে নিজের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজার অর্গল আঁটিয়া দিল। হরিশের এই হঠাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজায় খীল দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিনু এ ব্যাপার কি, হরিশ হঠাৎ ঘরের ভিতর গিয়ে দরজায় খীল দিলে কেন? না বাবা বিশ্বাস নেই, এ সব লোক সব পারে। শেষ কি একটা আত্মহত্যা টাত্মহত্যা কর্ব্বে নাকি হে। ডাক ডাক শিগ্গীর ডাক, ওকে দরজায় খীল দিয়ে কিছুতেই থাকৃতে দেওয়া হতে পারে না।"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া ঘোষের কথার উত্তরে বলিল, "আরে ছি, ছি,

তাও কখন হয়, মানুষ লেখা পড়া শিখে কখন আত্মহত্যা কর্ত্তে পারে। আত্মহত্যা স্ত্রীলোকের জন্য,—পুরুষ আত্মহত্যা কর্ব্বে কি! তা কখনই হতে পারে না।"

ঘোষ হাত নাড়িয়া বলিল, "কি যে ছাই বলো তার কিছু ঠিক নেই,—হরিশটা কি পুরুষ, ওতো স্ত্রীলোকের সামিল। ওর দ্বারা সবই সম্ভব। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে নারদ একবার শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রভু পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের ভাগ বেশী না পুরুষের ভাগ বেশী? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের ভাগই বেশী। নারদ জিজ্ঞাসা করেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যে সকল পুরুষ একটুতে নেচে ওঠে আর একটুতে কেঁদে ভাসায়,—যে সকল পুরুষ স্ত্রীলোকের কথায় ওঠে বসে চলে, তাদের যদিও দেখতে পুরুষের মত কিন্তু তারা যথার্থ পুরুষ নয়,—তারাও স্ত্রীলোকের সামিল। হরিশও যে সেই শ্রেণীভুক্ত। ওকে দেখতে যদিও পুরুষের মত কিন্তু ওতো যথার্থ পুরুষ নয়! ও আত্মহত্যা কর্ব্বে তাতে আর বিচিত্র কি?"

ঘোষের কথায় বিনয় এ অবস্থায়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার অদ্ভুত যুক্তি, এ সব তুমি পাও কোথা থেকে বল্‌তে পারো?"

ঘোষ বিনয়কে বাধা দিয়া বলিল, "পাই কোথা থেকে তা পরে শুন। এখন যা বলি শোন। দরজায় ঘা দাও, হরিশকে আমি পুরুষের মধ্যে ধরি না। ওকে কিছুতেই দরজায় খীল দিয়ে থাকতে

দিতে পারা যায় না। তুমি দরজায় ঘা দাও,—শিগগির দরজায় ঘা দাও।"

ঘোষের পীড়াপীড়িতে বিনয় হরিশের দরজায় ধাক্কা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। সেই সময় তথায় মাখমবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে,—রৌদ্রে তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এই রৌদ্রে অনেকটা পথ তিনি হাঁটিয়া আসিয়াছেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রুমালে মুখের ঘাম কতকটা মুছিয়া ফেলিয়া বিনয় ও ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিশ বাবু আছেন ?"

ঘোষ মহা ব্যস্ত ভাবে মাখমবাবুর কথার উত্তর দিল, "আছেন তো মশাই, কিন্তু তিনি একটা দুঃসংবাদ পেয়ে দরজায় খীল দিয়েছেন। পাছে আত্মহত্যা টাত্মহত্যা করে বসেন সেই ভয়ে আমরা দরজা ঠেলাঠেলি করবার চেষ্টা কচ্ছি।"

মাখমবাবুকে দেখিয়াই বিনয় হরিশের দরজায় গোটা কতক ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "ও হরিশ—হরিশ,—মাখমবাবু এসেছেন দরজা খোল।"

পাঁচ সাত বার দরজা ধাক্কাধাক্কির পর খটাস্ করিয়া ভিতর হইতে খীল খোলার শব্দ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া গেল। মাখমবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোষ ও বিনয় ঘরের ভিতর যাইয়া উপস্থিত হইল। হরিশের

চোখ মুখ লাল ;—দেখিলেই মনে হয় যে সে যেন কাঁদিতেছিল। মাখমবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হরিশের মুখের ভাব দেখিয়া বেশ একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি মহা ভীতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি আপনার মুখ চোখের অবস্থা তো একেবারেই ভালো নয়। বাড়ী থেকে বিশেষ কোন দুঃসংবাদ পেলেন নাকি ?"

হরিশকে আর উত্তর দিতে হইল না,—তাহার হইয়া উত্তর দিল ঘোষ। সে বিনয়ের হস্ত হইতে টেলিগ্রামখানি টানিয়া লইয়া সেইটা মাখমবাবুর হাতে দিয়া বলিল, "বাড়ীর থেকে বিশেষ কিছু দুঃসংবাদ আসেনি, এটা ভালো করে পড়লেই ব্যাপার কি সব বুঝতে পারবেন। হরিশের অপরাধ নেই,—বুকে চোটটা লেগেছে রীতিমতই।"

মাখমবাবু বিশেষ ব্যস্তভাবে সেই টেলিগ্রামখানি খুলিয়া দুই তিন বার বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। তাহার পর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "না—না—এ কেমন করে হবে,—এ কিছুতেই হতে পারে না।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমরাও তো তাই বল্‌ছি,—এ কিছুতেই হতে পারে না। আপনার যখন বোন্‌ঝি, আর আপনি যখন হরিশের বন্ধু তখন এ কি করে হতে পারে ? আমরাও সেই কথা বল্‌ছিলুম,—কিন্তু হরিশ তো টেলিগ্রাম পড়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।"

হরিশ মহা বিরক্ত স্বরে বলিল, "আচ্ছা ঘোষ তুমি সব কথায় কথা কও কেন বলতে পারো? পরের সঙ্গে কোন কথা অযাচিত ভাবে কওয়া সভ্যতা বা ভদ্রতা উভয় হিসেবেই নিষেধ।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সভ্যতা ও ভদ্রতা ওই দুটো জিনিষেই আমি সমান পণ্ডিত। তা যখন কথা কওয়া নিষেধ তখন এই মুখে চাবি দিলুম।"

মাখমবাবুর মুখ চোখের উপর বেশ একটা চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিশেষ চিন্তিতস্বরে বলিলেন, "আমি পরশু এখানে এসেছি, পরশু অবধি আমি যা কথাবার্ত্তা শুনে এসেছি তাতে সবিতার বিয়ে হরিশ বাবুর সঙ্গেই দেওয়া হবে জেনে এসেছি। তারপর এই দু'দিনের ভিতর কি হয়েছে না হয়েছে তা আমি কিছুই জানিনা। আমি আজই রওনা হচ্ছি, হরিশবাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—সবিতার সঙ্গে আপনার বিয়ে দেওয়াবো—দেওয়াবো— দেওয়াবো।"

হরিশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার অনুরোধ আপনি আমার জন্যে কারুকে অনুরোধ কর্ব্বেন না।"

ঘোষ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ, এবে তাহে নাহি কাজ।".

হরিশ কটমট করিয়া ঘোষের দিকে চাহিল,—ঘোষ তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটা মুখের উপর দিয়া বেশ একটু কিন্তু স্বরে বলিল, "এই ভাই আমি মুখে চাবি দিলুম।"

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রে বিনয়ের ভালো নিদ্রা হয় নাই, অতি প্রত্যুষেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও মেসের কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই,—সকল দরজাই বন্ধ, সকলেই নিদ্রার পূর্ণ সুখ উপভোগ করিতেছে। এত প্রত্যুষে বিছানা ছাড়িয়া লাভ কি ভাবিয়া বিনয় বিছানায় পড়িয়াই এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। দাদার টেলিগ্রাম অনুসারে কালই তাহার দেশে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু কাল তো নানা গোলযোগে ঘটিয়া উঠে নাই, এখন আজতো তাহার না যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না। কিন্তু এ বিবাহ তাহার করা উচিত কি না? হরিশের প্রাণে ব্যথা দিয়া, তাহাকে চিরদিনের মত শত্রু করিয়া এ বিবাহ করা কি তাহার উচিত? যদি তাহার এ বিবাহ না করাই স্থির হয় তাহা হইলে আর বিলম্ব করা কিছুতেই উচিত নয়, অবিলম্বে তাহার বৌদিদিকে সমস্ত খুলিয়া পত্র লেখা কর্ত্তব্য। এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ বন্ধ হইতে পারে। বিনয় শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া এই সকল বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল, আর কেমন একটা অশান্তি আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণটাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তাহার আর শুইয়া থাকিতেও ভালো লাগিতেছিল না, উঠিয়া বসিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না এই রকম একটা বিশ্রী মেজাজ লইয়া সে ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল।

গৃহের সমস্ত জানালাই উন্মুক্ত ছিল ; বিনয় শয্যার উপর উঠিয়া বসিবামাত্রই তাহার দৃষ্টি গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে যাইয়া পড়িল। তাহাদের মেস বাটীর পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র একতলা বাটী ছিল। বিনয়ের গৃহের জানালা দিয়া সেই বাটীর সমস্ত ছাদটা একেবারে স্পষ্ট দেখা যাইত। বিনয়ের দৃষ্টি গবাক্ষ দিয়া সেই বাটীর ছাদের উপর পড়িবা মাত্র সে যাহা দেখিল তাহাতে একটা ভক্তিতে তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন গলিয়া যাইবার মত হইল। সে দেখিল সেই ক্ষুদ্র বাটীর ছাদের সিঁড়ির ঘরের সম্মুখে বসিয়া একটী বিধবা রমণী আহ্নিক করিতেছেন। একটা অপূর্ব্ব ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার চারি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিরাভরণা, শুভ্রবসনা সেই পবিত্র মূর্ত্তি যেন যথার্থ মাতৃমূর্ত্তির ন্যায় বিনয়ের চক্ষে ঠেকিল। স্বামীর চিতায় কামনা বাসনা সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া এই মোহময় সংসারে থাকিয়াও এমন নিশ্চিন্ত সন্ন্যাসিনী সাজা যে এক হিন্দু রমণীতেই সম্ভব! এই পবিত্র মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া বিনয়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল,—আমরা কি ছিলাম আর দিন দিন কি হইতেছি। দিন দিন বঙ্গ-অন্তঃপুরের কি শোচনীয় অধঃপতন হইতেছে। রমণীর রমণীত্ব ভুলিয়া জুতা মোজা আঁটিয়া পটের বিবিটীর মত দিন রাত সাজিয়া জগতের সম্মুখে আমরা সভ্য হইয়াছি বলিয়া পরিচয় দিতেছি। কিন্তু হায় এই কি সভ্যতা! রমণী যদি রমণীত্বই ভুলিল তবে আর তাহার রহিল কি? আমাদের জননী—জননীর

জননী যে আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেন আজ যদি আমাদের ভগ্নি কন্যা সেই আদর্শে গঠিত হইয়া উঠে তাহা হইলে আবার কি পবিত্র হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরে পবিত্রতার স্রোত ফিরিয়া আসে না? স্বর্গের শান্তিতে সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ হয় না? বিনয়ের অন্তরাত্মা তাহার সমস্ত প্রাণটাকে যেন বিচলিত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই হয়।"

বিনয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতে যাইতেছিল,—সেই সময় একটী বালিকা আসিয়া সেই রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিনয়ের মনে হইল এই বালিকাটীকে সে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছে। একটু চিন্তা করিতেই তাহার মনে হইল, এই বালিকাটীই একদিন মোক্ষদার সহিত তাহাদের মেসে আসিয়াছিল। এই বালিকাটীকে দেখিয়া শম্ভুবাবুর শালিঝির মুর্ত্তিটী তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এই বালিকার সহিত তুলনায় সেই বালিকার যেন আকাশ পাতাল পার্থক্য। এই অর্দ্ধ মলিন লাল শাড়ী পরা বালিকা যেন স্বভাবের সৌন্দর্য্যে বাড়িয়া উঠিয়া রমণীর শত সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর সেই জুতা মোজা পরা শত সৌখীন বিলাসে ভূষিতা বালিকার যেন আগাগোড়াই অস্বাভাবিক। সবই যেন কেমন শেখা শেখা,—সবেতেই যেন কেমন অনুকরণের গন্ধ। এতক্ষণ বিনয় যাহা স্থির করিতে পারে নাই, যাহার জন্য শত অশান্তি সে বুকে পুরিয়াছিল এক্ষণে তাহা স্থির হইয়া গেল। সে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, যে সে

জুতা মোজা পরা কন্যাকে কিছুতেই জীবন-সঙ্গিনী করিতে পারে না। সে হিন্দু,—সে পবিত্র হিন্দু কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবে। বিনয় এক দৃষ্টে সেই বালিকার দিকে চাহিয়াছিল,—সহসা বালিকা মুখ তুলিতেই তাহার দৃষ্টি বালিকার দৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইল। লজ্জায় বালিকার সমস্ত মুখখানি লাল হইয়া গেল,—সে ধীরে ধীরে মাথাটি আবার নীচু করিল। বিনয়েরও সমস্ত প্রাণটা কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেও তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। মুখ হাত ধুইবার জন্য বিনয় তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আর গৃহ হইতে বাহির হওয়া হইল না। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল মোক্ষদা। সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিনয়বাবু কি আজ বাড়ী যাবেন? আপনার কি আজ ভাতের চাল নেওয়া হবে না?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না আমার আজ আর বাড়ী যাওয়া হবে না,—ভাতের চাল নিশ্চয় নেওয়া হবে।"

মোক্ষদা একটা অবাক দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "সেকি গো বাবু, আপনার দাদা বাড়ী যাবার জন্য টেলিগ্রাফ করেছেন,—যাবেন না সেকি গো!"

বিনয় গম্ভীর স্বরে বলিল, "ওই রকম।"

"কি জানি বাবু আপনারা বড় লোক আপনাদের বড় কথা," বলিয়া বেশ একটু ভাব দিয়া মোক্ষদা গৃহ হইতে বাহির হইয়া

গেল। বিনয়ও গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল কিন্তু এবারও তাহার বাহির হওয়া হইল না, গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, ভোলানাথ খুড়ো, ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোষ। ভোলানাথ খুড়ো গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "এই যে ভায়া বিনয় উঠেছ দেখ্ছি। তারপর শুনলুম নাকি তোমার একটী খাসা পটের বিবির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? ভালো, ভালো। তাঁরপর এখনি দেশে রওনা হতে হবে নাকি?"

বিনয় কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ঘোষ বলিয়া উঠিল, "খুড়ো বিবি বলে বিবি,—একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বিবি। যখন পায়ের স্লিপার পটাপট চল্‌বে, তখন কবির কবিত্ব বেশ পাক খেয়ে একেবারে জমাট বেঁধে উঠবে। এয়া বারনিসের চটি জুতো পরা,—সে চলবার,—বসবার,—ঘোরবার কায়দা কি! এ অবস্থায় কি বিনু আর দেরী কর্ত্তে পারে। খুড়ো বিনু কিনা শেষ হরিশের ওস্‌মান হ'লো! তারপর বিনু এই ট্রেনেই তো রওনা হচ্ছে?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না আজকে আমার যাওয়া হবে না।"

ঘোষ যেন একেবারে মহা বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল, "যাওয়া হবে না, সে কি হে? হরিশের রোগ দেখ্ছি শেষ তোমারও সংক্রামক হ'লো। দাদা যাবার জন্তে টেলিগ্রাফ করেছেন,—আর তুমি কি, না অবিচলিত স্বরে বলে বস্‌লে যাওয়া হবে না। যাওয়া হবে না এ

কথাটা আগে মনে ছিল না যখন বৌদিদিকে বলে এসেছিলে আমার কোন আপত্তি নেই।"

বিনয় গম্ভীর স্বরে ঘোষের কথার উত্তরে বলিল, "মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় তা ব'লে আমি সে ভুলের প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমার বাপ, পিতামহ, যেমন লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা মেয়ে বিয়ে করেছিলেন আমিও সেই রকম মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চাই। আমি যখন নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করি তখন আমি ও জুতা মোজা পরা পটের বিবিটিকে কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারি না।"

ঘোষ দুইটা তুড়ি দিয়া বলিল, "বহুৎ আচ্ছা বিনু বহুৎ আচ্ছা বেশ খাসা বলা হয়েছে,—পটেরবিবি ছাড়া আজ কাল পাবে কোথায়, সবই সমান উনিশ আর বিশ। আমরা যখন বিবাহিত এ সব বিষয়ে তোমার আমাদের পরামর্শ শ্রবণ করা উচিত। না জানে লিখ্‌তে না জানে পড়তে, না জানে মিহিস্বরে প্রাণনাথ, প্রিয়তম বল্‌তে, না জানে প্রেম কর্ত্তে, সেই রকম একটা ঘেনঘেনে প্যানপ্যানে মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে পটেরবিবি ঢের ভালো। এই সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে এমন একটু ফুরসুৎ পেলাম না যে প্রাণখুলে প্রেম করি। যখনই দেখি নয় রান্না কচ্ছে—নয় বাসন মাজ্‌ছে। আমাদের কি তা এখন ভালো লাগে? তিনটাকা নসিকে ঝিয়ের মাইনে বাঁচানোর জন্যেতো আর বিয়ে নয়। তাই বলি আমাদের পরামর্শ শোন; দেখ্‌তে শুন্‌তে যখন মন্দ নয় তখন এ দাঁও ছেড় না। এই আমার সোজা স্পষ্ট কথা।"

বিনয় গম্ভীর স্বরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কি কর্ব্বো পাল্লুম না ভাই।"

ঘোষ কি একটা বলিবার জন্য রুখিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভোলানাথ খুড়ো বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম হে ঘোষ থাম, এ সব আলোচনা এখন থাক্ বিনয় যখন দেশে যাবে না তখন সন্ধ্যের পর ও বিষয় মীমাংসা কল্লেই হবে,—এখন এ আলোচনায় যেতে গেলে আফিস্ ফাফিস্ বন্ধ হয়ে যাবে।"

তারপর বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলো বিনয়, দেশে তাহ'লে নিশ্চয়ই যাবে না,—সন্ধ্যের পর তাহ'লে আবার দেখা হবে?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই।"

ভোলানাথ খুড়ো ঘোষের দকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল হে ঘোষ নাইবার খাইবার চেষ্টা করা যাক্গে, বেলা বড় কম হয়নি। আচ্ছা হরিশ বেশ সেজে গুজে ভোর বেলা কোথায় গেল বল্তে পারো?"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাই নাকি খুড়ো, হরিশের ওপর খুড়ো আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। ও যথার্থ প্রেমিক লোক। আমার ভয় হয় ও না শেষে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ে!"

ঘোষের কথায় খুড়া ও বিনয় উভয়েই মৃদু হাসিল। খুড়া ঘোষের হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। ঘোষ গৃহ হইতে বাহির হইতে হইতে বলিল, "কিন্তু ভাই বুঝছ না, আমার যদি সৎপরামর্শ শোন তবে এখনি দেশে রওনা হও।"

বিনয়ের উত্তর শুনিবারও ঘোষের ক্রুস্থং হইল না, খুড়ার টানে তাহাকে তখনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইল। হাত মুখ ধুইয়া নিজেকে একটু ঝরঝরে করিয়া লইবার জন্য বিনয়ও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আহারের পর বিনয় তাহার বৌদিদিকে একখানি চিঠি লিখিতে বসিয়াছিল। সমস্ত মেস নীরব নিস্তব্ধ। সমস্ত গৃহেই তালা পড়িয়া গিয়াছে। মেসে জনপ্রাণী নাই। সকলেই যে যাহার কাজে বহুক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে। এমন কি মেসের ঝি ও ঠাকুর মধ্যাহ্নে আহারের পর একটু বিশ্রাম লইবার জন্য নিজের নিজের বাসায় চলিয়া গিয়াছে। বিনয় এক মনে পত্র লিখিতেছিল আর অসহ্য উত্তাপে তাহার কপাল দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইতেছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে লেখা বন্ধ করিয়া রুমালে কপালের ঘাম মুছিতে হইতেছিল। সেই সময় তাহার দরজার বাহিরে টুনটুন্ চুড়ির শব্দ হইল। এই মিহিসুরে বিনয়ের হস্তস্থিত লেখনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল;—এমন সময় মেস বাটীতে চুড়ীর টুনটুন্ শব্দ! সে বেশ একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি দ্বারের দিকে পড়িবামাত্র সে দেখিল দ্বারের পার্শ্বে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিনয় বিছানার ধারে আড় হইয়া পড়িয়া লিখিতেছিল, সে বেশ একটা কৌতূহল লইয়া তখনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং দ্বারের পার্শ্বে কে দাঁড়াইয়া আছে দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের

সম্মুখে যাইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল। সে যে বালিকাটীকে প্রত্যুষে পার্শ্বের বাটীর ছাদের উপর দেখিয়াছিল, দেখিল সেই বালিকাটিই জড়সড়ভাবে তাঁহার দরজার পাশটীতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিধানে একখানি অৰ্দ্ধ মলিন সাড়ী,—তাহার উন্মুক্ত চুলগুলি বায়ু-হিল্লোলে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। বিনয়ের মনে হইল যেন তাহাকে ধরা দিবার জন্য তাহার গৃহ-দেবী আসিয়া শত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়া দরজার পাশটিতে দাঁড়াইয়াছে। বিনয় দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র বালিকা তাহার সেই লজ্জিত শঙ্কিত মুখখানি ঈষৎ তুলিল,—চকিতে অমনি নয়নে নয়নে মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যেন রাজ্যের লজ্জা আসিয়া বালিকার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল, সে ঘাড়টী হেট করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে মা পাঠিয়ে দিলেন, এই টেলিগ্রামখানাতে কি লেখা আছে এইটু পড়ে দিতে।"

বালিকার হস্তে একখানি টেলিগ্রাম ছিল, সে সেখানি বিনয়ের হস্তে দিবার জন্য হাত বাড়াইল। বিনয় অবাক হইয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সে টেলিগ্রাম খানি বালিকার হস্ত হইতে লইয়া মনে মনে একবার পাঠ করিয়া লইয়া বলিল, "এতে লেখা আছে দীপিকার বিবাহ পাকা হইয়া গেল,—আমার ফিরিতে এক দিন বিলম্ব হইবে,—সেজন্য চিন্তা করিও না।"

বিনয় টেলিগ্রামখানি বালিকার হস্তে ফেরৎ দিতে দিতে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারই নাম কি দীপিকা?"

লজ্জায় বালিকা যেন এতটুকু হইয়া গেল, সে বিনয়ের কথার কোন উত্তর দিল না কেবল ঈষৎ একটু ঘাড় নাড়িয়া বিনয়ের হস্ত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া ছুটিয়া সিড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনয় ধীরে ধীরে আসিয়া আবার শয্যার উপর বসিল,—চিঠিখানা শেষ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু লিখিতে কেমন যেন তাহার আলস্য বোধ হইতে লাগিল। তখন তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল "কি নিখুঁত সৌন্দর্য্যে ভগবান এই বালিকার মুখখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন!"
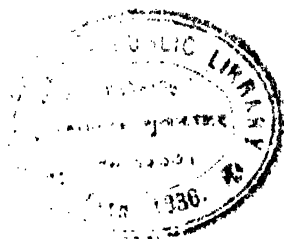
একাদশ পরিচ্ছেদ

সবিতা পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই,—তখনও প্রকৃতি-সতী সবে মাত্র গোধুলিভূষণে ভূষিতা হইয়া পৃথিবীর বুকের উপর একটা মায়া রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। আকাশে তখনও শত রংয়ের খেলা চলিতেছিল। দমকা বাতাস মাঝে মাঝে হোসনাহানার গন্ধ আনিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছিল। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন সবিতার দৃষ্টি একেবারেই আকৃষ্ট করে নাই, সে আপন মনে গান গাহিতেছিল, তাহার সুমিষ্ট কল-কণ্ঠস্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া সমস্ত গৃহের ভিতর যেন মধু বর্ষণ করিতেছিল। ইহার মধ্যে হঠাৎ কখন তাহার মামাবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও সে জানিতে পারে নাই। সহসা তাঁহার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করায় তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল;—সে পিয়ানো হইতে মুখ তুলিয়া ঘাড়টা একটু ফিরাইয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিল। মাখমবাবু আসিয়া একেবারে সবিতার পশ্চাৎদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন,—সবিতাকে ঘাড় ফিরাইতে দেখিয়া তিনি মহা ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবি, হেনা কোথায় রে? নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত সব দেখে এলুম কই তাকে তো দেখ্‌তে পেলাম না?"

সবিতা মাখমবাবুর কথার উত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "মাসিমা

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ী বেড়াতে গেছে। হাঁা মামাবাবু, তুমি কখন এলে? তোমাকে আস্‌বার জন্যে আজকে যে চিঠি লেখা হয়েছে। তুমি তো জাননা মামাবাবু মা আজ সকালে এসেছে!"

"তোর মা এসেছে!" একটা মহা বিস্মিত স্বরে এই কয়টী কথা বলিয়া মাখমবাবু পুনঃরায় বলিলেন, "তোর মা এসেছে? সে কোথায়? সেও বুঝি তোর মাসিমার সঙ্গে বেড়াতে গেছে?"

সবিতা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "মা বুঝি আবার কোথায়ও বেড়াতে যায়! মা বোধ হয় ছাদে গেছে আহ্নিক কর্ত্তে। হাঁা মামাবাবু, বলো না তুমি কখন এলে?"

মাখমবাবু বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি এই মাত্র আস্‌ছি। আচ্ছা তুই আমায় বল্‌তে পারিস্ যা শুনলেম তাকি সত্যি, তোর সঙ্গে নাকি বিনয়বাবুর বিয়ে ঠিক হইয়া গেছে?"

মামাবাবুর কথায় সবিতার সমস্ত মুখখানির উপর বেশ একটু লজ্জার ছায়া পড়িল,—সে তাহার মামাবাবুর কথার কোন উত্তর দিল না,—কেবল একটু মৃদু হাসিয়া ঘাড়টা নীচু করিল। মাখমবাবু উত্তরের আশায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "তাহ'লে যা শুনেছি কথাটা যথার্থই বটে;—কিন্তু তাতো কিছুতেই হতে পারে না, আমি যে এদিকে হরিশবাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি, বিনয়ের তুলনায় হরিশবাবু লাখগুণে ভালো। এ অবস্থায় বিনয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। এম, এ, পাশ করেছে তার একটা কদরই আলাদা। তুই কি বলিস্?"

মাখমবাবু তো জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কি বলিস্? কিন্তু এত বড় কথাটার উত্তর যতই সুসভ্য হউক না কেন কোন বাঙ্গালীর মেয়েই দিতে পারে না। কাজেই সবিতাকেও নীরব থাকিতে হইল। কেবল একটা লজ্জারঞ্জিত হাস্যে তাহার মুখখানি বিভাসিত হইয়া উঠিল। মাখমবাবু তাহার কথার উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করিয়া আবার বলিলেন, "তুই এ কথার কি উত্তর দিবি তা বটে; কিন্তু সে যাই হউক বিনয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। ছাদেই যাই, তোর মার সঙ্গে দেখা করাও হবে,—সঙ্গে সঙ্গে এদিকে কতদূর কি দাঁড়িয়েছে সেটাও বুঝতে পার্ব্বো এখন। তোর কোন ভয় নেই বিনয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেব না।"

সে জন্য সবিতা যে বিশেষ ভীতা হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া একেবারেই বুঝিতে পারা যায় নাই কিন্তু মাখমবাবু তাহাকে বেশ করিয়া আস্বস্ত করিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিলেন কিন্তু সম্মুখে জুতার মস্‌মস্ শব্দ করিতে করিতে হেমাঙ্গিনীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে আবার দাঁড়াইতে হইল। হেমাঙ্গিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া বেশ একটু বিস্মিত হইয়া ছিলেন। তিনি অবাক ভাবে তাঁহার দাদার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা তুমি কখন এলে? আমি যে তোমাকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছি!"

তাহার পর দরজার দিকে চাহিয়া বেশ একটু মিহিস্বরে হাঁকিলেন, "বেহারা?"

একটা উড়ে বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,—হেমাঙ্গিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, "হামারা শ্লিপার লে আও।"

বেহারা মনিবনীর আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল, মাখমবাবু ভগ্নির কথার উত্তরে বলিলেন, "আমি এইমাত্র কলকাতা থেকে আস্‌ছি! একটা বিশ্রী সংবাদ পেয়ে, আমাকে একেবারে ছুটে চলে আস্‌তে হয়েছে। যা শুনে এসেছি সে কথাটা কি ঠিক,—বিনয়ের সঙ্গে নাকি সবিতার বিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেছে?"

বেহারা তখন শ্লিপার লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী জুতাটা বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে ভ্রাতার কথার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ দাদা, অনুনয়বাবুর ছোট ভায়ের সঙ্গেই সবিতার বিয়ে পাকা হয়ে গেছে। ছাব্বিশে বিয়ের দিন স্থির হয়েছে,—সেই জন্যেই আমি তোমাকে আসবার জন্যে পত্র লিখে দিয়েছি।"

মাখমবাবু মহা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তা কেমন করে হ'তে পারে? আমি হরিশবাবুকে কথা দিয়েছি, আমি তো আর তোমাদের জন্যে ভদ্র সমাজে অভ্রম হ'তে পারিনি।"

হেমাঙ্গিনী একখানা জাপানী পাখাতে হাওয়া খাইতেছিলেন, তিনি সেইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আমরা হরিশবাবুর পিতাকে টেলিগ্রাফ করে ছিলুম, তিনি তার উত্তরে লিখেছেন, এ বিয়েতে তাঁর একেবারেই মত নেই। এ অবস্থায় সবিতার বিয়ে কেমন করে সেখানে হতে পারে? দিদিরও তাই মত, তিনি বলেন,—বাপের

অমতে মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে কোন দিনই সুখী হতে পারে না, এ অবস্থায় হরিশবাবুর সঙ্গে সবির বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।”

“হতে পারে না,—নিশ্চয়ই হতে পারে।” কথাটা রীতিমত জোরের সহিত বলিয়া মাখমবাবু একবার ভগ্নির মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “সেই সেকেলে বুড়ো থুরথুরে বাবা তার আবার মতামত কি? আজ কালকার সভ্যতার সে কি জানে? এই রকম কতকগুলো বুড়ো লোকের জন্যেই তো আমাদের দিন দিন এত অধঃপতন হচ্ছে! বিয়ে,—তু’টী আত্মার মিলন, এ কাজ বাপের মতামতের উপর নির্ভর করে না।”

হেমাঙ্গিনী অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া বেশ একটু ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাহার সেই হস্তস্থিত সৌখিন পাখাখানা জোর জোর নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, “এতে আমি কি কর্ত্তে পারি বলো দাদা? দিদির মেয়ে, তার আপত্তি। তুমি এ বিষয় তার সঙ্গে বোঝা পড়া করোগে যাও।”

মাখমবাবু সবিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “যা তো দেখ্‌গে তোর মার আহ্নিক শেষ হ’লো কিনা? যখন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হাওয়া সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তোমার বাড়ীতে এই আহ্নিক ফাহ্নিক গুলো কর্ত্তে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এ সব তুমি যে কি করে সহ্য করো এইটুকুই আশ্চর্য্য।”

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিল, “মার বুঝি আহ্নিক এরই মধ্যে শেষ হবে। তু’ঘণ্টার আগে কোন দিন মার আহ্নিক শেষ হয় না।”

মাখমবাবু বিশেষ রাগত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ একেবারে ঘোরতর অসভ্যতা। যার কোন অর্থ নেই,—যার কোন তাৎপর্য্য নেই—"

মাখমবাবু আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সবিতার মাতার ভগ্নী সুভাসিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন। হেমাঙ্গিনীর হস্তস্থিত পাখাখানা আরও জোর জোর নড়িতে লাগিল। সুভাসিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র মাখমবাবু বেশ একটু জোর পর্দ্দায় বলিয়া উঠিলেন, "এই যে সুভা,—আমি তোমাকেই খুঁজছিলেম। তুমি নাকি হরিশবাবুর সঙ্গে সবিতার বিয়ে দিতে আপত্তি করেছ? হরিশবাবুর তুলনায় বিনয় কি একটা ছেলে? কলেজের মুখ কোন দিন তো দেখেইনি,—কাজ কর্ম্মও কিছু করে না,—খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গে হরিশবাবুর তুলনা? এম, এ, পাশের আজ কালের বাজারে মূল্য কি তা জান?"

সুভাসিনীর দেহের গড়নটী বড় সুন্দর,—বেশ একটু মেয়েলী মেয়েলী ভাব। কনিষ্ঠা ভগ্নী ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বেশভূষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুভাসিনীর পরিধানে কেবল একখানি কালাপেড়ে সাড়ী। মাথার উপর ঈষৎ একটু ঘোমটা,—সিঁথায় সিন্দূর টক্‌টক্ করিতেছে। তিনি যে হেমাঙ্গিনীর ভগ্নি, তাঁহার কন্যা যে সবিতা তাহা তাঁহাকে দেখিলে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। ভ্রাতার কথার উত্তরে তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "না দাদা আমিতো আপত্তি করিনি, তবে আমি বলেছি বাপের অমতে ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কিছুতেই

হতে পারে না। শ্বশুরের আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'লে কখনই মেয়ে সুখী হতে পারে না। বাপের অমতে তাই আমি ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অমত করেছি।"

ভগ্নিকে সবটা কথা আর শেষ করিতে না দিয়া মাখনবাবু মহা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ যে তোমার অন্যায় আপত্তি সুভা! বাপের সঙ্গে তো আর বিয়ে হবে না, বিয়ে হবে ছেলের সঙ্গে, তখন বাপের মতামতের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।"

সুভাসিনী আরো কোমল স্বরে বলিলেন, "প্রয়োজন আছে বই কি দাদা! শুধু স্বামীটিকে নিয়েই তো সংসার নয়। শ্বশুরবাড়ীর দশজনের মনের মত হওয়া,—দশজনের আশীর্ব্বাদ কুড়ানোই তো হিন্দুর মেয়ের একমাত্র ধর্ম্ম।"

মাখনবাবু ভগ্নিকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে দিন আর নেই। এখন এই সভ্যতার দিনে যখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে তখন কি আর তোমার ও হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দেওয়া চলে। আগে একটা সত্তর বছরের বুড়োর সঙ্গে বাবা মা যদি মেয়ের বিয়ে দিত, মেয়ে মুখটি বুঝে বিনা আপত্তিতে তারই গলায় মালা পরিয়ে দিত। কিন্তু এখন কি আর সে দিন আছে,—এখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে, তারা আর ও জুলুম মুখটি বুজে কিছুতেই সহ্য কর্ব্বে না। তুমি যদি একটা বেকারের সঙ্গে সবিতার বিয়ে দিতে চাও, সবিতা বিয়ে কর্ব্বে কেন? সে সে বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি কর্ব্বে।"

সবিতা পিয়ানোর সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মামাবাবু নীরব হইবামাত্র, সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি তো মোটেই বিয়ে কর্ব্বো না।"

কথাটা বলিয়াই চট্‌চট্‌ করিয়া চটিজুতার শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে সবিতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কন্যার কথায় সুভাসিনী একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন,—বাঙ্গালীর মেয়ে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে এমন করিয়া যে মতামত প্রকাশ করিতে পারে তাহা তাঁহার একেবারেই ধারণা ছিল না। কাজেই তাহাকে একেবারে স্তম্ভিতা করিয়াছিল। মাখমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুন্‌লে তো সুভা তোমার মেয়ের মত কি? এইতেই তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিনয়ের সঙ্গে বিয়েতে তোমার মেয়ের একেবারেই মত নেই।"

সুভাসিনী মৃদু স্বরে বলিলেন, "দাদা, মেয়ের আমার উন্নতি দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি। রান্নাবান্না সংসারের কোন কাজই জানেনা, শুধু জুতো মোজা পরে পিয়ানো বাজালেই কি সুসভ্য হওয়া যায়? আমার মনে হয় একে সভ্যতা বলে না, একে উৎশৃঙ্খলতা বলে। হাতীর মাথাটা কেটে নিয়ে জোর করে যদি শেয়ালের ধড়ের সঙ্গে এঁটে দেওয়া যায় তাহ'লে তা কি কোন দিন খাপ খায়? হিন্দুর মেয়ে সে যদি হিন্দুয়ানী ভোলে, তাহ'লে তার সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। সে যাক, তোমার যখন ইচ্ছে হরিশবাবুর সঙ্গেই সবিতার বিয়ে দেওয়া তখন আমি

আর না বল্‌তে পারি না। হরিশবাবুর বাবা যদি এ বিয়েতে মত দেন তাহ'লে আর আমার কোন আপত্তিই থাকে না।"

হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন,—তিনি ঘাড় তুলিয়া বলিলেন, "তা কেমন করে এখন আর হ'তে পারে? অনুনয়বাবুকে কথা দেওয়া হয়েছে যখন, তখন আর সে কথা ফেরত নেওয়া যায় কি করে? আর তা ছাড়া হরিশবাবুর বাবার পত্রে যা বোঝা গেছে তাতে কখনই তিনি এ বিয়েতে মত দেবেন না।"

মাখমবাবু তাহার ভগ্নিকে বাধা দিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার ওপর,—হরিশবাবুর বাবা যদি মত দেন তাহ'লে তো আর তোমাদের কোন আপত্তি নেই। আমি যেমন করে পারি তাঁর মত আন্‌বোই আন্‌বো।"

হেমাঙ্গিনী মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তা যেন হ'লো,—কিন্তু অনুনয়বাবুদের কি বলা হবে?"

মাখমবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সে বলবার ভারও আমার ওপর। বিয়ে এতো একটা ছেলে খেলা নয়। দুইটী আত্মার মিলন। আমি এখনি অনুনয়বাবুকে বলে আসছি যে আমরা বিশেষ কারণ বশতঃ তার ছোট ভায়ের সঙ্গে সুবিতার বিয়ে দিতে পাল্লুম না।"

মাখমবাবু আর ভগ্নিদের কোন উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই অনুনয়বাবুর বাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছিলেন, কিন্তু শম্ভুবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আবার

একটু দাঁড়াইতে হইল। শম্ভুবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘাড়টী নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "অনুনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো।' তিনি সবির একটা জামার মাপ পাঠিয়ে দিতে বল্‌লেন। বোধ হয় গায়ে হলুদের জামাটামা প্রস্তুত কর্ত্তে দেবেন।"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "দাদার অমত,—অনুনয়বাবুর ছোট ভায়ের সঙ্গে সবিতার বিয়ে দেওয়া হবে না।"

শম্ভুবাবু ঘাড়টী নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তাইতো—তাইতো এখন অমত—বড়——"

হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া উঠিলেন, "তুমি চুপ্‌ করে থাক।"

শম্ভুনাথ বাবু একটী ধমকেই চুপ হইয়া গেলেন;—কেবল তাহার মাথাটা দুলিতে লাগিল।
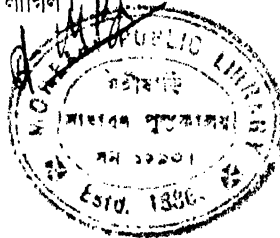
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পিতা ও পুত্রে প্রভাতে বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া চা পান করিতে ছিলেন। পিতা একখানা ইজিচেয়ারের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া একখানা সংবাদ পত্র উল্টাইতেছিলেন,—পার্শ্বে টিপয়ের উপর পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালা হইতে মৃদু মৃদু ধোঁয়া বাহির হইতেছিল,—আর পুত্র তাহারই সম্মুখে মেঝের উপর বসিয়া এক পেয়ালা চা লইয়া চাম্‌চে দিয়া নাড়িতেছিল, ফেলিতেছিল, আর মাঝে মাঝে এক এক চাম্‌চে মুখে তুলিতেছিল। পুত্র কি করিতেছে না করিতেছে পিতার সে দিকে খেয়াল ছিল না, তাঁহার মনটা সংবাদ পত্রের ভিতরই নিবিষ্ট হইয়াছিল। সহসা পুত্রের স্বরে তিনি খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন,—পুত্র গৌরচাঁদ তখন এক পেয়ালা চা মুখে দিতে যাইতেছিল, সে সেই চাম্‌চেটা কোঁত করিয়া গিলিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা চা খাও না—চা যে জুড়িয়ে গেল।"

অমুনয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাকে চা দেওয়া হইয়াছে, পুত্রের কথায় তাঁহার সে কথাটা স্মরণ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সংবাদ পত্রখানি একপার্শ্বে রাখিয়া চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইলেন। অমুনয় সবে মাত্র এক চুমুক চা পান করিয়াছেন, সেই সময় মহাব্যস্ত ভাবে মাখমবাবু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অমুনয় মাখমবাবুকে

আসিতে দেখিয়া চায়ের পেয়ালাটা আবার টিপয়ের উপর রাখিয়া বলিলেন, "আসুন—বসুন। যাতরে গৌরে তোর মাকে বল্‌গে আর এক পেয়ালা চা বাহিরে পাঠিয়ে দিতে।"

মাখমবাবু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিলেন, "না আমার জন্যে চায়ের প্রয়োজন নেই, আমি এই মাত্র চা খেয়ে আস্‌ছি। আপনি বোধ হয় আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন, আমি শম্ভুবাবুর শালা।"

অনুনয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, বিলক্ষণ আপনাকে আবার চিন্‌তে পার্ব্বো না,—আপনাকে কতবার দেখেছি, না চেন্‌বার তো কোন কারণ নেই! তারপর এত সকালে যখন এসেছেন তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজন আছে?"

মাখমবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, বিশেষ কোন কারণ বশতঃ আপনার ছোট ভায়ের সঙ্গে আমরা সবিতার বিয়ে দিতে পাল্লুম না। আশা করি এ জন্যে আপনি কিছু মনে কর্ব্বেন না।"

মাখমবাবুর কথায় অনুনয়ের বিশেষ কোনই ভাবান্তর লক্ষ্য হইল না। তিনি ঠিক সেই ভাবেই আবার হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "এতে মনে করাকরির কি থাকতে পারে? মেয়ের বিয়ে এ সব বিশেষ বিবেচনা করে দেওয়াই উচিত। শম্ভুবাবুকে বল্‌বেন এ জন্যে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। আমার ভায়ের চেয়ে যদি আপনাদের ভালো পাত্র মেলে তাহ'লে কেন আপনারা আমার ভায়ের সঙ্গে

আপনাদের মেয়ের বিয়ে দেবেন! আর তা কেউ দেয়ও না। আমিও তা কোন দিন আশা করি না।"

মাখমবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তাহ'লে নমস্কার,—এখন আমি বিদায় হতে পারি?"

ভৃত্য উমেশ এক পেয়ালা চা আনিয়া হাজির করিয়াছিল, অনুনয় বলিলেন, "চা যখন এসে পড়েছে, তখন এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে বোধ হয় আপনার বিশেষ আপত্তি হবে না?"

"না এমন কিছু আপত্তি নেই," বলিয়া মাখমবাবু আবার চেয়ার খানার উপর উপবিষ্ট হইয়া ভৃত্যের হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালাটা গ্রহণ করিলেন। তিনি নীরবে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া আবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অনুনয়কে একটী নমস্কার করিয়া যে ভাবে আসিয়াছিলেন আবার ঠিক সেই ভাবেই চলিয়া গেলেন। মাখমবাবুর ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনুনয় মনে মনে হাসিতেছিলেন, তিনি চলিয়া যাইবামাত্র তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গৌরে তোর মাকে খবর দিয়ে আয় যে তোর কাকাবাবুর বিয়ে হ'লো না?"

গৌরচাঁদের তখন চায়ের পেয়ালাটা শেষ হইয়াছিল, সে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা, কাকাবাবুর বিয়ে হ'লো না কেন?"

অনুনয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন বিয়ে হ'লো না—হ'লো না। যা শিগ্‌গির তোর মাকে খবরটা দিয়ে আয়গে যা।"

গৌরচাঁদ তাহার শূন্য পেয়ালাটা তাহার পিতার পেয়ালাটার পার্শ্বে টিপয়ের উপর তুলিয়া রাখিয়া এই সুখবরটা মাতাকে দিবার জন্য অন্তঃপুরের দিকে ছুটিল। সরোজিনী সবে স্নান করিয়া আসিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিবার জন্য রন্ধন গৃহের দিকে যাইতেছিলেন, গৌরচাঁদ ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "মা কাকাবাবুর বিয়ে হ'লো না—কাকাবাবুর বিয়ে হ'লো না।"

পুত্রের কথায় সরোজিনীর মুখখানি বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি বেশ একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "ছেলের যত সব অলক্ষণে কথা। কাকাবাবুর বিয়ে হ'লো না সে কিরে? কে তোকে বল্লে কাকাবাবুর বিয়ে হ'লো না?"

মাতার নিকট ধমক খাইয়া গৌরচাঁদের মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সে ঠোঁট দুইখানি উল্টাইয়া বলিল, "কেন,—বাবা যে তোমায় বল্‌তে বল্লে?"

দেবরের বিবাহের আনন্দে সরোজিনী একেবারে মাতিয়া গিয়াছিলেন। নূতন জা'টীকে কেমন করিয়া সাজাইবেন, কেমন করিয়া যত্ন করিবেন,—কেমন করিয়া খাওয়াইবেন এই চিন্তায় তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই বিবাহের আয়োজনে তিনি এই কয় দিন এমনই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—যে তাঁহার আর নাইবার খাইবারও অবসর ছিল না। সহসা পুত্রের মুখে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রাণটা যেন সাত হাত বসিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহাকে আনন্দের পর্ব্বত শিখর হইতে একেবারে

নিরানন্দের অন্ধকার কূপে ফেলিয়া দিল। তুগ্ধ জাল দেওয়া তাঁহার একেবারে মাথায় উঠিল,—তিনি ব্যাপারটা কি ভালো করিয়া জানিবার জন্য একেবারে বাহিরের বারান্দায় স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৌরচাঁদও মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়াছিল,—সে পিতার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা—তুমি আমার মাকে বল্‌তে বল্‌লে না যে কাকাবাবুর বিয়ে হ'বে না। মা আমায় ধমকাচ্ছে।"

পুত্রের কথায় অনুনয় মৃদু হাসিলেন,—তাহার হাসিতে একটা বিশ্রী রাগে সরোজিনীর সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি মহা বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি যে হাসো বুঝতে পারিনা। ঠাকুরপোর বিয়ে হবে না কেন,—কি হয়েছে ?"

অনুনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হবে আবার কি ? শম্ভুবাবুর শালা এই মাত্র এসে খবর দিয়ে গেল যে তারা তোমার ঠাকুর-পোটীর সঙ্গে তাদের মেয়েটীর বিয়ে দিতে রাজি নয়। তোমার নাচুনীর জ্বালায় একেবারে অস্থির ! যত ফ্যাসাদ কর্ত্তে পারো ! বিনুকে আসতে বারণ করে আবার একখানা টেলিগ্রাম করে দিই।"

সরোজিনীর মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছিল আশাভঙ্গের ব্যথাটা তাঁহার বুকে এমনি সজোরে আঘাত করিয়াছিল,—যে তাঁহার নয়ন পল্লব সিক্ত হইবার মত হইল। স্বামীর কথার উত্তরে তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "ভদ্রলোক এমন যে কথার খেলাপ করে

তাতো জানতুম না। শম্ভুবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার একবার দেখা হ'লে হয়,—দু'কথা আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। আমরা তো অসভ্য লেখাপড়া জানিনা,—কিন্তু তারা তো লেখাপড়া জানেন, জুতো মোজা পরেন,—নিজেকে সভ্য বলে পরিচয় দেন। কিন্তু এটা কি রকম ভদ্রতা হ'লো?"

অনুনয় আবার হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "এ যে তোমার অন্যায় রাগ করা, তোমার ঠাকুরপোটী তোমার কাছে লক্ষ্মণের মত হতে পারে কিন্তু সকলের কাছে তো আর তা হতে পারে না! তারা ভালো পাত্র পেয়েছে কাজেই মত বদলাতে বাধ্য হয়েছে, এতে তো রাগারাগির কিছু নেই। এ যে তোমার মিছে রাগ করা।"

সরোজিনী বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি যে হাস কিছু বুঝতে পারি না। তোমার ও হাসিতে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে যায়। ভালো পাত্র পেয়েছে,—আমার ঠাকুরপোর মত পাত্র হাজারে ক'টা আছে শুনি? যাদের কথার ঠিক নেই তারা অতি ইতর,—অভদ্র লোক। এখন আমি ঠাকুরপোর কাছে মুখ দেখাব কেমন করে বলো দেখি?"

অনুনয় সেই ভাবেই উত্তর দিল, "ওইটা একটু ভাবনার কথা বটে। সে যাক্ আমি বিনুকে বুঝিয়ে বল্‌বো,—যে তোমার বৌদিদির এতে অপরাধ কিছু নেই তিনি রীতিমতই কোঁমর বেঁধে ছিলেন। তারা রাজি হ'লো না তা আর তিনি কি কর্ব্বেন?"

সরোজিনী বেশ একটু করুণ সুরে বলিলেন, "সব সময় কি

মানুষের ঢং ভাল লাগে! আমার প্রাণের ভিতর কি হচ্ছে, তা কেবল ভগবানই জানেন। তোমার কি বলোনা ?"

অনুনয় এতক্ষণে একটু গম্ভীর হইলেন,—তিনি এইবার বেশ একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ ও পিয়ানো বাজানো মেয়ে ঘরে আসেনি ভালোই হয়েছে। ওসব মেয়ে কি কখন আমাদের সংসারে খাপ খেতে পারে? তুমি একেবারে মেতে উঠেছিলে তাই আমি কোন কথা কইনি কিন্তু এইটুকু মনে রেখ যে ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।"

সরোজিনী আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু ডাক্ পিয়নকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন। পিয়ন আসিয়া কয়েকখানি চিঠি অনুনয়ের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। অনুনয় পত্রগুলির শিরোনামা পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "এই যে বিনু তোমাকে চিঠি লিখেছে,- নাও পড়ে দেখ কি লিখ্‌লে!"

সরোজিনীর মেজাজ একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না বাপু আমার কিছুই ভালো লাগ্‌ছে না। পড়না শুনি কি লিখেছে।"

অনুনয় খামখানি ছিড়িয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন। বিনয় যে চিঠি লিখিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—
"শ্রীচরণেষু বৌদি,—দাদার টেলিগ্রামে আমার বিবাহ ছাব্বিশে স্থির হইয়াছে অবগত হইলাম। কিন্তু এই সংবাদে আমি একেবারেই আনন্দিত হইতে পারিলাম না। আপনি আমার জন্য যে কন্যাটি স্থির

করিয়াছেন, তাহাকে আমার বিবাহ করা উচিত কিনা তাহা বিশেষ ভাবিবার ও বিবেচনা করিবার কথা। আমরা হিন্দু,—আমাদের সংসারে ও জুতা মোজা পরা মেয়ে কি কখন খাপ খাইতে পারে? আমার বিশ্বাস একেবারেই না। ও সকল গ্লাসকেসের সামগ্রী আমাদের ন্যায় গরীবের জন্য নহে। যাহার দ্বারা সংসারের কোন সুবিধা হইবে না,—যে সংসারের কোন কাজে লাগিবে না এমন একটী পুতুল বিবাহ করিয়া লাভ কি? তাহার দ্বারা সংসারের কোন সুবিধা হইবে না অথচ তাহার গর্ব্ব ও তেজের প্রদীপ্ত প্রভায় শুধু আমিই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইব না, তাহার তাত আপনাকেও যথেষ্ট সহ্য করিতে হইবে,—এ অবস্থায় কি আমার এ বিবাহ করা উচিত! যে লতা বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া,—বৃক্ষকে জড়াইয়া পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব-টুকু বজায় রাখিবার চেষ্টা করে শত ঝটিকায়ও তাহার ধ্বংশ হইতে পারে না,—কিন্তু যে লতা অহঙ্কারে স্ফীতা হইয়া, নীজেকে বৃক্ষের অপেক্ষা বড় ভাবিয়া স্বাধীনভাবে হেলিয়া দুলিয়া লতাইয়া যায় তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য। কর্ম্ম-জগতে দিন রাত কর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যে পুরুষের জন্ম তাহার পিয়ানো শুনিবার অবসর কোথায়?

বৌদি, আমি কোন দিন আপনার অবাধ্য হই নাই এখনও অবাধ্য হইতে চাই না। সব দিক ভাবিয়া বুঝিয়াও যদি আপনি এই কন্যাকে আমায় বিবাহ করিতে বলেন তাহা হইলে আর আমার উপায় নাই,—আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। এ অবস্থায় যাহা ভালো বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন। আমি আপনার পত্রের

আশায় রহিলাম, আপনার পত্র পাইলে সেই অনুযায়ী কার্য্য করিব। সেইজন্য আপাততঃ আমি দেশে যাওয়া স্থগিত রাখিলাম।”

অনুনয় পত্র পাঠ শেষ করিয়া সেখানা সরোজিনীর হস্তে দিতে দিতে বলিলেন, “যাক্ এখন আর তো তোমার ভাবনা নেই। তুমি তো ভেবে অস্থির হয়েছিলে কেমন করে ঠাকুরপোর সম্মুখে মুখ দেখাবে—বিনু নিজেই তোমায় সে ভাবনা থেকে খালাস করে দিয়েছে। যাও এখন বাড়ীর ভেতর গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করোগে। আর তো ভাব্‌বার কিছু নেই, তারপর দুপুর বেলা অবসর মত ঠাকুরপোকে একখানা পত্র লিখে দিও, তোমার পত্র পড়ে আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লুম,—ও মেয়ে আমাদের সংসারে খাপ খাবে না। কাজেই তোমার বিয়ে আপাততঃ স্থগিত রহিল।”

সরোজিনী মুখখানি ভার করিয়া বলিলেন, “তাতো হ’লো,—কিন্তু ঠাকুরপোর তো একটা বিয়ে দিতে হবে?”

অনুনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “সে যা হয় পরে হবে, এখন তুমি ভেতরে যাও, ওই শম্ভুবাবু আস্‌ছেন উনি আবার কি বলেন শুনি।”

শম্ভুবাবু আসিতেছেন শুনিয়া সরোজিনী তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। ইতি মধ্যে শম্ভুবাবু আসিয়াও উপস্থিত হইলেন। তিনি অনুনয়ের সম্মুখে আসিয়া ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, “আমাকে আবার আপনার কাছে আস্‌তে হ’লো;—আমার সম্বন্ধীটি এইমাত্র আপনাকে যা বলে গেছে সেটা একেবারে কাজের

কথা নয়। আপনার ভায়ের সঙ্গেই সবিতার বিয়ে যেমন স্থির ছিল সেই রকমই স্থির রহিল।"

অনুনয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি আপাততঃ আর আমার ভায়ের বিয়ে দেব না স্থির করেছি।"

অনুনয়ের কথায় শম্ভুবাবুর মুখের চেহারাটা কেমন যেন বিশ্রী হইয়া গেল। তিনি মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে একখানা চেয়ারের উপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন মেসের ছাদের উপর একটা বিরাট আন্দোলন চলিতেছিল। বোধ হয় শুক্লপক্ষের ষষ্টি কিংবা সপ্তমীর রাত্রি,—আকাশ বেশ পরিষ্কার,—আকাশে অর্দ্ধ-পরিপূর্ণ চাঁদ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই বিমল আলোয় রাত্রের অন্ধকার একেবারেই পাতলা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মৃদু পবন মৃদু হিল্লোলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া যাইতেছে। কাজেই আন্দোলনটা জমিয়াছিলও ভালো,—বিষয়টা হইয়াছিল বিনয়ের বিবাহ। মেসের প্রায় সকলেই ছাদে আসিয়া জুটিয়াছিল, কেবল ছিল না হরিশ। হরিশ এ কয়দিন বড় একটা কাহার সহিত মিশিতে ছিল না,—সে যেন এই মেশ বাসীদের নিকট হইতে নিজেকে বেশ একটু তফাৎ করিয়া ফেলি-ছিল। এক দল বলিতেছিল, "বিনয় যখন তাহার বৌদিদিকে কথা দিয়া আসিয়াছে তখন তাহার এখন আর কিছুতেই না বলা চলে না।" আর অপর দল বলিতেছিল, হরিশের প্রাণে ব্যথা দিয়া এ বিবাহ করিলে বিনয় কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না।" এই লইয়া দুই দলে মহা তর্ক চলিতেছিল। কবে কে এরূপ অবস্থায় এরূপ বিবাহ করিয়া চিরকাল অসুখী হইয়াছিল তাহার বড় বড় নজীরেরও অভাব হইতেছিল না। দুইদলই প্রবল ভাবে তর্ক করিতেছিল,—কাজেই কোন দলই মীমাংসার দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারিতেছিল

না। কেবল আস্ফালন ও চীৎকারে সমস্ত মেসটা ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইতেছিল।

ভোলানাথ খুড়ো একপার্শ্বে বসিয়া ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া তামাক টানিতেছিলেন,—তিনি এ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলেন নাই। এতক্ষণে তিনি একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "বলি দেখ্‌ছি তো তোমরা খুব আন্দোলন কচ্ছ। কিন্তু যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া পড়সির ঘুম নেই। বলি কর্ম্ম কর্ত্তার মতামতটাও তো একবার নেওয়া উচিত! বলি বিনয় ভায়া তুমি কি স্থির কর্লে,—এ বিয়েটা কর্ব্বে কি কর্ব্বে না?"

বিনয় একটু দূরে একখানা শীতল পাটীর উপর আড় হইয়া পড়িয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাঁদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল, আর নিজের ভবিষ্যৎটা ভাবিতেছিল,—ঠিক সেই সময় ভোলানাথ খুড়োর ভরাট স্বরটা আসিয়া তাহার শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইল। সে মাথাটা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিল, "খুড়ো আমরা গরীব বাঙ্গালী,—নিজেকে চিরকাল হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, আমাদের ও জুতো মোজা পরা,—লেখাপড়া জানা মেয়ে ধাতে সইবে কেন? ব্যাকরণ ভুল করে শেষ কি উঠ্‌তে বস্‌তে কাণমলা খাবো? কাজেই পশ্চাৎপদ হ'তে হ'লো। ও সব মেয়ের সঙ্গে হরিশের মত এম্ এ, পাশ করা ছেলেরই বিয়ে সাজে ও শোভা পায়।"

বিনয়কে আর অধিক দূর যাইতে হইল না, যে দল বিবাহের পক্ষপাতি ছিল তাহারা একেবারে লাফাইয়া উঠিল, "জুতা মোজা

পরা মেয়ে দেখেই যখন তুমি তোমার বৌদিদিকে কথা দিয়ে এসেছিলে তখন আর ও কথা বলা, বিনয়, তোমার এখন সাজে না। তোমারই কথার ওপর নির্ভর করে' তিনি তাদের কথা দিয়েছেন,—এখন তুমি কোন হিসেবেই দশজনের সম্মুখে তাঁকে খেলো কর্ত্তে পারো না। আর জুতো মোজায় তুমি যে আপত্তি তুল্‌ছ ওটা কিছুই নয়, ওটা আজ কালকার মেয়েদের একটা ঢং। আর দেশের হাওয়াই যখন ওই তখন তোমার আমার আপত্তিতে তো কোন ফল নেই! চোখের ওপরই তো দেখা যাচ্ছে,—আমাদের ঠাকুর মা যেমন ছিলেন মা তেমন হন নি,—আমাদের মা যেমন ছিলেন আবার আমাদের বৌগুলি তেমন কিছুতেই হবে না—হতে পারে না। এই হ'লো যখন দেশের অবস্থা তখন এ সব বিনয়ের পক্ষে আপত্তি কিছুতেই টিক্‌তে পারে না।"

অপর দল রুখিয়াছিল, প্রথম দল নীরব হইবা মাত্র তাহারা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি যুক্তিরে!—দেশ যখন অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে তখন আমাদেরও অধঃপাতে যেতে হবে! সাঁওতালেরা যখন ন্যাংটো হয়ে থাকে তখন আমাদেরও ন্যাংটো হয়ে থাক্‌তে হবে! এটা কি একটা যুক্তি না একটা কথা? বিনয়ের সহিত যদি হরিশের আলাপ না থাক্‌তো, বিনয় যদি হরিশকে একদিনের জন্যও বন্ধু বলে না ভাব্‌তো তাহ'লে সে যা ইচ্ছে কর্ত্তে পার্ত্তো। কিন্তু এ অবস্থায় হরিশ যখন ওই মেয়েটীকে বিয়ে কর্ত্তে ঝুঁকেছে,—ওই

মেয়েটীর জন্যে হরিশের যখন প্রাণ কাঁদছে তখন ভদ্রতা হিসেবেও বিনয় ওই মেয়েটীকে কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারে না।"

প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "প্রাণ কাঁদছে? এ যে অন্যায় প্রাণ কাঁদা বাবা? এ রকম প্রাণ কাঁদাটা সেও একটা ব্যামো।"

দ্বিতীয় দল তেজের সহিত উত্তর দিল, "হতে পারে ব্যামো, কিন্তু ঘটনা চক্রে পড়্লে প্রত্যেক মানুষকেই এই ব্যামোয় পড়্তে হয়। কখন কার জন্যে কার প্রাণ কেঁদে ওঠে তা ভগবানও বল্তে পারেন না।"

ঘোষ ছাদের এক কোনে দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল,—আর চাঁদের আলোয় মাঝে মাঝে দেরে না না করিয়া রাগিণী ভাঁজিতেছিল,—সে সহসা সেই তর্ককারি-দিগের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমার মতে ও মেয়েকে কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়। যে জিনিস নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক সেখানে আর বিয়ে করা চলে না। তবে যদি বলো প্রাণ কাঁদছে,—সে আলাদা কথা, তার ওপর আর কথা নেই। বিনু একদিন বলেছিল প্রেম যখন আসে তখন সে জ্যোতির ভেতর দিয়ে,—ছন্দের ভেতর দিয়ে আসে না, সে যখন আসে এলোমেলো ভাবেই আসে,—কাজেই তাঁর আসা বিচিত্র নয়,—এ অবস্থায় যদি তিনি এসে থাকেন তাহ'লে তো সব আপদই চুকে গেছে। তবে তার মধ্যেও একটা কথা আছে,—লক্ষ কথা না হ'লে শুনেছি নাকি বিয়ে হয় না;—তা আজ ছাদে প্রায় লক্ষ কেন

পঞ্চ লক্ষ কথা হ'য়ে গেল, আমার বোধ হচ্ছে এইবার একটা বিয়ে হবে। তা বর বিনয়ই হক্ আর হরিশই হক্।"

ভোলানাথ খুড়ো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এতক্ষণে একটা কথার মত কথা হ'লো,—লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না,—লক্ষ কথা হয়ে গেল এইবার একটা বিয়ে নিশ্চয়ই হবে। ও যারই বিয়ে হক্‌নারে ভাই,—দু'খানা লুচী আমাদের হবেই।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই"—

ঘোষ কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না, মোক্ষদার মিহিসুরে সকলেই বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোক্ষদা বাবুদের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বলি এইবার কি আপনাদের ঠাঁই কর্ব্বো ?"

ভোলানাথ খুড়ো মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মোক্ষদে, রাত্রি কত হ'লো ?"

মোক্ষদা সুরে বেশ একটু রং দিয়া বলিল, "খুড়ো মশাই সন্ধ্যে কি আর এখন হয়েছে,—রাত্রি দশটা বাজে। হরিশবাবু এখনও ফিরলেন না, তাঁর খাবার আবার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে হবে দেখ্‌ছি।"

ভোলানাথ খুড়ো ঘাড়টি নাড়িয়া বলিলেন, "তাইতো হে ভাব্‌বার কথা হরিশ এত রাত্তির অবধি থাকে কোথায় !"

খুড়ার কথার উত্তরে ঘোষ বলিল, "বেচারীর প্রাণ উদাস হয়ে গেছে,—নিশ্চয়ই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। খুড়ো ও আর এখন হয়েছে কি,—এখনও ঢের বাকি, আমার কেবল ভয় হয়

শেষ না কোন দিন দাড়ী রেখে, চিম্‌টে নিয়ে গেরুয়া পরে বেরিয়ে যায়।”

ভোলানাথ খুড়ো ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “আরে রামচন্দ্র একি মেয়েছেলে যে বেরিয়ে যাবে? অত বড় মর্দ্দা মিন্‌সে বেরিয়ে যাবে কি হে?”

ভোলানাথ খুড়ো নীরব হইবা মাত্র মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “বাবুরা গল্পতেই মত্ত তা আমার কথার উত্তর কে দেবে বলো? তাহ’লে এখন আপনাদের ঠাঁই হবে না? আমি নীচে চল্লুম যখন ঠাঁই কর্ত্তে হবে ডেকে বল্‌বেন।

মোক্ষদা গমনোদ্যতা হইয়াছিল,—কিন্তু সকলের সম্মিলিত স্বরে তাহাকে একেবারে থ’ হইয়া আবার দাঁড়াইতে হইল। সকলেই একেবারে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “রাত্রি দশটা বাজে, ঠাঁই হবে বৈ কি গো,—নিশ্চয়ই ঠাঁই হবে।”

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “তাহ’লে আপনারা আসুন, আমি ঠাঁই করিগে যাই।”

মোক্ষদা কথাটা শেষ করিয়া নীচে নামিবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু সহসা ফিরিয়া বলিল, “বাবুরা ভালো কথা মনে পড়েছে,—আপনারা যে বলেছিলেন এই পাশের বাড়ীর মেয়েটীর বিয়ের সময় সবাই কিছু কিছু সাহায্য কর্ব্বেন! তা মেয়েটীর বিয়ে এই সোমবারে,—কাল বাদে পরশু গায়ে হলুদ। যদি কিছু সাহায্য করেন তো এই বেলা করুন।”

ছাদের উপর ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় বিনয়ের বেশ একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—কিন্তু পাশের বাড়ীর মেয়েটীর বিয়ে শব্দটা যেন তাহাকে সজোরে নাড়িয়া দিয়া তাহার সেই তন্দ্রাটা একেবারে ছুটাইয়া দিয়া গেল। সে মাথাটা তুলিয়া মোক্ষদার দিকে চাহিয়া বেশ একটু উদ্‌গ্রীব স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লে মোক্ষদা,—কার বিয়ে ?"

মোক্ষদা বিনয়ের কথার উত্তরে আবার মিহিসুরে বলিল, "পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটীর বিয়ে সোমবার। আপনারা যে বলেছিলেন কিছু কিছু সাহায্য কর্বেন,—তাই বল্‌ছিলুম যদি কিছু সাহায্য করেন তো এই বেলা করুন।"

ঘোষ আর একটা সিগারেট ধরাইয়াছিল,—সে খুব একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ব্যস্‌ আর কারুর মুখে কোন কথা নেই। হরিশ যদি এখন এখানে উপস্থিত থাক্‌তো তাহ'লে সে একেবারে চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌তো, বাঙ্গালীর স্বভাব যাবে কোথায় ;—আমরা বলবার সময় খুবই বল্‌তে পারি কিন্তু করবার বেলাই বিপদ। আর কারুর মুখে কথা সর্‌ছে না। বলি বাবুরা তখন তো খুব মুখ নেড়ে বলেছিলে হ্যাঁ আমরা নিশ্চয়ই সাহার্য্য কর্ব্বো। এখন এমন চুপ করে থাক্‌লে চল্‌বে কেন।"

বিনয় সর্ব্বাগ্রে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "যখন বলা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সাহায্য কর্ত্তে হবে। আমার যা দেবার আমি কাল সকালেই দিতে প্রস্তুত আছি।"

ঘোষ বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "বারে তুমি একা প্রস্তুত থাকলে তো আর হবে না,—সকলকেই তো প্রস্তুত হতে হবে।"

ভোলানাথ খুড়ো উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বলিলেন, যখন বলে ফেলা গেছে তখন আর চারা কি? কিছু দিতেই হবে। যে মাসেই দেখি টানাটানি সেই মাসেই দেখি একটা না একটা খরচ ঘাড়ে চেপে যায় এমনি বিড়ম্বনা!"

খুড়ার কথায় সায় দিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল, "যখন বলা হয়েছে, তখন কিছু দিতেই হবে।"

ভোলানাথ খুড়ো হাই তুলিয়া দুইটা তুড়ি দিয়া বলিলেন, "রাত হ'লো,—যাও মোক্ষদে ঠাঁই করোগে। কাল সকাল বেলা যা হয় করা যাবে,—যে যা পারে কিছু কিছু সবাই দেবে।"

ঘোষ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমার হাতে কিন্তু ভাই একটী পয়সাও নেই। আমায় যা দিতে হবে কাল সেটা আমার হ'য়ে বিনুকে দিতে হ'বে তা কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

বিনয় তখন উঠিয়া বসিয়াছিল, একটু হাসিয়া বলিল, তাই হবে।"

ভোলানাথ খুড়ো আবার একটা হাই তুলিয়া দুইটা তুড়ি দিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নেই,—বিনয় আজ কাল আমাদের কল্পতরু। যাও, মোক্ষদে যাও তুমি আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

মোক্ষদা হেলিয়া দুলিয়া নীচে নামিতে যাইতেছিল সেই সময় ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, "হরিশ বাবুর বাবা এসেছেন,—তিনি আপনাদের একজনের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

হরিশবাবুর বাবা এসেছেন শুনিয়াই ঘোষ একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছিল, সে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হরিশ বাবুর বাবা এসেছেন,—তিনি আমাদের একজনের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান সে কি রকম কথা হ'লো ? আমার তো বড় ভাল বলে মনে হচ্ছে না। কেন,—কি বৃত্তান্ত কিছু বল্লেন ?"

ঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না, তাতো কই কিছু বলেন নি।"

"চল—চল—শুনিগে ব্যাপারটা কি ?" বলিয়া ঘোষ তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া গেল। ছাদের সভা অর্দ্ধভঙ্গ হইয়াছিল,—এতক্ষণে একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল,—ঘোষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একে একে সকলেই ছাদ হইতে নামিতে আরম্ভ করিল।

হরিশের পিতা হরিশের গৃহের বারাণ্ডার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘোষ সটাং যাইয়া তাঁহার পদধুলি লইয়া মস্ত ভালো মানুষটীর মত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ মুকুন্দবাবু ঘোষকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া বলিলেন, "বাবা, হরিশ এখনও ফেরেনি ?"

ঘোষ নিতান্ত বিনীত স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।"

মুকুন্দবাবু মৃদু স্বরে বলিলেন, "বাবা,—হরিশ এলে তাকে বলো যে কাল আমি বাড়ী ফিরে যাবো। কাল যেন সে সকালে নটা দশটার সময় অতি অবিশ্যি এখানে থাকে,—কাল দেশে যাবার আগে আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করে' যেতে চাই।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া কেবল মাত্র বলিল, "যে আজ্ঞে।"

"রাত্ত যথেষ্ট হয়েছে,—তাহ'লে বাবা এখন আমি চল্লুম," বলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সিড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন :—এদিকে মোক্ষদার স্বরও উপরে আসিল, "বাবুরা নেমে আস্থন, ঠাঁই হয়েছে।"

ঘোষ মাথাটা নাড়িয়া একবার দারে নারে না করিয়া আহারের উদ্দেশে নীচে নামিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ঘোষ দেখিল হরিশের গৃহে মাখমবাবু বসিয়া আছেন। এত প্রত্যুষে হরিশের গৃহে মাখমবাবুকে দেখিয়াই বেশ একটা কৌতুহল ঘোষের প্রাণের ভিতর তাল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। হরিশের বিবাহ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার জন্ম সে ধীরে ধীরে হরিশের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাখমবাবুকে একটী নমস্কার করিয়া তাঁহার সন্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। মাখমবাবু ঘোষকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটী প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মশাই, ভালো আছেন তো ?"

প্রশ্নোত্তরে ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বেশ সুস্থই আছি জ্ঞাপন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "হরিশ কোথায়,—আপনি যে একলা বসে আছেন ?"

মাখমবাবু সেই ভাবেই উত্তর দিলেন, "না একলা নেই,—এতক্ষণ হরিশবাবু ছিলেন,—তিনি এই হাত মুখ ধুতে গেলেন,—এখনি আস্‌বেন।"

ইতিমধ্যে ঘোষ যাইয়া মাখমবাবুর সন্মুখে বেশ যুত করিয়া বসিয়াছিল,—মৃদু হাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর হরিশের বিয়ে কতদূর এগুলো ? আমরা তো সেটা জানবার জন্ম ভারি ব্যস্ত হয়ে আছি। আপনি যখন আছেন,—তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু পাকা করে এসেছেন।"

ঘোষের কথায় মাখমবাবুর মুখখানা যেন একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল,—তিনি বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই ঘোষের কথায় উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ এক রকম পাকা বল্লেই হয়,—তবে একটুর জন্যে শুধু একটু আট্‌কাচ্ছে।"

ঘোষ মহা আগ্রহভরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আট্‌কাচ্ছে, কেন,—কিসের জন্যে ?"

মাখমবাবু মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিলেন, "সে এমন বিশেষ কিছুই নয়। জানেনইতো আমাদের দেশের মেয়েদের এখনও বিশেষ কিছুই উন্নতি হয়নি। তার উপর আমার এই বোনটী,—যে বোনটীর এই মেয়েটী তার সেই সব সাবেক মামুলী সংস্কারের একটুও পরিবর্ত্তন হয়নি। তার বিশ্বাস যে পাত্রের পিতার অমতে পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে তার মেয়ে কিছুতেই সুখী হতে পারে না। যদিও এটা কিছুই নয়—কেবল একটা কুসংস্কার। কিন্তু তা বলে কি হবে, তার যখন মেয়ে তখন তার কথার ওপর তো কথা চলে না !"

ঘোষ যেন বেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলেন কি ! আপনাদের সংসারেও তাহ'লে এখন কুসংস্কার আছে ?"

মাখমবাবু একটু মৃদু হাসিলেন,—তিনি মাথাটা বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "বাঙ্গালী হ'লো পতিত জাতি,—এ জাতির সংস্কার কি আর এক দিনে হ'তে পারে ? কেবল একটু সুবাতাস বইছে বইতো নয়,—এখনও উন্নতির ঢের বিলম্ব। স্ত্রী শিক্ষার এত অভাব আর

কোন দেশে নেই। যতদিন না আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হবে,—ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নেই বল্‌লেই হয়।”

ঘোষ মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, “দুঃখের কথা!”

মাখমবাবু বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “দুঃখের কথা তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যে দেশের পুরুষেরা নিজের স্বার্থ ও সুবিধের জন্যে মেয়েদের মুখ্যু করে রাখে সে দেশের কি আর উন্নতি আছে! পুরুষ নিজের বিয়ের সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে যেখানে সেখানে মতামত প্রকাশ কর্ত্তে পারেন তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না কিন্তু মেয়েরা যদি সে সম্বন্ধে একটী কথা বলে,—ওমনি সমাজ হাঁ হাঁ করে' ভ্রূকুটী করে উঠ্‌বেন,—স্ত্রীলোকের এ প্রগল্‌ভতা বরদাস্ত করা অসম্ভব! হায়রে সমাজ! এ সমাজের উন্নতি কখন কি সম্ভব? কাজেই যারই একটু কাণ্ডাকাণ্ড বোধ আছে সেই এই সমাজের মুখের ওপর বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। সমাজ যদি আমার মুখ না চায় তবে আমি কত দিন সমাজের মুখ চেয়ে থাক্‌বো। বুঝলেন আমাদের এ হিন্দু সমাজের আগাগোড়া ঘুণ ধরেছে,—এখন এর প্রতি পদে পদে সংস্কার প্রয়োজন।”

মাখমবাবুর এই বক্তৃতার ভঙ্গিমায় একটা প্রবল হাঁসি ঘোষের পেটের ভিতর ক্রমাগত তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অসভ্যতা হইবার ভয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে গম্ভীর করিয়া রাখিয়াছিল। মাখমবাবু নীরব হইবামাত্র সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

"তাহ'লে দেখ্‌ছি এ ঘুণধরা সমাজের মুখের ওপর সকলেরই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান উচিত !"

মাখমবাবু ঘোষের কথার উত্তর দিবার জন্য রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হরিশকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার উত্তেজনা দমন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি হরিশের উপর পতিত হইল। এই কয় দিনে হরিশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার সে স্ফুর্ত্তি নাই—সে উৎসাহ নাই,—তাহার সমস্ত মুখখানার উপর কেমন যেন একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে। হরিশকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাখমবাবু বলিয়া উঠিলেন, "হরিশবাবু এর ভেতর আর চিন্তা করবার কিছু নেই। আপনি আজই দেশে রওনা হন্‌,—বুড়ো বাপ তার মত আন্‌তে বেশী সময় লাগ্‌বে না। আমাদের দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রীলোকদিগের জন্য চিরকালই আমাদিগকে সহ্য করে আস্‌তে হয়েছে,—চিরকালই সহ্য কর্ত্তে হবে,—উপায় কি ? আমি সবিতার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝেছি সেও আপনারই প্রতি আকৃষ্ট,—কাজেই এ মিলন ভগবানেরও অভিপ্রেত। আর চিন্তা কর্ব্বেন না এখনি দেশে রওনা হন্‌,—পিতার অনুমতি আনুন,—তারপর দুইটী হৃদয় এক হ'য়ে সেই 'পরম পিতার চরম কার্য্যে মনোনিবেশ করুন।"

সবিতাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত হরিশের সমস্ত প্রাণটা সবিতা-লাভের আশায় একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার উপর মাখম-

বাবুর মুখে সবিতাও আপনার প্রতি আকৃষ্ট শুনিয়া তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। তাহার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত যেন টক্বক্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল,—সে ধীরে ধীরে আসিয়া মাখমবাবুর সম্মুখে বসিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সে কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে কথা বাহির হইল না। মাখমবাবু আবার বলিলেন, "হরিশবাবু আপনি এই সামান্যর জন্য কেন বিচলিত হচ্ছেন। বুড়ো বাপের অনুমতি পাওয়া কি একটা বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি যতটা শক্ত ভাবছেন,—আমার কথা শুনুন সেটা ততটা মোটেই শক্ত নয়। দ্বিধা কর্বেন না আপনি আজই দেশে রওনা হন।"

হরিশ তথাপি কোন কথা কহিল না,—সে একবারমাত্র মাখমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আবার মাথাটা নীচু করিল। ঘোষ অবাক হইয়া মাখমবাবুর বক্তৃতা শুনিতে ছিল। সে একে-বারেই ভুলিয়া গিয়াছিল—যে হরিশকে সংবাদ দিতে হইবে যে তাহার পিতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নয়টা দশটার সময় আসিবেন। এখনি দেশে রওনা হন কথাটা বার দুই তিন কর্ণে প্রবেশ করায় সহসা তাহার সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল। মাখমবাবু নীরব হইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হরিশ একটা কথা ভাই তোমায় বলতে ভুলে গেছলুম। তোমার বাবা কাল রাত্রে এসেছিলেন। তিনি আজ দেশে ফিরে যাবেন।

তোমাকে নটা দশটার সময় থাক্‌তে বলেছেন,—তিনি তোমার সঙ্গে দেখা কর্বেন।"

ঘোষের কথায় মাখমবাবু একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, মহা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তাহ'লে তো আপনার দেশে যাবারও কোন প্রয়োজন নেই, আপনার বাবা যখন এখানে রয়েছেন,—আর তিনি যখন এখনি এখানে আসবেন তখন আর কোন চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ না তিনি আসেন ততক্ষণ এই আমি এখানে বসে রইলুম,—আপনি না পারেন আমি তাঁর অনুমতি যেমন করে পারি গ্রহণ কর্বোই কর্বো।"

পিতা এখনি এখানে আসিবেন শুনিয়া হরিশ মনে মনে বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পিতার কথা বার্ত্তা নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে ধরণের,—তিনি কি বলিতে কি বলিবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় সেই পাড়াগেঁয়ে পিতার সহিত মাখমবাবুর সাক্ষাৎ তাহার নিকট যেন কেমন বিশ্রী বিকট ঠেকিতে লাগিল। সে আর নীরব থাকিতে পারিল না,—বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া মাখম-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আর কষ্ট করে বসে থাকবেন কেন? বাবা যখন এখানে আস্‌ছেন তখন দেখি পারি যদি আমি তাঁর অনুমতি নেবার চেষ্টা কর্বো। তিনি মত দিলেন কিনা আমি আপনাকে দুপুরের পরই খবর দিয়ে আস্‌বো।"

সহসা মাখমবাবুকে বিদায় করিবার জন্য হরিশ এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিল কেন, ঘোষ অনুমানে কতকটা বুঝিয়া লইল। হরিশের

ইচ্ছা নয় যে মাখমবাবুর সহিত তাহার পিতার সাক্ষাৎ হয়। সেই অসভ্য পাড়াগেঁয়ে পিতাকে সে এই সভ্য সমাজে বাহির করিতে চায় না। লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ যে এমন বাঁদর হইতে পারে, ঘোষের তাহা একেবারেই ধারণা ছিল না। হরিশের কাণ দুইটা আচ্ছা করিয়া মলিয়া দিবার জন্য তাহার হাত দুইটা নিস্‌পিস্ করিয়া উঠিল। সে এই সং নাচাইবার জন্যই হরিশের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল,—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা ; মাখমবাবু এর মধ্যে যাবেন কোথায়,—এলেন দু'দণ্ড বসুন! আর তা ছাড়া তোমার বাবারও যখন আসবার সময় হ'লো, হরিশ, তখন একটু অপেক্ষা করে একবার তাঁর সঙ্গে ওঁর দেখা করে যাওয়া উচিত বই কি? উনি যদি জোর করে বলেন,—তাহ'লে আর তিনি কিছুতেই না বল্‌তে পার্ব্বেন না!"

ঘোষের এই অযাচিত বক্তৃতায় হরিশের ভিতরটা চটিয়া একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার মনে হইল ঘাড় ধরিয়া তখনই ঘোষকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়—কিন্তু ভদ্রতার ও সভ্যতার খাতিরে সে নিজেকে সংযত রাখিতে বাধ্য হইল। কেবল একটা তীব্র কটাক্ষে ঘোষের দিকে চাহিল। মাখমবাবু না বুঝিলেও ঘোষ সে কটাক্ষের অর্থ বুঝিল,—সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমি এমন কিছু বলিনি, যাতে তুমি এমন করে আমার দিকে চাইতে পারো! আমি ভালো কথাই বলেছি,—মাখমবাবু যদি জোর করে ধরেন তাতে তোমার বাবা না বল্‌তে পার্ব্বেন না। এতে অন্যায়টা কি হয়েছে? মাখমবাবুর বোনঝিকে যখন তুমি বিয়ে

কর্ত্তে চাচ্ছ তখন আজই হোক আর কালই হোক তোমার বাপের সঙ্গে মাখমবাবুর সাক্ষাৎ হবেই। তখন আর লজ্জা কিসের? বাপ যেমনই হক তাঁকে তো আর অস্বীকার করা চলে না,—না সেটাও আজ কাল সভ্যতার হিসেবে অস্বীকার করা চলে?"

হরিশ আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না,—চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "সভ্যতা ভদ্রতা যখন জাননা তখন কেন তুমি কথা কইতে এস? তোমায় আমি অনেক দিন বারণ করে দিয়েছি অযাচিত ভাবে তুমি কোন কথা বলো না। লেখা পড়া না শিখ্‌লে আর মানুষের কতটুর কাণ্ডজ্ঞান হতে পারে!"

ঘোষ মহা অপ্রস্তুত ভাবে বলিয়া উঠিল, "মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কাজেই বেয়াড়া মুখ কিছুতেই রোধ কর্ত্তে পারিনি, এই ভাই আমি মুখে চাবি দিলুম।"

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মুখের উপর স্থাপন করিয়া ঘোষ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বসিল। মাখমবাবু বোধ হয় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু তাঁহার ঠোঁট দুইটা একবার নড়িয়াই বন্ধ হইয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিলেন হরিশের পিতা। বৃদ্ধকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া ঘাড়টি হেট করিয়া মাথাটা চুলকাইতে লাগিল। বৃদ্ধ মুকুন্দবাবু তাহার হস্তস্থিত মোটা লাঠীটী দোরের পার্শ্বে রাখিয়া জুতা জোড়াটী খুলিয়া, বিছানার উপর বসিতে বসিতে বলিলেন, "আমি আজ রাত্রেই দেশে ফিরে যাচ্ছি,

আমি একবার শেষ তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এলুম,—তুমি বিয়ে কর্ত্তে রাজি কিনা ?"

হরিশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদু স্বরে বলিল, "আজ্ঞে—"

মুকুন্দবাবু পুত্রকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ও তোমার আজ্ঞে ফাজ্ঞে আমরা বুঝিনা। আমরা সেকেলে মানুষ, একটা স্পষ্ট কথা শুনতে চাই।"

হরিশ আবার মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "বাবা, আমি তো বিয়ে কর্ত্তে সর্ব্বদাই রাজি ! তবে—"

পুত্রের কথায় মুকুন্দবাবু চটিয়া উঠিলেন,—ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তবে কিরে বেটা তবে কি ? তুমি একটা ম্লেচ্ছ বিয়ে করে ঘরে আনবে আর আমি তাকে বৌ বলে ঘরে তুলবো, না ?"

ঘোষ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না—না আপনি ভুল বুঝেছেন, হরিশ যে ম্লেচ্ছ বিয়ে করবে এ কথা আপনাকে কে বলেছে ? তা নয় তবে তারা একটু সুসভ্য এই যা।"

মুকুন্দবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সুসভ্য মেয়ে নিয়ে আমি কি কর্ব্বো বলতে পারো বাপু ? আমার বাড়ীর যে বৌ হবে তাকে আমার সংসারের সব কাজ কর্ত্তে হবে,—রান্নাবান্না থেকে গরুর সেবা পর্য্যন্ত। তোমাদের ও সুসভ্য মেয়ে তা পার্ব্বে ?"

হরিশ ঘাড় হেট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—সে একেবারে তাহার পিতার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা আমাকে বিয়ে কর্ত্তে অনুমতি দিন,—আপনার ঘরের বৌ হবে আপনি তাকে যেমন শেখাবেন, সে ঠিক তেমনি শিখবে। আপনি আর না বলবেন না।"

হরিশের নয়ন ফাটিয়া কয়েক ফোটা অশ্রু বৃদ্ধের পায়ের উপর টুস্‌টস্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। পুত্রের আচরণে বৃদ্ধ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের কয়েক ফোটা অশ্রুতেই তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে গলিয়া গেল,—তিনি আর না বলিতে পারিলেন না। ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "যা ব্যাটা, তোর যখন এত ইচ্ছে তখন আর আমি বাধা দেব না। কিন্তু বাপু, আমি তোমায় স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, জুতো মোজা পরা মেয়েকে আমি কিছুতেই বৌ বলে গ্রহণ কর্ব্বো না। আমার বাড়ীতে যেন ও জুতো মোজা ফোজা পরিয়ে নিয়ে যেওনা।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না,—জুতো মোজা পরিয়ে নিয়ে যাবে কি! যেমন বেনারসী প'রে যায় তেমনিই যাবে।"

মুকুন্দবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সে ভালো কথা,—তাহ'লে আমি আজই দেশে রওনা হই। গাঁয়ের দু'দশ জনকে তো বল্‌তে হবে,—একটা বৌ-ভাতের ভোজের তো বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে! তাহ'লে তাই কথা রইলো, তুমি বৌমাকে নিয়ে এস,—আমি আজই রওনা হলুম।"

হরিশ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "আমি তোমার মামাকে বলে যাচ্ছি, টাকা কড়ি যা প্রয়োজন হয় সেইখান থেকেই নিও। তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লুম,—তুমি বৌমাকে নিয়ে পরে এস।"

হরিশ আবার ঘাড় নাড়িল,—বৃদ্ধ দরজার পাশ হইতে তাহার লাঠি গাছটী লইয়া মহা ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দাদা অনুনয়বাবুর বাড়ী চলিয়া যাইবার পরই হেমাঙ্গিনীর যেন কেমন মনে হইতে লাগিল,—যে যখন অনুনয়বাবুকে কথা দেওয়া হইয়াছে তখন আর সে কথার খেলাপ করা কিছুতেই উচিত নয়,—তাই তিনি তখনি আবার তাহার স্বামীকে অনুনয়বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু যখন স্বামী আসিয়া সংবাদ দিলেন, যে অনুনয়বাবু তাহার ভ্রাতার সহিত সবিতার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইলেন,—তখন তিনি সত্যই যেন নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন। তিনি মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সেই যে সে দিন শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন আর মোটেই শয্যা ত্যাগ করেন নাই। সেই ভাবেই তাঁহার সে দিনটা কাটিয়া গিয়াছিল। পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বড় একটা ক সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল তাহারই দোষে তাঁহার স্বামী অনুনয়ের নিকট হইতে এমনতর অপমানিত হইয়াছেন,—এই অপমানটা কেমন যেন চারিদিক হইতে আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণটাকে খোঁচা মারিতেছিল। তাহার তো আর কিছুই ভালো লাগিতেছিল না,—এমন কি কথা পর্য্যন্ত কহিতেও বিরক্তি বোধ হইতেছিল।

এই ভাবে হেমাঙ্গিনীর দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে ; আজ কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে আদালত বন্ধ। শম্ভুবাবু কাছারি যান নাই, মধ্যাহ্নে

আহারের পর তিনি তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পত্নী একখানি পালঙ্কের উপর আড় হইয়া পড়িয়া কি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছে। তাহার চুলগুলি উস্কখুস্ক,—মুখখানি মলিন। পত্নীর ম্লান মুখ দেখিয়া শম্ভুবাবুর বুকখানা যেন দশ হাত বসিয়া গেল। তিনি মহা দুর্ব্বল চিত্তের লোক,—তিনি পৃথিবীতে সব সহ্য করিতে পারিতেন কিন্তু পত্নীর ম্লান মুখ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে পত্নীর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি আজ ক'দিন থেকে তোমায় এমন মিওনো মিওনো দেখ্‌ছি কেন? শরীর ভালো আছে তো?"

স্বামীর প্রশ্নে হেমাঙ্গিনী পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন, ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "মন্দ কি? মাথার রগ দুটো যেন একটু টিপ্‌ টিপ্‌ কচ্ছে বলে বোধ হয়?"

শম্ভুবাবু ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "একটু গোলাপ জল দিলে——"

হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাও রাখ তোমার গোলাপ জল। যাও নিজের কাজ করোগে,—আমায় পড়্‌তে দাও বিরক্ত করোনা।"

শম্ভুবাবু আবার ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "না তা নয়—তা নয়,—তবে বল্‌ছিলুম কি,—রগ দুটো যখন টিপ্‌টিপ্‌ কচ্ছে তখন পড়াটা আপাততঃ একটু বন্ধ রাখ্‌লে হয় না।"

"না, হয় না," এই কয়টী কথা মহা বিরক্তভাবে বলিয়া পুস্তক-খানা এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া হেমাঙ্গিনী এবার একেবারে সোফার উপর উঠিয়া বসিলেন। বেশ একটু রূঢ়স্বরে বলিলেন, "সাধে কি আর তুমি অপমানিত হও,—তোমার এই ঘ্যানোর ঘ্যানোরের জ্বালায়ই তো তোমায় সবাই অপমান করে! তোমার তো হায়া নেই।"

পত্নীর এই অপমানের কথায় শম্ভুবাবু যেন বেশ একটু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না,—হঠাৎ পত্নীর মুখে এই অপমানের কথা কোথা হইতে আসিল। বেশ একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি আবার ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপমান! কই আমাকে যে কেউ অপমান করেছে বলে তো মনে পড়ে না। অপমান কেন কর্ব্বে—না—না আমায় অপমান কেউ কর্ত্তে পারে না।"

হেমাঙ্গিনী একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না তা ...ন কেউ পারবে! তাই সে দিন অনুনয়বাবু যাচ্ছেতাই করে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিলেন। প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল না যে সুদ-খোরের ভায়ের সঙ্গে সবিতার বিয়ের সম্বন্ধ করি। খালি তোমারই ইচ্ছেয় তো আমি স্বীকার করেছিলুম। আমি এই বরাবর দেখে আস্ছি, যে কাজটাই তোমার পরামর্শে করি সেইটাতেই একটা না একটা অপমান হবেই, হবে। সে দিন তোমায় অনুনয়বাবু অপমান করেন নি?"

সবিতার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিতে অস্বীকার করাটা যে তাহার

একটা অপমানের বিষয় এ কথাটা শম্ভুবাবু একবারও খেয়াল করেন নাই। পত্নীর কাথাটা যেন তাঁহার মনে লাগিল, তিনি ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "হুঁ—না—কথা বটে—তবে অনুনয়বাবু—কিন্তু—"

হেমাঙ্গিনী বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাও—রেখে দাও তোমার কিন্তু। সব কথায় কিন্তু। তোমার মত কিন্তু-ওয়ালা লোক নিয়ে কি আর সংসার করা চলে,—তুমি কি একটা মানুষ! তুমি যদি মানুষ হতে তাহ'লে কি আর এমন করে সবিতার বিয়ে বন্ধ হয়ে থাক্‌তো? যেখান থেকে হক পাত্র জোগাড় করে যে তারিখে তার বিয়ের কথা হয়েছিল ঠিক সেই তারিখেই তার বিয়ে দিতে! তোমার কি কোন যোগ্যতা আছে?"

শম্ভুবাবু ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কথা বটে—কথা বটে-- • -"

হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ধমক দিবার জন্য স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন,—কিন্তু সবিতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে সবি কি চাস্‌রে?"

সবিতা মুখখানি ভার করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "দেখনা মাসিমা,—মা আমায় চটিজুতো পর্‌তে বারণ কচ্ছে। বল্‌ছে বুড়ো মাগী চটিজুতো পরে এমন চট্‌চট্ করে বেড়াস্‌নি,—গাটা যেন গিস্‌গিস্ করে ওঠে। দু'দিন পরে যখন শ্বশুরবাড়ী যাবি তখন

যে উঠ্‌তে বস্‌তে খোটা খেতে খেতে মর্ব্বি! একটু লজ্জাও করে না চটি পরে অমন চট্‌চট্‌ করে বেড়াতে!"

শম্ভুবাবু ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কথা বটে,—কথা বটে—"

হেমাঙ্গিনী বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কথা বটে,—কথা বটে! সব কথায় কথা কওয়া চাই,—গা জ্বলে যায়। তুমি চুপ করে থাক তোমাকে কথা কইতে হবে না।"

শম্ভুবাবু কেবল মুখখানা একটু কাচুমাচু করিলেন, তাঁহার ঘাড়টা আপনা হইতেই নড়িতে লাগিল;—হেমাঙ্গিনী সবিতার দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "তুই যা,—আমি যাচ্ছি তোর মাকে গিয়ে বল্‌ছি।"

সবিতা তাহার মাসীর দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী মহা বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "দিদির দেখ্‌ছি সব তাতেই বাড়াবাড়ি। মেয়ে জুতো পরে একটু সভ্য ভব্য হয়ে থাকে তাও তাঁর সহ্য হয় না! নিজে তো আহ্নিক পূজো নিয়ে জীবনটাকে মাটী কর্ত্তে বসেছেন,—মেয়েটাকেও তাই কর্ত্তে চান। দিদি যদি না অমন বেঁকে থাক্‌তেন তাহ'লে তো আমি এই তারিখেই হরিশবাবুর সঙ্গে সবির বিয়ে দিয়ে অনুনয়বাবুর অপমানের প্রতিশোধ তুল্‌তুম। কি যে ওর জেদ, বাপের মত চাই,—একেবারে বিরক্ত কল্লেন।"

শম্ভুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কথা বটে—"

হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বাধা দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "নাও থাম! সব কথায় 'কথা বটে,'—তোমার ওই 'কথা বটে'র জ্বালায় কবে দেখ্‌ছি আমায় পাগল হতে হবে।"

সবিতা আবার ছুটিয়া আসিয়া তাহার মাসীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসিমা, মা তোমায় খেতে ডাক্‌ছে।"

সবিতা যে ভাবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল আবার ঠিক সেই ভাবেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া খেল। হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আহার করিতে যাইবার জন্য উঠিতে যাইতে ছিলেন,—সেই সময় মাখমবাবু মহা ব্যস্ত ভাবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্নানাভাবে তাহার মস্তকের চুল উস্কখুস্ক,—রোদে মুখখানা একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। মাখমবাবুকে এই ভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শম্ভুবাবু ও হেমাঙ্গিনী উভয়েই বেশ একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা এখন তুমি এ অবস্থায় কোথা থেকে আস্‌ছ? নাওয়া খাওয়াও তো হয়নি দেখছি, খবর কি?"

মাখমবাবু বেশ একটু হাঁফাইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি এক-খানা গদি আঁটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিলেন, "খবর ভালো,—হরিশবাবুর পিতা অনুমতি দিয়েছেন। ছাব্বিশেই দিন স্থির করে এসেছি। এই খবরটা তোমাদের দেবার জন্য আমি ছুটে চলে এসেছি। নাওয়া খাওয়া কর্ব্বারও অবসর

পাইনি। আরতো কোন গোলযোগ নেই,—এইবার তোমরা বিয়ের আয়োজন কর্ত্তে পারো।"

ভ্রাতার কথায় হেমাঙ্গিনী বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ছাব্বিশেই দিন স্থির করে এসেছ তো,—তাহ'লেই হ'লো। আমি শুধু অনুনয়বাবুদের দেখাতে চাই যে তিনি তাঁর ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে অক্ষম হ'লেও পাত্রের অভাব হয় না।"

তাহার পর স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, সবির বিয়েতে এমন একটা ঘটা কর্ত্তে চাই,—যাতে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে যায়।"

শম্ভুবাবু ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কথা বটে,—কিন্তু টাকা—"

হেমাঙ্গিনী ধমক দিয়া বলিলেন, "ফের যদি তুমি 'কিন্তু' বলো কিংবা কিন্তু হও তাহ'লে আমি একেবারে হুলুস্থূল কাণ্ড কর্ব্বো তা কিন্তু বলে দিচ্ছি। যা বল্‌বো তাতেই 'কিন্তু'! যে... থেকে পারো আমায় টাকা এনে দেবে—আমি একটা হৈ চৈ কর্ব্বোই। আমার বোনঝির বিয়ে,—অনুনয়বাবুর স্ত্রী যে নাক্ সিঁটকুবে তা কিছুতেই হবে না।"

শম্ভুবাবু মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "না কিন্তু নয়,—তবে কি না অনুনয়বাবুর টাকা যথেষ্ট—"

হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ধমক দিবার জন্য আবার রুখিয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু সবিতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সবিতা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে

করিতে বলিল, "মাসিমা,—তুমি খেতে এখন গেলে না, মা যে তোমায় ডাকৃছে।"

হেমাঙ্গিনী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাখমবাবু বলিয়া উঠিলেন, "[illegible],—শীগ্‌গির তোর মাকে ডেকে দে। বল্ মামাবাবু এসেছেন, তোমাকে একবার শিগ্‌গির ডাকৃছেন।"

[illegible] তাহার মামাবাবুর আদেশ প্রতিপালন করিতে আবার ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মাখমবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হেমা,—[illegible]ার বরাৎ ভালো, তাই মেয়ের এমন পাত্র জুটলো। এম, এ, পাশ ; তার একটা মূল্যই আলাদা। মেয়েটারও বরাৎ ভালো নইলে ওই বেকার বিনয়টার সঙ্গেই তো আর একটু হ'লেই বিয়ে হয়ে যেত।"

মাখমবাবু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না ;—সুভাসিনীকে গৃহে ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুভা আমি সব ঠিকঠাক করে এসেছি,—হরিশ-বাবুর পিতা মত দিয়েছেন,—আরতো তোমার অমত নেই ?"

সুভাসিনীর মুখের উপর একটা স্বর্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "দাদা, পাত্র ভালো, ঘর ভালো, বরের বাপ মত দিয়েছেন, আর আমার কি আপত্তি হ'তে পারে ?"

মাখমবাবু ভগ্নী নীরব হইবা মাত্র বলিলেন, "পরশু গায়ে হলুদ। আর দিন নেই,—আজ থেকেই বিয়ের যা যা প্রয়োজন তার আয়োজন করা উচিত।"
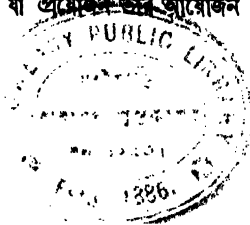
হেমাঙ্গিনী ভ্রাতার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই! তোমাকে তো আজই আবার কলকাতায় যেতে হবে। বিয়ের সাধারণ চিঠি ছাড়া, আমার নামে আমি একখানা কার্ড ছাপাতে চাই। দাদা তুমি নেয়ে খেয়ে নাও,—ইতি মধ্যে আমি যতটা পারি একটা ফর্দ্দ করে ফেলছি। যাও আর দেরী করো না,—বেলা ঢের হয়েছে।"

সুভাসিনী বেশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দাদা তোমার এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি। এস আগে তোমার নাইবার খাবার বন্দোবস্ত করে দিইগে যাই।"

সুভাসিনীর সহিত মাখমবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শম্ভুবাবু ঘাড়টি নাড়িয়া বলিলেন, "খরচের দিক্‌টা—"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া কাগজ কলম লইয়া বিবাহের ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আজ হরিশের বিবাহ,—মুখ চোখে আজ তাহার শত উৎসাহ একেবারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ তাহার প্রাণের ভিতর আনন্দের শত তুফান বহিতেছে। বিবাহ এমনি মজার সামগ্রী যে তাহার নামটী শুনিলেই প্রাণটী আনন্দে নাচিয়া উঠে। আর যে বিবাহ করিবে তাহার যে প্রাণ পরিপূর্ণ আনন্দে লুটোপুটি খাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! দুইটী হৃদয় এক হইয়া, সংসার শান্তি নিকেতন করিবে এ কথা শুনিলে কাহার না আনন্দ হয়? হরিশের আশা সফল হইয়াছে,—হরিশ যাহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়াছিল, সেই হৃদয়ের রাণী হইবে,—ইহাতে আনন্দ না হইবার তো কিছুই না. কাজেই হরিশের হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। তাহার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত সে আনন্দের আস্বাদন পাইতেছিল। হরিশের সেই আনন্দে যোগদান করিয়া সমস্ত মেসটাও যেন আজ একটা মহানন্দে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। সকাল হইতেই মেসে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে,—মেসের সকলেই বরযাত্র যাইবে। সকলেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মেসের প্রত্যেক ঘরে কাপড় কুচাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। যে যাহার ভালো কাপড়, ভালো জামা বাহির করিয়াছে। বিবাহের বরযাত্র যাইতে হইলে বেশ ভূষার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নতুবা বিবাহের অর্দ্ধেক আনন্দই

কমিয়া যায়। মেসে আজ সমস্ত দিন তাহারই আয়োজন চলিতেছে। কে কি কাপড় পরিয়া যাইবে,—কাহাকে কি জামা পরিলে দেখিতে সুন্দর হয় প্রতি গৃহেই তাহার আলোচনা চলিতেছে। হরিশ সকালে উঠিয়াই মামার বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল,—সেইখানে তাহার আভ্যূতিক হইবে। আভ্যূতিক শেষ করিয়া সে মেসে আসিয়া তাহার বন্ধু-বর্গকে লইয়া বিবাহ করিতে যাত্রা করিবে।

এই সকল সরঞ্জম ও আয়োজনের ভিতর দিয়া রৌদ্রের তাত কমিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলাও পড়িয়া আসিল। হরিশের আগমন অপেক্ষায় প্রত্যেকেই বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বর যাত্র গমনের আনন্দে মেসবাসীরা এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাদের যেন আর বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। ভোলানাথ খুড়ো আহারের পর তোফা একটা নিদ্রা দিয়াছিলেন,—নিদ্রা হইতে উঠিয়া গোটা কতক আড়া মোড়া খাইয়া দুইটা হাই [illegible] লয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি বেলাএখন ক'টা হে?"

গৃহের মধ্যস্থলে মস্ত একটা তাসের আসর চলিতেছিল। যিনি তাস দিতেছিলেন,—তিনি তাস দিতে দিতে বলিলেন, "খুড়ো বেলা আর নেই, কিন্তু বর কোথায়,—এদিকে তো চারটে বাজে!"

খুড়া তাহার শয্যা হইতে নামিয়া একটা কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিতেছিলেন, আবার একটা হাই তুলিয়া দুইটা তুড়ি দিয়া বলিলেন, "বর ঠিকই আছে। আমাদের চেয়ে বরের তাড়াটা নিশ্চয়ই বেশী কেন না আমারা যাব বর যাত্র, সে যাবে বিয়ে কর্ত্তে। এঃ! মোক্ষদার

জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম,—এমন টিকে এনেছে কার বাবার সাধ্যি ধরায়! একখানা টিকে ধরাতে এক পয়সার দেশলাই খরচ হয়ে গেল।”

এক ব্যক্তি তাস খেলিতে খেলিতে বলিল, “আচ্ছা খুড়ো এক দিন যদি তোমায় তামাক খেতে না দেওয়া হয় তাহ’লে কি হয় বলো দেখি?”

খুড়া তখন কলিকার উপরে সবলে ফু দিতে ছিলেন,—সেই ভাবেই উত্তর দিলেন, “হয় আর এমন বিশেষ কি? পেটটা ফুলে ওঠে। তা মোক্ষদা যা আরম্ভ করেছে তাতে আর বেশী দিন তামাক খাওয়া চল্‌বে না। কল্‌কেতে ফুঁ দেব না হুঁকোতে টানবো? দুইতো আর এক সঙ্গে চলে না,—কিন্তু ফুঁ বন্ধ করেছ কি টিকে নিবে বসে আছে! কাজেই তামাক খাওয়া বন্ধ কর্ত্তে হবে।”

মোক্ষদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ম্যানেজার মশাই,—আজতো সবাই বর যাত্র যাচ্ছেন। আমার আর ঠাকুরের জন্যে শুধু শুধু উনুনে আগুন দিয়ে আর কি হবে? পয়সা দেবেন বাজার থেকে যা হয় কিছু এনে খাবো অখন।”

ম্যানেজার মশাইও তাস খেলিতেছিলেন, তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “না না, আজ আর উনুনে আগুন দিয়ে কাজ নেই। আজ তোমাদের হরিশবাবুর বিয়ে;—আজ মেসের হাঁড়ী একেবারে বন্ধ।”

মোক্ষদা ম্যানেজারের মন্তব্য শুনিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল,

ভোলানাথ খুড়োর ডাকে তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। ভোলানাথ খুড়ো ঘাড় তুলিয়া বলিলেন, "বলি আজ কাল এ টিকেগুলি আন্‌ছ কোথা থেকে,—নিজেই কি টিকে দিতে আরম্ভ করেছ নাকি? এমন জবর টিকেতো বাবা কখন দেখিনি, এক পয়সার দেশ লাই খরচ হয়ে গেল তবু একখানা টিকে ধরাতে পাল্লুম না।"

মোক্ষদা ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল, "ওই জন্যেই তো খুড়ো মশায়ের কোন জিনিষ আন্‌তে চাইনি,—বড্ড খিট্‌খিট্ করেন।"

তারপর আবার ম্যানেজার বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনাদের তো এখন আর কোন দরকার নেই,—আমি পাশের বিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছি। ওরা অনেক করে যেতে বলেছেন।"

ম্যানেজার মশাই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কোন দরকার নেই, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। আজ হরিশবাবুর বিবাহ উপলক্ষে তোমাদের ছুটী।"

মোক্ষদা ভোলানাথ খুড়োর উপর একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া হেলিয়া দুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ভোলানাথ খুড়ো মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "না, বেটী তামাক খাওয়া না ছাড়িয়ে আর ছাড়্‌লে না। সেই থেকে মরে পিটে কিছুতেই আগুন কর্ত্তে পাল্লুম না। দুত্তর তামাক খাওয়ার নিকুচি করেছে, বিড়ি ফিড়ি আছে হে?"

ভোলানাথ খুড়োর নিকটেই একটী চশমা চক্ষে যুবক বসিয়া তাস খেলা দেখিতেছিল,—সে তাহার পকেট হইতে একটা

সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া খুড়োর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "খুড়ো বিড়ি খাবে কি? সিগারেট খাও।"

খুড়ো সেই সিগারেটের প্যাকেট হইতে একটী সিগারেট বাহির করিতে যাইতেছিলেন,—সেই সময় হরিশ আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, অমনি গৃহের ভিতর হইতে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "থ্রি চিয়ার্স ফর্ হরিশচন্দ্র,—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে,—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।"

সেই আনন্দ কোলাহলে সমস্ত মেসটা যেন ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। হরিশ একেবারে বরের বেশে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল,—তাহার পরিধানে বেনারসী গোলাপি ধুতি,—অঙ্গে সেই রংয়ের বেনারসী উত্তরীয়। কপালে চন্দনের বড় বড় ফোঁটা,—গলায় গার্ড চেনের উপর গোড়ের মালা। দশ আঙ্গুলে দশটা আংটী। ভোলানাথ খুড়ো হরিশের দিকে চাহিয়াছিলেন, তিনি সিগারেটটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "বাঃ হরিশকে বেড়ে মানিয়েছে,—যেন ঠিক বরটী।"

খুড়োর কথায় সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরিশ বেশ একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "ভাই আর দেরী কল্লে চল্‌বে না। গাড়ীর আর বেশী সময় নেই। মামাবাবু গাড়ীতে বসে আছেন। সবাইকে একটু তৎপর হয়ে নিতে হবে।"

হরিশের কথার উত্তরে সকলেই আবার সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা একেবারে প্রস্তুত,—বেরুলেই হ'লো।"

সঙ্গে সঙ্গে অমনি বেশ পরিবর্ত্তনের একটা মস্ত তাড়া পড়িয়া গেল। ভোলানাথ খুড়ো নব্য ছোকরাটী সাজিয়া দাঁড়াইয়া বল্লিলেন, "ওরে আমার কোচাটা কেউ একজন একটু চুনোট করে দে ভাই।"

খুড়োর কথায় একজন আসিয়া খুড়োর কোচাটা চুনোট করিতে করিতে বলিল, "খুড়োর এখন সখ খুব।"

হরিশ গৃহের বাহিরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বেশ একটু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সবাইকে দেখ্‌ছি বিনয়কে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি কেন ?"

বরযাত্র গমনের আনন্দে এতক্ষণ সে কথাটা কাহার বড় একটা মনে আসে নাই যে বিনয় কোথায়। এতক্ষণে হরিশের কথায় সকলেরই সে কথাটা খেয়াল হইল,—সকলেই আবার সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাইতো বিনয় কোথায় ?"

ভোলানাথ খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, "সেটা কি একটা মানুষ, তার সব কাজই এই রকম। দেখগে যাও নিশ্চয়ই সে ঘরে এখনও নিদ্রা যাচ্ছে।"

ভোলানাথ খুড়োর কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিশ সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে বিনয়ের গৃহের ভিতর যাইয়া প্রবেশ করিল। বিনয় একমনে কি লিখিতেছিল, হরিশের গৃহ প্রবেশের শব্দে সে মুখ তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল এবং হরিশকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "এই যে হরিশ, এস, এস। বাঃ, তোমায় বড় সুন্দর মানিয়েছে। ভাই, এই শুভ

মিলনে আমি যোগদান করে আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পাল্লুম না, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তিনি যেন এই মধুর মিলন চির আনন্দের করেন। তুমি তোমার নব পরিণীতা ভার্য্যাকে নিয়ে চির সুখী হও,—এই আমার একমাত্র কামনা।"

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না বিনয় তা হবে না,—তুমি যদি ভাই আমার এ শুভ বিবাহে যোগদান না কর তাহ'লে আমি সত্যিই দুঃখীত হ'বো। তোমাকে যেতেই হবে।"

হরিশের কথায় বিনয়ের মুখের উপর বেশ একটা মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল,—সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "হরিশ তোমার বিয়েতে আমোদ কর্ব্বো এটা কি আমার অসাধ? কিন্তু তুমিই একটু বিবেচনা করে বলো ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে আমার কি তোমার বিয়েতে যাওয়া উচিত? দাদার সঙ্গে শম্ভুবাবুর কি কথাবার্ত্তা হয়েছে না হয়েছে তার আমি কিছুই জানিনা। হয়তো তার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যও হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় আমি তোমার বিয়েতে কেমন করে যাই বলো? হরিশ আমি তোমার বিয়েতে যেতে পাল্লুম না, এতে তুমি যত না দুঃখীত তার শত গুণ দুঃখীত আমি। যাক্ এর জন্যে ভাই দুঃখীত হয়োনা,—তুমি বিয়ে করে ফিরে এলে আমি তোমার বাড়ী গিয়ে আমোদ করে আস্‌বো।"

বিনয়ের কথার উপর হরিশ আর কোন কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু বিনয় তাহার বিবাহে যোগদান করিতে পারিল না তাহাতে

তাহার প্রাণে বেশ একটু আঘাত লাগিল। বিনয়ের কথার উত্তরে সে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "এর ওপর আর ভাই আমি তোমায় যেতে বল্‌তে পারি না, কিন্তু তুমি না যাওয়ায় আমার বিয়ের আমোদ অর্দ্ধেক কমে গেল।"

এ দিকে মেসবাসীরা সকলেই আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। ভোলানাথ খুড়ো, বিনয়ের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে বিনয় তুমি বুঝি যাবে না? তা তোমার না যাওয়াই উচিত। তা যেন হ'লো কিন্তু ঘোষটা গেল কোথায়,—সে যে এই আস্‌ছি বলে গেল কই তারতো এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই।"

হরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিল, "ঘোষের আর কিছুতেই উন্নতি হ'লো না। কখন দেখ্‌লুম না যে কোন কাজটা সে সময় মত কর্ত্তে পাল্লে! এইটাই হ'লো তার সব চেয়ে বাহাদুরী। আমি তাকে সকালে এত করে বলে গেলুম,—কেমন বল্লে আমার জন্যে কোন চিন্তা নেই! আর দেখ তারই জন্যে সব চেয়ে বেশী চিন্তা।"

ভোলানাথ খুড়ো ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "চিন্তা তো বটে কিন্তু সে না গেলে যে আমোদ অর্দ্ধেক কমে যাবে।"

হরিশ তাহার পকেট হইতে ঘড়ীটা বাহির করিয়া সময় দেখিতেছিল,—সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আর তো দেরী কিছুতেই করা যায় না। বিনয় ঘোষ এলেই তুমি ভাই তাকে পাঠিয়ে দিও। আমার নাম করে বলো না গেলে আমি বিশেষ দুঃখীত হবো।"

বিনয় সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। হরিশ ও ভোলানাথ খুড়ো বিনয়ের ঘর হইতে যেমন বাহির হইল অমনি সকলে মিলিয়া হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল। হরিশ তাহার এই বিপুল বাহিনী লইয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী লাভের আশায় বাহির হইয়া পড়িল। তখন সমস্ত মেসটা সুগন্ধের গন্ধে ভরপুর হইয়া যেন একেবারে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। হুলুধ্বনি ও হিপ্ হিপ্ হুর্রের ভিতর দিয়া হরিশ যাইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন,—ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে,—সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া বিশ্বের বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শূন্য মেস,—মেসে একটীও প্রাণী নাই,—এমন কি আজ্ ঝি ঠাকুর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কেবল বিনয় তাহার কক্ষটীর ভিতর একাকী পড়িয়া পড়িয়া কত কথাই ভাবিতেছিল। তাহার সেই অর্থ শূন্য ভাবনার কোন অর্থও ছিল না,—মীমাংসাও ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহাকে যেন ভাবনা ছাড়িতে চাহিতেছিল না। গৃহের ভিতর রজনীর স্তব্ধ অন্ধকার গবাক্ষ ও দরজার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানা একেবারে নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল,—উঠিয়া যে আলোটা জ্বালিয়া দিবে বিনয়ের সে ইচ্ছাও একবার হইতে ছিল না;—সে শয্যার উপর পড়িয়া পড়িয়া কেবলই এ পাশ ওপাশ করিতেছিল আর মনে মনে ভাবিতেছিল, "এমন ধারাই বা হইল কেন? বিধাতার এ বিদ্রূপের হাসির তাৎপর্য্য কি? বিবাহ করিতে তাহার তো কোন দিনই আগ্রহ ছিল না,—তবে কেন হঠাৎ তাহার বৌদিদি তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলেন,—কেনই বা সে এক কথায় সম্মত হইল? আবার কেনই বা সব এমন উল্টাপাল্টা হইয়া গেল।

বিধাতা পুরুষ তাহাকে লইয়া এই খেলাটা খেলিলেন কেন,— বিনয় চারিদিক দিয়া ভাবিয়াও তাহার বিশেষ কোন অর্থ বাহির করিতে পারিতেছিল না। সে এই চিন্তার ভিতর মাঝে মাঝে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল,—কেবল পার্শ্বের বাড়ীর সানায়ের আলাপ থাকিয়া থাকিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মহা বিচলিত করিয়া ফেলিতেছিল। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে অতিবাহিত হইয়া তিন চারি ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে বিনয়ের সেটুকুও খেয়াল ছিল না। সে এই ভাবে চক্ষু বুজিয়া সময়টা নিশ্চিন্তে ধ্বংশ করিয়া ফেলিতেছিল। ঠিক সেই সময় দুইটা দরজা সবলে ধড়াস করিয়া খুলিয়া ঘোষ আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। অন্ধকার ঘর,—বিশেষ কিছুই দেখা যায় না,—তবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে ঘোষ অনুমান করিল, গৃহের ভিতর মানুষ আছে। সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "কে বাবা ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে আছ? চোর ছ্যাঁচোড় যদি হও তবে কেন বাবা অন্ধকারে কষ্ট পাচ্ছো,— ফাঁকা বাড়ী আলো জ্বেলেই তো কাজ হাসিল কর্ত্তে পার্ত্তে। বিনুকে নিয়ে আর পাল্লুম না। এমন অলবট্টে স্বভাব যদি আর কারুর হয়! সবাই যে যার ঘরে দিব্বি চাবি এঁটে গেছে কিন্তু এ বাবুর আর চাবি দিতেও অবসর হয়নি। আমার তো এ সময় আসবার কোনই কথা ছিল না,—ভাগ্যি আমি এলুম! আর এসেই বা কর্চ্ছি কি, কাজ হাসিল যা কর্ব্বার তা আগেই হয়ে গেছে। আমার জন্যে কি এতক্ষণ তারা অপেক্ষা কচ্ছে? কে বাবা ঘরের

ভেতর রয়েছ কষ্ট করে আলোটাওত জ্বাল্‌তে পারনি,—তা না পেরে থাক আমিই জ্বালছি।”

ঘোষ পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ফস্‌ করিয়া জ্বালিয়া ফেলিল,—সঙ্গে সঙ্গে গৃহের ভিতরস্থিত সমস্ত অন্ধকারটা যেন জানালা ও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া বাহিরের বিরাট অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল! দেশলাই জ্বালিয়া বিনয়কে বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ঘোষ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপরিস্থিত আলোটা জ্বালিয়া দিতে দিতে আবার বলিল, “বেশতো মজার লোক তুমিহে! আমি যে এত বড় একটা লম্বা বক্তৃতা দিলুম,—বেশতো চুপ করে বসে আছ? যদি ফস্‌ করে একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে ফেল্‌তুম তাহ’লে তো মুস্কিল হয়ে পড়তো।”

বিনয় ঘোষের দিকে চাহিয়াছিল,—দেখিল বৃষ্টিতে তাহার জামা কাপড় সবই প্রায় ভিজিয়া গিয়াছে। ঘোষ নীরব হইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, “আমি হাসি চাপ্‌বো,—না তোমার কথার উত্তর দেব? তোমার ওই লম্বা বক্তৃতায় আমি আর কিছুতেই হাসি চাপ্‌তে পার্চ্ছিলুম না। সে যাক এখন বৃষ্টিতে জামা কাপড় ভিজিয়ে এলে কোথা থেকে?”

ঘোষ জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া,—একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিল, “সে ঢের কথা ভাই, সে পরে শুনো। এখন বর চলে গেছে তো?”

ঘোষের কথায় বিনয় আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না,—হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, তোমার জন্য এখনও বসে আছে! হরিশ তোমাকে অনেক করে যাবার জন্য বলে গেছ্‌লো।"

ঘোষ মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "দেখ্‌ছি হরিশ আমার ওপর রীতিমত চটে' যাবে। তার আর কচ্ছি কি বলো,—এসে না জুটতে পাল্লেতো আর হয় না? সত্যি বল্‌ছি বিনু, আমি ঠিক সময়ে আসবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কি কর্ব্বো, কিছুতেই হয়ে উঠ্‌লো না। মেসের হাঁড়ীতো বন্ধ দেখ্‌ছি,—দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থাটা কি হবে? মামাবাবুটী এসে সকাল বেলা অনেক করে বলে গেছেন,—চল পাশের বাড়ী থেকেই ও কাজটা সেরে আসা যাক্। বাজারের খাবার কতকগুলো খেয়ে অম্বল করা কিছু নয়।"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই আমি আর কোথাও যেতে পার্ব্বো না। আমার খেতে ইচ্ছে নেই,—ক্ষিদেও নেই। আর কেমন যেন আলস্য আলস্য বোধ হচ্ছে, নড়্‌তে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তোমার ইচ্ছে না হয় না হক্,—আমার ভাই যেতেই হবে। গরীব মানুষ যখন বলে গেছেন,—তখন তো একটা ভদ্রতাও আছে! এখন তুমি খাবে কি? ঝি ও নেই ঠাকুরও নেই বাজার থেকে কিছু কিনে আন্‌তে গেলেও তো সেই নিজেকেই যেতে হবে। বাজার থেকে পাশের

বাড়ীটা তো দূর নয়,—পাশের বাড়ী থেকেই কাজটা সেরে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের মত হ'তো না ?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, আজ আর আমি কিছু খাবো না।"

ঘোষ হো হো করিয়া একটা বীভৎস হাসি হাসিয়া বলিল, "সে ভালো কথা, আজ তোমার না খাওয়াই উচিত। শোকটা তো কম লাগেনি! অত বড় একটা জিনিষ হাতের কাছে এসে ফস্কে যাওয়া এটা কি কম দুঃখের কথা? তা, সে যা হক্, তুমি না খাও না খাবে, আমায় তো কিছু খেতে হবে। দেখি চেষ্টা—"

ঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইল,—সে গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল, "বিনু এইটুকু শুধু মনে রেখ' ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তার জন্য দুঃখ করা উচিত নয়। আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের সংসারে ও আলোক-প্রাপ্ত মেয়ে তেই খাপ খেতে পারে না। আমি না আসা পর্য্যন্ত আলোটা যেন নিবিয়ে দিও না। আমি যাব আর আসবো।"

ঘোষ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের সমস্ত প্রাণটাও যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার ধীরেধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। তখন পাশের বাড়ীর সানাই হইতে কানাড়া রাগের মধুর আলাপ সমস্ত পাড়াটাকে যেন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সে আলাপে বিনয়ের সমস্ত প্রাণটা যেন দোল খাইতে লাগিল।

ঘোষ কাপড় জামাটা পরিবর্ত্তন করিয়া পাশের বাড়ী হইতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সারিয়া আসিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইতে ছিল,—সেই সময় পার্শ্বের বাড়ী হইতে একটা বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রমনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত ক্রন্দনরোলে সেই বিবাহ বাড়ীটা যেন একেবারে শ্রাদ্ধবাড়ীতে পরিণত করিয়া দিল। ঘোষ একেবারে স্তব্ধ হইয়া সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিল,—সহসা বিবাহবাড়ী হইতে ক্রন্দন্ রোল উত্থিত হওয়ায় সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বিনয়ের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিনয়ও ওই হট্টগোলে জানালার নিকট যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘোষ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিনয়কে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মহা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? হঠাৎ একটা কান্না উঠ্‌লো কেন হে? বর কি টেঁসেফেঁসে গেল নাকি হে?"

এই হট্টগোলে ও ক্রন্দনে বিনয়কেও বেশ একটু অবাক করিয়া দিয়াছিল,—সে একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘোষের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাইতো এ ব্যাপার কি কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বোঝা বিলক্ষণ গেছে। আজ ভগবান দেখ্‌ছি বৈরী। বর ক'নে দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা টেঁসে গেছে, কিংবা যাবার উপক্রম হয়েছে। না বাবা আজ দেখ্‌ছি বিয়ে বাড়ীর লুচী বরাতে নেই,—সেই বাজারে ছুট্ করাবে তবে ছাড়্‌বে।"

বিনয় ঘোষকে আবার কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, সেই সময় নীচে মোক্ষদার হাউ হাউ চীৎকার শব্দে দুই বন্ধুই একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছিল,—ঘোষ বিকট শব্দে বিনয়কে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি বিনু, নীচে অমন হাউ হাউ করে চীৎকার করে কে? বলি, বিয়ে বাড়ীর জেরটা কি শেষ এ পর্য্যন্ত ধাওয়া কল্লে নাকি হে?"

বিনয় মহা ব্যস্তভাবে হাত নাড়িয়া বলিল "চুপ করো—চুপ করো—মোক্ষদার গলার স্বর মনে হচ্ছে।"

"মোক্ষদার গলার স্বর!" ঘোষ অবাকভাবে বিনয়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "মোক্ষদার গলার স্বর কি হে,—মোক্ষদার গলার স্বর এমন বিকট হ'লো কি করে? না বাবা, দেখ্‌তে হ'লো, হঠাৎ আবার নীচের ব্যাপারটা কি গড়াচ্ছে।"

ঘোষের কথাটা শেষ হইতে না হইতে মোক্ষদা হাউ হাউ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে একেবারে বিনয়ের গৃহের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাশের বাড়ীর মামাবাবু আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। তাঁহার শুধু গা,—শুধু পা,—কাঁধে একখানি অৰ্দ্ধ মলিন গামছা। দেহের জীর্ণ হাড় কয়খানি যেন একটা দারুণ অভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। দুই বন্ধুই অবাক হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল। মোক্ষদা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া নাকিসুরে আরম্ভ করিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে,—বিনয়বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে—ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়।"

মোক্ষদার চীৎকারে বিনয়ের বুকের ভিতরটা একেবারে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিয়াছিল,—তাহার কণ্ঠ হইতে ভালো মন্দ কোন কথাই বাহির হইল না। সে কেবল একটা বিহ্বল দৃষ্টি লইয়া মোক্ষদার দিকে চাহিয়া রহিল। ঘোষ মোক্ষদার মুখের গোড়ায় হাতটা নাড়িয়া বলিল, "মোক্ষদা, তুমি একটু থামো। ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর মুখ থেকে শুন্তে দাও ব্যাপারটা কি হয়েছে।"

তার পর সেই মামাবাবুটির দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি মশাই! বাড়ীতে কি কারুর অসুখ করেছে?"

মোক্ষদার পশ্চাতে সেই মামাবাবুটী যেন একখানা শুক্নো নীরস কাঠের মত দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘোষের কথায় তাঁহার ঠোঁট দুইখানি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল;—তিনি নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে, আমার জাতিপাত হয়,—বর পালিয়ে গেছে।"

"বর পালিয়ে গেছে!" উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ঘোষ যেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল। সে বেশ একটু অবাকভাবে বলিল, বলেন কি মশাই,—বর পালিয়েছে সেকি কথা? আজ কাল বিয়ে কর্ত্তে এসে বরও এমন পালায় নাকি? অপরাধ?"

মামা বাবুটীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের সব কয়খানি পঞ্জর যেন নড়িয়া উঠিল, তিনি ছল্‌ছল্ নেত্রে মৃদুস্বরে বলিলেন, "গরীবের কথা, পদে পদেই অপরাধ। তিনশ' খানি টাকা দেবার কথা ছিল তা বাবা অনেক চেষ্টা করেও দুশো খানির বেশী টাকা

যোগাড় কর্ত্তে পারি নি। আমি পায়ে হাতে ধরে বল্লুম আমায় এক সপ্তাহ সময় দাও আমি বয়ে' তোমাদের বাকি টাকাটা দিয়ে আসবো, কিন্তু তাও তারা শুনলে না,—বর নিয়ে চলে গেল। এখন বাবা তোমরা আমায় বাঁচাও,—আমার জাত রক্ষা কর,—এক বিধবাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর।"

মামা আর বলিতে পারিলেন না,—তাঁহার নয়ন বহিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া তাহার বুকের সেই তীব্র বেদনাটার কতক যেন বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিল। বৃদ্ধের এই বেদনা-মিশ্রিত চোখের জল দেখিয়া ঘোষেরও চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিয়া উঠিয়াছিল,—সে হাত নাড়িয়া বলিল, "যাক্ মশাই আর আপনাকে বল্‌তে হবে না,—আপনার কোন চিন্তা নেই। বিনু দ্বিধা করবার আর সময় নেই,—চলে এস। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। স্বজাতির জাতি ধর্ম্ম রক্ষা,—বিধবার কন্যাদায় উদ্ধার। চিন্তা করবার কিছু নেই,—এ বিয়ের তুমি বর আর আমি বরযাত্র, আর কারুর প্রয়োজন নেই।"

বিনয় সমস্ত শুনিয়া একেবারে থ' হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ঘোষের কথায় তাহার প্রাণের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা জড়িত স্বর বাহির হইয়া আসিল, "আমি বর? সেকি! দাদা—"

ঘোষ তীব্রস্বরে বিনয়কে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা কি,—দাদার অনুমতি? কই, যখন অন্যায় কাজ কর, তখন তো

একবারও দাদার অনুমতির জন্য ভাবো না! এতে দাদার অনুমতির প্রয়োজন হয় না, এতে চাই শুধু প্রাণ আর মনুষ্যত্ব। বিনু এ তোমার ভগবৎ-প্রেরিত দান—দুর্ল্লভ সামগ্রী, এ দান বুক ফুলিয়ে মাথা পেতে গ্রহণ কর। দেখবে একটা নূতন আলোয় তোমার প্রাণ—মন—তোমার গৃহ ভরে যাবে।"

বিনয় একটা গাঢ় শ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ঘোষ আমি কোন দিন তোমার কথা ঠেলিনি আজও ঠেলবো না। এ আমার সত্যই ভগবানের দান; কর্ত্তব্যের আহ্বান আমি মাথা পেতে গ্রহণ কর্ব্বো।"

"এই তো ভাই, আমার বন্ধুর মত কথা।" আনন্দের আতিশয্যে ঘোষ একেবারে বিনয়কে জড়াইয়া ধরিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আবার সানাই তেমনি করিয়া বাজিয়া উঠিল,—আবার তেমনি তান লয় মানে হর্ষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় নারায়ণ-শীলার সম্মুখে বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিলেন,—বর আসিয়া পিঁড়ীতে উপবিষ্ট হইল,—তিনি একেবারে দ্বিগুণ উৎসাহে মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। শঙ্খ ও হুলুধ্বনির ভিতর দিয়া স্ত্রী আচার শেষ হইয়া গেল। বর ক'নে আসিয়া আবার নারায়ণ-শীলার সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া দুইটী হৃদয় এক করিয়া দিলেন। চারিদিকে হর্ষ ও পুলক যেন হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। সম্প্রদান হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের যেন মনে হইল,—প্রেম প্রীতি ভক্তি লইয়া ভাগ্য আসিয়া তাহার হাত ধরিল। জন্ম জন্মান্তরের যে তাহার চির আপনার,—বহুদিন পরে আজ আবার মহিমময়ী মূর্ত্তিতে সেই আসিয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। বিবাহ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বর ক'নে বাসরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘোষ এক পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিতেছিল,—এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা কহে নাই,—এইবার একবার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঘাড়টি নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার বর ক'নেকে একবার দাঁড় করাতে হবে,—আমি ক'নের মুখখানি একবার ভালো করে দেখ্‌তে চাই।"

ঘোষের স্বরে উপস্থিত সকলেই ঘোষের দিকে চাহিয়াছিল। ক'নের মামাবাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন,—তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বাবা তুমি ক'নের মুখ ভালো করে দেখ্‌বে, তার আবার কথা কি? আর তার জন্যে ব্যস্ত হবারই বা কি আছে? বর ক'নে বাসরে গিয়ে বসুক,—তার পর যতবার ইচ্ছে ভালো করে দেখ'। এখন চল বাবা, যা হক কিছু মিষ্টি মুখতো কর্ত্তেই হবে। এ গরীবের বাড়ী আয়োজন নেই,—তবুও একটু মিষ্টি মুখ না করিয়ে তো আমি ছাড়্‌বো না।"

ঘোষ বেশ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "আমিই বা যাব কেন,—বিনুর বিয়েতে বরযাত্র এসেছি না খেয়ে কি যেতে পারি?"

মামাবাবু আসিয়া ঘোষের হাত ধরিয়া ঘোষকে আহারের স্থানে লইয়া গেলেন,—এদিকে বর ক'নেও বাসরে চলিয়া গেল। ঘোষ যাইয়া আহারে বসিল। গরীবের সংসার হইলেও আহারের আয়োজন মন্দ ছিল না। তাহার উপর মামাবাবুর অনুরোধের পর অনুরোধে বাধ্য হইয়া ঘোষকে রীতিমত প্রচুর আহার করিতে হইল। রাত্রি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল,—কাজেই ক্ষুধার বেগটাও বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল,—সে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "আহার যা হ'লো তাতে চলা ফেরা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এখন একবার বন্ধুর ক'নেটীকে ভালো করে' দেখিয়ে দিন,—আর বেশীক্ষণ দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই,—দেহটা বিছানা নেবার জন্যে একেবারে হাস ফাঁস কচ্ছে! একটু সকাল সকাল শোয়াই দরকার,

কাল সকালেই আবার বর ক'নেকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে তো।

মামাবাবুটি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আসুন আমার সঙ্গে,—ক'নে দেখ্‌বেন আসুন।"

মামাবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোষ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুরের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনখানি ঘর,—তাহারই একখানিতে বাসর হইয়াছে। তথায় লোক জনও অধিক নাই,—দুই চারিটি নবীনা বসিয়া বরের সহিত রসালাপ করিতেছিল। ঘোষ মামাবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ক্ষুদ্র বাসরঘরের চৌকাটের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইল। মামাবাবুর সহিত একজন অপরিচিত লোককে আসিতে দেখিয়া গৃহের ভিতর হইতে নবীনাগণ লজ্জায় কুণ্ডলী পাকাইয়াছিল। মামাবাবু দরজার সম্মুখে যাইয়া ডাকিলেন, "কমল,—একবার বাইরে বেরিয়ে এসতো।"

মামাবাবুর আহ্বানে পার্শ্বের গৃহ হইতে একটী বিধবা রমণী বাহির হইয়া আসিলেন। ঘোষ অনুমানে বুঝিল,—ইনিই ক'নের মাতা। সে তাড়াতাড়ি তাহার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মাথাটা নীচু করিয়া টিপ্‌ করিয়া তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল। মামাবাবু বলিলেন "কমল, এরই অনুগ্রহে তোমার দীপি আজ রাজরাণী হতে চল্লো। এমন সুন্দর ছোকৃরা আমি আর কখন দেখিনি। ইনি একবার ক'নেকে ভালো করে দেখ্‌তে চান,—একে ভালো করে একবার দীপিকে দেখিয়ে দাও। এর অনুগ্রহ না হ'লে আজ আমাদের জাত ধর্ম্ম সবই যেত।"

কন্যার মাতা একখানি শুভ্র বসনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ঘাড়টি হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—তিনি মস্তকের ঘোমটা ঈষৎ সরাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা, আমি গরীব বিধবা,—আমি আর তোমায় কি বলবো—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘোষ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—আপনি যখন বিনুর মা হ'লেন তখন আপনি আমাদেরও মা। আপনাকে কিছু বল্‌তে হবে না,—মামাবাবুর বলার চোটেই আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। আপনি শুধু আশীর্ব্বাদ করুন এই রকম হেসে খেলেই যেন জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমি মনে বেশ বুঝতে পাচ্ছি আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হবার নয়। সেই দুর্ল্লভ জিনিষ আমায় দিন,—আমি মাথা পেতে নিই।"

কমলা গাঢ়স্বরে আবার বলিলেন, "বাবা তুমি বিধবাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছ,—এর পুরস্কার মানুষ মানুষকে দিতে পারে না। এর পুরস্কার ভগবান তোমায় দেবেন। আমি কায়মনো-বাক্যে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি নিশ্চয়ই তোমার দিন এই রকম হেসে খেলে কেটে যাবে।"

ঘোষ আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বিনু তোর বৌকে নিয়ে বেরিয়ে আয়। ছেলে বেলায় মা মরে গেছে মা যে কি তা জানতুম না। আজ আমি মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি আমার প্রাণ ভরে গেছে।"

মামাবাবু যাইয়া বর ক'নেকে তুলিয়া আনিয়া ঘোষের সম্মুখে

দাঁড় করাইয়া দিয়া,—দ্বীপিকার মস্তকের ঘোম্‌টাটা সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমাদের মেয়ে নেহাৎ ফেল্‌বার নয়।

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সুন্দর, এমন ক'নে শতকরা একটাও দেখা যায় না। বিনু, আমি ভাই জোর করে বল্‌তে পারি, হরিশ হেরে গেছে।"

ইতি মধ্যে মোক্ষদা আসিয়া কখন পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই,—সে এক দাঁত হাসি ছড়াইয়া বলিল, বিনয় বাবুর এমন লাল টুক্‌টুকে বৌ হয়েছে, আমি কিন্তু তাগা না নিয়ে ছাড়্‌বো না।"

ঘোষ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া তখনি উত্তর দিল, "তুমি হ'লে, বিয়ের ঘট্‌কী, তাগা কি,—তোমায় সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে! বিনু আজকের মত ভাই তবে চল্লুম,—কাল সকালে এসে আবার বর ক'নে নিয়ে যাব।

মামাবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। ঘোষ ধীরে ধীরে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় দুপুর বাজে। সরোজিনী ভাঁড়ার ঘরের দরজার সম্মুখে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ, দেবরের বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর হইতেই তিনি যেন কেমন মুষড়াইয়া গিয়াছিলেন। কোন কাজেই যেন তাঁহার প্রাণে আর স্ফূর্ত্তি ছিল না। স্বামী প্রত্যুষে উঠিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন,—এখনও ফেরেন নাই,—তিনি ভাড়ার ঘরের দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়া তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—আর বেলার দিকে চাহিয়া কেমন যেন একটা বিরক্তিতে তাহার সমস্ত প্রাণটা ভরিয়া উঠিতেছিল। এত বেলায় ফিরিবার মজাটা স্বামীকে আজ কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবেন,—মনে মনে তাহারই একটা সঙ্কল্প আঁটিতে ছিলেন। আকাশ বর্ষার মেঘে সমাচ্ছন্ন। শেষ রাত্রি হইতেই প্রবল বেগে বৃষ্টি চলিতেছিল,—তবে এখন একটু ধরিয়াছে,—কিন্তু একেবারে জের মরে নাই,—এখনও ঝির্‌ঝির্‌নির অবসান হয় নাই।

বসিয়া বসিয়া সরোজিনী মহা বিরক্ত হইয়া উঠিতে যাইতে ছিলেন,—সেই সময় স্বামীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি মুখখানা আরো একটু গম্ভীর করিয়া যেমন বসিয়াছিলেন ঠিক তেমনিই বসিয়া রহিলেন।

"ওরে কে আছিস্,—নাইবার তেল গাম্‌ছাটা ঠিক কর্।"

বলিতে বলিতে অনুনয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি পত্নীর সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে পতিত হইল। তিনি পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বেশ একটু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে এখানে এমন মুখটি শুকিয়ে বসে আছ,—এখনও বুঝি খাওয়া হয় নি?"

সরোজিনী মহা বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, ভুলে গেছি! বলি গেছ্‌লে কোথায়,—বেলা তিন প্রহর কাটিয়ে তো বাড়ী ফিরলে, নাইতে খেতে হবে সেটাও বুঝি আজ আর মনে ছিলনা?"

অনুনয় মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "মনে. ছিলনা এমন কথা কেমন করে বলি? তবে কাল রাত্রে শম্ভুবাবুর বাড়ীতে খাওয়াটা কিছু গুরুতর হয়েছিল। না, আয়োজন যা করেছিল তা সত্যিই দেখ্‌বার মত। কাজেই এখনও পর্য্যন্ত ক্ষিধের মোটেই উদ্রেক হয়নি।"

শম্ভুবাবুর বাড়ীর খাওয়ার কথায় সরোজনীর সর্ব্বাঙ্গে কে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। তিনি রীতিমত ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর ও মুখ নাড়্‌তে হবে না। তোমার হায়া নেই,—তাই তুমি আবার কাল রাত্রে শম্ভুবাবুর বাড়ী খেতে গেলে! ঘেন্নায় আমার যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে! যাদের কথার ঠিক্ নেই আমি তাদের বাড়ীতে পা ধুতেও যাইনা।"

অনুনয় সেই ভাবেই আবার হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "এ সব তোমার গায়ের জোরের কথা। ভদ্রলোক বাড়ীতে এসে

বলে' গেলেন, না যাওয়াটা কি ভালো হ'তো? ভদ্রলোক যদি ভদ্রলোকের মান না রাখে, তাহ'লেতো আর সংসার চলে না। যাক্, শম্ভুবাবু যা আয়োজন করেছিলেন তা বলবার মত,—বর ক'নে সম্প্রদানের জায়গায় দেখ্‌লুম পাশাপাশি বসেছে,—দিব্যি মানিয়েছে।"

সরোজনী টিপ্পনী কাটিয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন,—সেই সময় গৌরচাঁদ ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "ওমা শিগ্‌গির ছুটে এস,—শিগ্‌গির ছুটে এস,—দেখ্‌বে চল, কাকাবাবু কেমন টুক্‌টুকে বৌ বিয়ে করে' এনেছে। ছুটে চল—ছুটে চল—"

পুত্রের এই অদ্ভুত সংবাদে পতি পত্নী উভয়েই মহা বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন! পুত্রের সংবাদটা যে কোন প্রকারে সত্য হইতে পারে তাহা উভয়ের কেহই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কাকাবাবু টুক্‌টুকে বৌ লইয়া আসিয়াছে এ সংবাদেও মাতাকে নড়িতে না দেখিয়া গৌরচাঁদ মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার জননীর হাত ধরিয়া টানিয়া আবার বলিল, "চল,—আর দাঁড়িও না মা। কাকাবাবু যে গাড়ীতে বসে আছে! কাকাবাবুর সেই বন্ধুটী আমায় বল্লেন, 'শিগ্‌গির তোমার মাকে ডেকে আন তো'! আর দাঁড়িও না, শিগ্‌গির চল।"

পুত্রের, কথায় বিস্ময়ে সরোজিনী একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। সংবাদটা আরও একটু ভালো করিয়া শুনিবার জন্য তিনি পুত্রকে আবার কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন,—সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ছোটবাবু বৌ নিয়ে এসেছেন।"

আর বিলম্ব করিবার কিছুই রহিল না। পতি পত্নী উভয়েই মহা ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে ছুটিলেন। গৌরচাঁদ নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে তাহাদের অগ্রেই ছুটিয়া চলিয়া গেল। সরোজিনী বাহিরে গিয়া যাহা কখন আশা করেন নাই তাহাই দেখিলেন,—সত্যই তাঁহার দেবর নববধুর পার্শ্বে গাড়ীতে উপবিষ্ট, আর তাহার বন্ধু গাড়ীর দরজা খুলিয়া তাঁহাদেরই অপেক্ষায় গাড়ীর দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সরোজিনী বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইবা মাত্র ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বৌদি,—তুমি বিনয়ের সংসারের অন্নপূর্ণা,—তাই একটী লক্ষ্মী নিয়ে এসেছি,—হুলু দাও—শাঁখ বাজাও—বরণ করে ঘরে তোল।"

গাড়ীতে দেবরের পার্শ্বে নববধুকে দেখিয়া সরোজিনীর নিরানন্দ প্রাণটা যেন একটা মহানন্দের ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছুটিয়া যাইয়া নববধূকে গাড়ী হইতে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন। তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর হর্ষ ও পুলক যেন একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলিয়াছিল। ঘোষ কোমরে চাদর বাঁধিয়া বরকর্ত্তা সাজিয়াছে,—তাহার উৎসাহ আজ দেখে কে,—সরোজিনী নববধূকে গাড়ী হইতে কোলে করিয়া তুলিয়া লইবামাত্র সে হুলুধ্বনি দিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "বৌদি, এ তোমার পটের বিবি নয়! এ হিন্দুর মেয়ে—হিন্দুর সংসারের মাঝে থেকে—হিন্দুর আচার নীতি নিয়ে বেড়ে উঠেছে। এ রাধ্‌তেও জানে, বাসন মাঝ্‌তেও জানে,—আর জানে স্বামীই তার একমাত্র ইষ্টদেবতা!"

সরোজিনী নববধূকে লইয়া উপরে নিজের গৃহে যাইয়া পালঙ্কের উপর বসাইয়া দিলেন,—বিনয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল,—তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া বধূর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো,—তুমি আজ বিয়ে করে' বৌ ঘরে এনেছ,—এতে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা তোমায় কি বল্‌বো। আনন্দে আমার বুকটা যেন ভরে উঠ্‌ছে।"

বিনয় হেঁটমুণ্ডে নববধূর পার্শ্বে বসিয়াছিল,—সে সেই ভাবেই মৃদুস্বরে বলিল, "বৌদি, তোমার দাসী এনেছি,—একে তোমার পাশে রেখে তোমারই মত করে গড়ে' তুলো।"

দেবরের কথায় আনন্দে সরোজিনীর নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইবার মত হইল। তিনি আদরে বধূর চিবুক ধরিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি মেয়ে,—এমন না হ'লে বৌ! আমি ঠাকুরপোর বৌভাতে এমন ঘটা কর্ব্বো যা এদেশের লোক কখন দেখেনি,—কখন শোনেনি।"

অনুনয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা তুমি কর্ত্তে পারো।—না, তোমারই জিত।"

বধূর অঙ্গে বিশেষ কোন অলঙ্কার ছিল না, সরোজিনীর দৃষ্টি এতক্ষণে সেই দিকে পতিত হইল, তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গহনার বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার সমস্ত গহনা এক একখানি করিয়া নববধূকে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। ঘোষ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল সে সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "বৌদি, গহনা

পরিয়ে তুমি আর একে বিশেষ কি সাজাবে? ভগবান একে নিজের হাতে যে সাজ পরিয়ে দিয়েছেন,—সে সাজের কাছে কি আর অন্য সাজ দরকার হয়? এ যে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে ধীরে ধীরে আপনিই বেড়ে উঠেছে।"

সরোজিনী একটা সানন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ঘোষের কথায় একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে তাঁহার মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ঘোষেরও আনন্দ যেন ধরিতেছিল না;—সে সগর্ব্বে বিনয়ের পানে চাহিয়া বলিল, "বৌদি, যুগের আলোয় এম্, এ, বি, এর পর্য্যন্ত চোখ্ ঝল্‌সে যায়;—কিন্তু আমাদের পাশ-না-করা বিনয়ের তারিফ্ দিতে হবে;—সে বাহিরের চাক্‌চিক্য দেখে ভোলে নি।"

অনুনয়ও মৃদু হাসিয়া ঘোষের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "সত্যি, বিনুর পছন্দ আছে।"

সরোজিনী আর আনন্দে স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। তিনি বৌ ভাতের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহারই আয়োজনে কোমর বাঁধিলেন। চারিদিকে আনন্দের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল।

সম্পূর্ণ।

এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক, এত সুন্দর ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই, কেবলমাত্র এক টাকা মূল্যে পাইতে পারিবে, তাহা আপনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নামমাত্র লাভে অধিক বিক্রয়ই আমাদের উদ্দেশ্য ; বঙ্গভাষার সুপ্রচারই আমাদিগের একমাত্র আকিঞ্চন।

আমাদের উপন্যাস সিরিজের জন্য এযাবৎ শতাধিক পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রথম বৎসরের জন্য আমরা আপাততঃ নিম্নলিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের উপন্যাস মনোনীত করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী মালিনী দেবী
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্-এ
শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল

উপন্যাসানুরাগী পাঠক, আপনাকে কি ইঁহাদের আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে ?, শুধু ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হইবে না যে এই সব বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকদিগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই আমরা প্রথম বৎসরের জন্য মনোনীত করিয়াছি !

আজই পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

আপনি কেন আজই আমাদের উপন্যাস সিরিজের গ্রাহক হইবেন ?

যেহেতু—

১। প্রতিমাসে এমন এক সময় আসে যখন আপনার কিছুই ভাল লাগে না ;—এই অবসাদ দূর করিতে আমাদের উপন্যাস অদ্বিতীয়।

২। আপনি স্বচ্ছন্দে কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া, আমাদের উপন্যাস আপনার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যার হস্তে দিতে পারিবেন ;—ইহাতে রুচিবিগর্হিত কিছুই থাকিবে না।

৩। আপনি বৃথা অর্থনষ্ট করিতে চান না ;—আমাদের উপন্যাস ক্রয়ে আপনি অল্পমূল্যে সমধিক লাভবান হইবেন।

৪। আপনি বাজে উপন্যাস পড়িয়া অর্থনষ্ট ত করিয়াছেনই, উপরন্তু বাঙ্গালা ভাষার উপর একরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন ;—আমাদের উপন্যাস আপনার বিলুপ্ত শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিবে।

৫। আমাদের সিরিজে বাজে উপন্যাস বাহির হইবে না।

৬। আমাদের উপন্যাস সর্ব্ববিধ উপহার প্রদানে অদ্বিতীয়।

৭। আমাদের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট।

৮। আপনার সময় অল্প ; সুতরাং বাজে উপন্যাস পড়িয়া আপনার আর সময় নষ্ট করিতে হইবে না।

৯। আমাদের উপন্যাস নিয়মমত প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে।

১০। আপনি খাঁটী বাঙ্গালী ; বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি কল্পে আমাদিগকে সাহায্য করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সুমহৎ কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আপনার সহানুভূতি ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

আজই পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

আমাদের একটাকা সংস্করণের

নাট্য-প্রতিভা সিরিজ্।

১লা অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মমত প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে।

যাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই হইতে চলিল। যে সকল নাট্যরথিগণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, নাট্য-প্রতিভা সিরিজে তাঁহাদেরই জীবনী প্রকাশিত হইবে।

আপনি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহাদের জীবনী পড়িয়া আপনাকে তন্ময় হইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের "নাট্য-প্রতিভা সিরিজ" বাহির হইবার পূর্ব্বেই যে সকলের এত চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমাদের স্বপ্নাতীত।

আমাদের এই উদ্যোগ অভূতপূর্ব্ব; বহু পরিশ্রম ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য। লেখককে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিকটে বসিয়া তাঁহাদের জীবনের দৈনন্দিন বিবরণ সংগ্রহ করতঃ নানা স্থান হইতে তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আমাদের এই প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ গ্রন্থাবলী অলীক কল্পনাড়ম্বরময় ডিটেকটিভ্ উপন্যাস অপেক্ষা সহস্রগুণে হৃদয়গ্রাহী হইবে।

আপনার চক্ষে এতদিন আমাদের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঘৃণার পাত্রই ছিলেন। কিন্তু আমাদের এই নাট্য-প্রতিভা সিরিজের জীবন্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া আপনার সেই ভ্রম বিদূরিত হইবে। জীবন সংগ্রামে কিরূপ বীরবিক্রমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিজয় লাভ করিয়া নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বঙ্গ সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া আসিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া আপনি বিমোহিত হইবেন, ও তাহাদিগের প্রতি আপনার বিমল শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। বস্তুতঃ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের জীবনী বিপুল রহস্যকুহেলিকা সমাচ্ছন্ন। কোনও ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক কল্পনা চক্ষে উহার বিন্দুমাত্র বৈচিত্র দর্শনেও সমর্থ হন নাই। বিমল নাট্যকলার সম্পর্কে আসিয়া কিরূপে কি শ্রেণীর লোক কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহা এই জীবনীমালায় প্রতিপদে পরিলক্ষিত হইবে। দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া রঙ্গালয়ের এই উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। "দারোগার দপ্তর" এ শ্রেণীর জীবন্ত চিত্র কখনও কল্পনায় আনিতে পারে নাই; "From Log Cabin to white House" ইহার তুলনায় আলো গাত্রে ছায়ামাত্র।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

——:*:——

নাট্যপ্রতিভা সিরিজের প্রথম জীবনী।

গিরিশচন্দ্র।

১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে